# তৃতীয় খলীফা

আবু সাঈদ জুবেরী

# তৃতীয় খলীফা

## হযরত উসমান

(রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু)

আবু সাইদ জুবেরী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

তৃতীয় খলীফা
হযরত উসমান
(রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহু)
আবু সাঈদ জুবেরী

ই, ফা, বা, গ্রন্থাগার: ৪৯০/১
ই, ফা, বা, প্রকাশনা: ২৯৭.৬৫

প্রকাশ কাল :

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮১
দ্বিতীয় প্রকাশ:
আশ্বিন—১৩৯৪
সফর—১৪০৮
সেপ্টেম্বর—১৯৮৭

প্রকাশক:
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ: শেখ তোফাজ্জল হোসেন

মুদ্রণ:

সোহায়েব প্রিন্টার্স
১৭, ডি আই টি রোড,
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা।

বাঁধাই:

মাখন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৪, শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১।

মূল্য: উনিশ টাকা

---

TRITIYA KHALIFA : A LIfe sketch of Hazarat Usman (R) The third caliph of Islam written by Abu Sayed Jubery and Published by Prof. Abdul Ghafur, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. September 1987
Price : Tk. 19.00 U. S. Dollar 2.00

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরপরই যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের সুন্দর আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে ইতিহাসে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছেন, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) তাঁদের অন্যতম।

তরুণ লেখক জনাব আবু সাঈদ জুবেরী গল্পের ভাষায় মহান খলীফার জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। মহান খলীফাদের আদর্শ ও জীবনাচরণ আমাদের চলার পথের পাথেয়। আমরা এ বই থেকে সে আদর্শ নিয়ে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো—এ আশা থেকেই বইটি প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

আকাশ কুসুম

হাসান রাজা

বিজ্ঞানের ভুবন

প্রথম বিপ্লবী (প্রকাশিতব্য)

www.pathagar.com

আম্মাকে
উৎসর্গ

www.pathagar.com

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| জন্ম ও শৈশব | ৪ |
| দীক্ষা নেবার আগে | ৬ |
| ইসলাম গ্রহণ | ৮ |
| শুরু হলো নির্যাতন | ১০ |
| মদীনায় হিযরত।। নবুনবী (সাঃ)-এর পাশে পাশে | ১২ |
| বদরের যুদ্ধ।। স্ত্রী বিয়োগ | ১৪ |
| প্রীতির পরম উদাহরণ | ১৭ |
| দ্বিতীয় বিয়ে।। বিশেষ মর্যাদালাভ | ১৯ |
| পুত্র আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর মৃত্যু।। স্ত্রী বিয়োগ ও হুদাইবিয়া চুক্তি | ২১ |
| মুক্ত হস্তে দান | ২৪ |
| দশম হিযরী।। শোকের সন | ২৬ |
| প্রথম খলীফার আমলে | ২৭ |
| দ্বিতীয় খলিফার আমলে | ৩১ |
| তৃতীয় খলীফা নির্বাচনের জন্যে বৈঠক।। নির্বাচন | ৩৫ |
| খলীফার প্রথম ভাষণ | ৪০ |
| প্রথম পরীক্ষার মুখোমুখি | ৪১ |
| খলীফার নির্দেশ জারি | ৪৫ |
| ফরমান | ৪৬ |
| আজারবাইজানে বিদ্রোহ | ৪৮ |
| সীমান্তরক্ষী ও সেনাপতিদের নামে ফরমান | ৫২ |
| আনাতোলিয়ায় যুদ্ধ।। নৌবাহিনী গঠনের চিন্তা | ৫৪ |
| নৌবাহিনী গঠন।। সাইপ্রাস বিজয় | ৫৬ |
| আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্রোহ দমন | ৫৮ |
| বাইজেন্টিয়ায় যুদ্ধ | ৬০ |
| পার্শিয়ায় বিদ্রোহ | ৬২ |
| প্রথম নৌ-যুদ্ধ | ৬৪ |
| শাসনামলে তিক্ত অভিজ্ঞতা | ৬৫ |
| আবদুল্লাহ্ বিন সা'বাঃ ধূর্ত এক লোক | ৬৭ |
| সা'বার প্রচার কাজের বিস্তার | ৭১ |
| ভুল-ত্রুটি ধরার জন্যে ওৎ পাতা | ৭৩ |
| সা'বা পন্থীদের ভান | ৭৭ |


www.pathagar.com

হযরত আবূজর গিফারী (রাঃ)-এর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ৮০
শাসনামলের কিছু দিক ৮৪
আমর বিন ইয়াসিরের বিশ্বাসঘাতকতা ৮৬
লক্ষ্যস্থল মদীনা ৮৯
খলীফার ভাষণ ৯১
গোলযোগকারী নেতাদের প্রত্যাবর্তন ৯৪
বিদ্রোহীদের জমায়েত ৯৫
কিছুদিন চারদিক নিশ্চুপ ৯৮
খলীফার সঙ্গীগণের প্রস্তুতি ১০২
সাহায্য আসার সংবাদ ১০৩
খলীফার চিঠি ১০৪
বিদ্রোহীদের ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ ১০৬
জীবনের শেষ দিন ১০৮
হঠাৎ আক্রমণ ১১০

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ-এর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এবং খলিফা ও সাহাবীদের নামের সাথে 'রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু' পড়তে হয়। এই বইয়ের সবখানে প্রিয়নবীর নামের শেষে দরুদ ও সালাম এবং খলীফা ও সাহাবীদের ক্ষেত্রে দোয়া পড়তে হবে। উল্লেখ্য, উম্মুহাতুল মুমিনীন এবং মহিলা সাহাবীগণের নামের সাথে রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা পড়তে হয়।

www.pathagar.com

দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন তিনি। যে দেশে কাটিয়েছেন জীবনের অনেক-গুলি দিন, আজ তাঁকে সেই প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে যেতে হচ্ছে।

এখানে থাকার জন্যে কম চেষ্টা করেননি তিনি। অন্যান্য লোকজনের তো বটেই, আপনজনেরও অত্যাচার তাই সয়েছেন চোখ বুজে। যেন দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছেন জন্মভূমির পবিত্র মাটিতে। তবু ওরা তাঁকে থাকতে দিলো না!

দিনকে দিন ওরা বাড়িয়ে চলেছে যুলুম। ওরা মানুষের ওপর করে পশুর মতো আচরণ। ওদের নেই এতোটুকু দয়া-মায়া। নিরীহ লোকের ওপরও ওরা চালায় অমানুষিক অত্যাচার। ওদের মারমুখী ভাব হয়ে উঠেছে আরও হিংস্র।

ক'জন ঘনিষ্ঠ লোক তাই পরামর্শ দিলেন এখান থেকে চলে যেতে। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো ; মনে মনে তিনিও তাই ভাবছিলেন। কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। কোথায় যাবেন, কী করেই বা যাবেন—এসব সাত-পাঁচ ভাবনায় মন পিছু টানছিলো বার-বার।

কোথায় যাওয়া যায়? ব্যবসাপাতি চলছিল বেশ জমজমাট। ঘর-সংসার সাজানো ছিলো বেশ পরিপাটি। আর মনও চায় না এতোদিনের পরিচিত ভুবন ছাড়তে। এই মাটির সঙ্গে কতো স্মৃতি জড়ানো, এ মাটির পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে যেন তাঁরই সুখ, দুঃখ, আনন্দ, দীর্ঘশ্বাস। সবচেয়ে কষ্ট হয় নূরনবী সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূরে সরতে। নিজেকে তখন তুচ্ছ মনে হয়। হৃদয়ে হু-হু করে ওঠে অসহ্য ব্যথা-বেদনা।

যাঁর সুন্দর বাণী হৃদয়কে করে তুলেছিলো শীতল আর পবিত্র এবং সুন্দর, আজ তাঁকে ছেড়ে দূরে যেতে মন চাইছে না। বড় পিছু টানছে মন, কষ্ট দিচ্ছে। নূরনবীকে ঘিরে কতো শ'তো স্মৃতি মনে পড়ছে।

কিন্তু কোনো উপায় নেই। যেতেই হবে। না-হয় কেবল তাঁরই নয়, তাঁর স্ত্রী-পরিজনের জীবনও হতে পারে বিপন্ন। শুধু নিজের জীবনের কথা ভাবলে

www.pathagar.com

তো চলে না! তার জন্য আরও কয়টি মানুষ কষ্ট করবে, কুরায়শদের অত্যাচার সইবে নির্বিবাদে, তা হতে পারে না কখনো।

কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যেতে। মুসলমানদের আর কেউ তখনো মক্কার বাইরে যাননি। তখনো মদীনায় হিযরত করেননি কেউ। অথচ দিনকে দিন মক্কাবাসীরা সত্য ধর্মে দীক্ষিত লোকগুলোর ওপর বাড়িয়ে তুলছিলো যুলুম। তাই অনেকেই নিরিবিলি কোনো জায়গায় চলে যাবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু ; তিনি বললেন আবিসিনিয়ার কথা। আবিসিনিয়া! ব্যবসা সূত্রে জায়গাটির নাম শুনেছেন ঢের, কিন্তু কখনো যাননি। অচেনা-অপরিচিত দেশে যাওয়া কি ঠিক হবে?

জানেন, অনেক দূর-যাত্রার পথ আবিসিনিয়া। আর দূরের দেশ বলেই হয়তো জায়গাটি নিরাপদ ; কিন্তু যেখানে কোনো দিনও যাননি, সে দেশে সব ছেড়ে-ছুড়ে যেতে কী কারো মন চায়!

না গিয়ে বুঝি কোনো উপায় নেই। তাঁর ওপরই শত্রুদের বড় বেশী রোখ। একে তো গোত্র ধর্ম ছেড়েছেন, ধনী বলেও তিনি সবার পরিচিত, দয়ালু এবং দানশীল বলেও তাঁর খ্যাতি। সেই লোকটি সত্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, এ ব্যাপারটি সহ্য হচ্ছিলো না কারো। নানাভাবে শত্রুরা তাই কষ্ট দিচ্ছিলো তাঁকে। তাঁর ওপর বাড়িয়ে তুলছিলো নিপীড়ন। শত্রুরা বিশেষ করে তাঁর ওপর নজর দিয়েছিলো আরেকটি কারণে, তিনি পিতৃধর্ম ছেড়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর যাবতীয় সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন ইসলামের সেবায়। এ ব্যাপারটি ঈর্ষান্বিত করে তোলে ওদের। আর সবচাইতে গুরুতর অপরাধ, ওদের চোখে, সত্য ধর্মে দীক্ষা তো নিয়েছেনই, তার ওপর তিনি বিয়ে করেছেন নবুনবী (সাঃ)-এর কন্যাকে এবং তাঁর ঘনিষ্ট লোকদের একজন হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। শত্রুরা তাই তাঁর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলো। অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো ওরা। না, আর সহ্য করার উপায় নেই।

অগত্যা মনস্থির করতে হলো। হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই ঠিক বলেছেন, আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়া ভালো। তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনিও তাহলে চলুন।' কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) রাযী হলেন না ; সবাই চলে গেলে



www.pathagar.com

নূরনবী (সাঃ)-কে দেখবে কে, কে করবে তাঁর সেবা! নূরনবী (সাঃ)-এর জন্যেই কয়েকজনকে মক্কায় থাকা উচিত।

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো। আর সবাই থাকবেন নূরনবী (সাঃ)-এর আশ-পাশে ; কেবল তিনি বঞ্চিত হবেন তাঁর সাহচর্যের সৌভাগ্য থেকে!

ঠিক করলেন নূরনবী (সাঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইবেন ; যদি একবার তিনি যেতে নিষেধ করেন! তাহলে বর্তে যাবেন, খুশী হবেন, আল্লাহ্‌র নবীর সেবায় কাটিয়ে দেবেন দিনগুলি ; শত্রুরা যতোই অত্যাচার করুক, নীরবে সহ্য করবেন সব। কিন্তু মহানবী (সাঃ) চারদিককার পরিস্থিতি পরিবেশের কথা বিবেচনা করে তাঁকে শুধু অনুমতিই দিলেন না, যাবার জন্যে দিলেন উৎসাহ। দিলেন সানন্দ অভয়।

যে নবী (সাঃ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনকে জ্ঞান করেছেন তুচ্ছ, কোনো বিপদেই এতোটুকু বল হারাননি কখনো, সে-দিন তাঁর অভয়বাণী মরমে এসে ছুঁলো। সংশয় গেলো কেটে। কোনো দ্বিধা আর রইলো না মনে।

আবিসিনিয়ায় চলে যাবার জন্যে তৈরী হলেন তিনি। সংগে সহধর্মিনী হযরত রোকেয়া রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা।

হৃদয় হয়তো সেদিন হু-হু করে উঠেছে স্বদেশের জন্যে। মমতামুগ্ধ মক্কার জন্যে হৃদয় কেঁদেছে বারবার। প্রিয়ভূমির অতি চেনা জায়গাগুলো বার-বার ভেসে উঠেছে চোখে। দু চোখে পানি। মনে পড়েছে টুকরো টুকরো কত স্মৃতি। হয়তো ভুলতে পারছিলেন না—ভীষণ কষ্ট হচ্ছিলো—কতো যে অসহ-নীয় সেই বিচ্ছেদের বেদনা—প্রিয়নবী (সাঃ)-কে ছেড়ে কতো দূর দেশে চলে যেতে হচ্ছে তাঁকে!

মহানবী (সাঃ)-এরও কি কষ্ট হয়নি? নিশ্চয় হয়েছে। প্রিয়জনের বিদায়ে তাঁর মনেও বেদনার দুঃখ নেমে এসেছিলো। কিন্তু আল্লাহর পথে যাঁকে নামতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে তাঁকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়, সহ্য করতে হয় অনেক দুঃখ।

প্রিয় জামাতা ও কন্যার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দু'হাত তুলে মুনাজাত করলেন মহানবী(সাঃ)।—'হে আল্লাহ্, এই দম্পতিকে তুমি রক্ষা করো। ইসলাম ধর্মের জন্য উসমানই প্রথম ব্যক্তি, যে ঘরবাড়ির আরাম আয়েশ ফেলে শুধুমাত্র ধর্মের জন্য স্বদেশভূমি ছাড়ছে।'



www.pathagar.com

## জন্ম ও শৈশব

মক্কার এক অভিজাত পরিবারে জন্ম হযরত উসমান (রাঃ)-এর। মহানবী (সাঃ)-এর ছ'বছরের ছোট ছিলেন তিনি। অর্থাৎ ৫৭৬ খৃস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম আফফান এবং মায়ের নাম আরভী বিনতে কারিস (কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর মায়ের নাম আরওয়া বলে উল্লেখ করেছেন)।

নূরনবী (সাঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা বায়েজা ছিলেন তাঁর দাদী। সে দিক থেকে মহানবী (সাঃ) তাঁর চাচা হন।

তাঁর পূর্ব-পুরুষদের অনেকেই ছিলেন নামকরা ধনী। তাঁর বংশের যে তালিকা পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যায় আবদে শামস্-এর পুরো বংশই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আবদে শামস্ ছিলেন তাঁর দাদার দাদা। তাঁর বংশনামা বা নসবনামাটি এরকম—

কোসাই
|
আবদে শামস্
|
উমাইয়াহ
|
আবুল আস
|
আফফান
|
উসমান

তিনি জন্মগ্রহণ করেন এমন এক সময় যখন আরবের অবস্থা খুব খারাপ, অন্ধকারময়। গোটা আরবের লোকজন চরম অধঃপতনে। এমন কোনো পাপ



www.pathagar.com

নেই, যা তারা করে না। আপন কন্যাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলে। খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ—কিছুই করতে মন কাঁপে না তাদের।

উমাইয়া গোত্রের আর কয়টি শিশুর মতোই তাঁর শৈশব কেটেছে। তবে ছোট-বেলায় দারিদ্রের কষ্ট তাঁকে সইতে হয়নি। তাঁর পিতা আফফান এবং তাঁর দাদা আবুল আস ও আবদে শামস্-এর বংশের সবাই ধনী হিসেবে ছিলেন খ্যাতিমান। সিরিয়ার সঙ্গে ছিলো তাঁদের তেজারতির সম্পর্ক।

এক বাণিজ্য সফরকালে তাঁর পিতা আফফান ইন্তিকাল করেন। তিনি পুত্রের জন্যে বিস্তর ধন-দৌলত রেখে যান।

পিতার মৃত্যুতে হযরত উসমান (রাঃ)-এর কৈশোরজীবন কিছুদিনের জন্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি তা অচিরেই সামলে উঠলেন। অন্যান্য আর দশটি কিশোরের মতোই আনন্দ এবং সুখেই কাটতে লাগলো তাঁর কৈশোর।

তিনি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন মহৎ এবং সজ্জন। চারদিকে চলছে গোত্রে গোত্রে কলহ, খুন-খারাবি আর সংকীর্ণতা। মানুষ এক আল্লাহ্‌কে ভুলে পুতুল পুজো করে। তিনি এ-সব সাতে-পাঁচে না গিয়ে গোত্রীয় ব্যবসা রীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন। তাঁর চলাফেরা ছিলো অনেকটা নিভৃত। একাকী।



www.pathagar.com

## দীক্ষা নেবার আগে

আরবের সেই অন্ধকার যুগে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র হযরত মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম, তিনি সততার জন্যে বিধর্মীদের কাছেও পরিচিত হন আল্‌-আমিন (বিশ্বাসী) বলে। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন অনেক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলো, যার জন্যে মক্কার সকল বাসিন্দাই তাঁকে দেখতো বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে।

সময় ইতিমধ্যে অনেক গড়িয়ে গেছে। আল-আমিন চল্লিশ বছরে পদার্পণ করেছেন। জীবনের এই চল্লিশটি বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সন্ধান করতে পেরেছিলেন সত্য ও সুন্দরের উৎসকে। এ-সময় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয়।

তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন।

যে আল-আমিনকে কুরায়শরা ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, রাতারাতি তারাই তাঁর শত্রু হয়ে উঠলো। কি, লোকটা পিতৃধর্ম ত্যাগ করতে বলে, এতো বড় কথা।

মহানবী (সাঃ) তবু এতোটুকু বিচলিত হলেন না। সত্যের কথা, সুন্দরের বাণী তিনি প্রচার করতে লাগলেন নির্ভয় হৃদয়ে। তাঁর সত্য প্রচারে প্রথম আকৃষ্ট হন বিবি খোদেজা (রাঃ)। তিনি সত্য ধর্ম গ্রহণ করে প্রমাণ করলেন যে সত্যের জন্যে মানুষ কতোটুকু নিঃশঙ্ক হতে পারে। তারপর একে একে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং আরো অনেকে।

তখন এ ধর্ম কুরায়শদের কাছে দারুণ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিভাবে এদের প্রতিহত করা যায়, কষ্ট দেয়া যায়—এ চিন্তায় কুরায়শরা মশগুল।



www.pathagar.com

হযরত উসমান (রাঃ)-এর ডাকনাম প্রথমে আবু আমর এবং পরে আবু আবদুল্লাহ ছিলো ; তিনিও ইতিমধ্যে সময়ের সঙ্গে বড় হয়েছেন। যৌবনের প্রায় প্রান্তসীমায় তিনি, চৌত্রিশ বছর পেরিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে তিনি পিতা আফফানের চাইতেও বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন। ধনী বলে বেশ খ্যাতিও অর্জন করেছেন মদীনায়, মক্কায়। তিনি করতেন কাপড়ের ব্যবসায়। বাণিজ্য সূত্রে তাঁকে প্রায়ই যেতে হতো দূর-দূরান্তরে। কখনো মদীনা, কখনো সিরিয়া, কখনো বা আরও দূরাঞ্চলে। ব্যবসাপাতি নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত থাকতেন। আর তাই মক্কার বাসিন্দাদের মতো এই সত্য ধর্ম নিয়ে তুলকালাম বিতর্কে মন দেয়ার অবসর ছিলো না তাঁর।

তাঁর কাপড়ের ব্যবসায় দিনকে দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছিলো। কিছুকালের মধ্যেই তিনি গোটা আরবের অন্যতম বড় ব্যবসায়ী হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। তাঁর ধন-দৌলতের জন্যে লোকে তাঁকে বিশেষ খাতির ও সম্মান করতো। ব্যবসায় তাকে অর্থ এবং খ্যাতি, দুই-ই এনে দিয়েছিলো।

এতোটুকু গরিমা ছিলো না তাঁর। বলতে কি, এইদিকে তিনিও ছিলেন ব্যতিক্রমী মানুষ। ব্যবসাকে তিনি মনে করতেন, অন্য কাউকে সাহায্য করার একটি মাধ্যম। আর তাই, গরীব-দুঃখীকে তিনি দান করতেন অকাতরে।

আসলে মানুষটি ছিলেন বড় সরল, দয়ালু আর শিক্ষিত। কারও দুঃখ-কষ্ট তিনি সইতে পারতেন না সহজে। মোটা অংকের দান করতে তাই তাঁর মন দ্বিধা-গ্রস্ত হতো না। তাঁর উপাধি 'গণী'র (অর্থাৎ ধনী) মতো তিনি কেবল অর্থেই নয়, মনের দিক দিয়েও ছিলেন ধনী।



www.pathagar.com

## ইসলাম গ্রহণ

একবার সিরিয়া থেকে ফিরে এসে হযরত উসমান (রাঃ) ইসলামের নতুন আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত শুনতে পেলেন। এতোদিন তিনিও কোনো আগ্রহ দেখাননি বলে পরিবারের কেউ কিছু তাঁকে বলেননি। সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পর তাঁর খালা সাদী নূরনবী (সাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। খুলে বললেন এতোদিনকার ঘটে যাওয়া সব ঘটনা। পরিবারের আর ক'জন নূরনবী (সাঃ) সম্পর্কে বলতে লাগলো উল্টোপাল্টা কথা।

তখন মনে মনে ঠিক করলেন, এ ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু-বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করবেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তখন সত্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন।

তিনি আসলে কৌতূহলবশতই হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে এই সত্য ধর্ম সম্বন্ধে জানতে চান। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর এই কৌতূহল দেখে যারপর নাই খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁকে সত্য ধর্মের সমস্ত দিকই খুলে বললেন। ব্যাখ্যা দিলেন সত্য এবং সুন্দরের। বললেন, নূরনবী (সাঃ)-এর অশেষ ক্লেশের কথা, তাঁর নিষ্ঠার কথা, সততার কথা। বললেন তৌহীদের মর্মকথা।

এ সব শুনে তিনি মুগ্ধ হন। এর পর পরই তিনি মুসলমান হন।

কিন্তু কারও কারও মতে তিনি সিরিয়া থেকে তাল্‌হা ইবনে উবাইদুল্লাহর সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের পথে দৈবভাবে নূরনবী (সাঃ) সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায়। চোখে বা একটু তন্দ্রা এসে



www.pathagar.com

গিয়েছিলো। এ সময় তিনি এক গায়েবী শব্দ শুনতে পান। কে যেন বলছে, **'জেগে ওঠো, ওহে ঘুমন্ত মানুষ, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।'**

সিরিয়া থেকে ফিরেই তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সংগে দেখা করতে যান। বিভিন্ন আলোচনা আলাপের মধ্যে ইসলাম সম্বন্ধেও কথাবার্তা হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) এক সময় তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। এতে তিনি আকৃষ্ট হন এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে সংগে নিয়ে নুরনবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন।

মহানবী (সাঃ) তাঁকে কিছু উপদেশ দেবার পর ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমান হিসেবে ঘরে ফিরে আসেন। হযরত তাল্‌হা (রাঃ)ও সেই বৈঠকে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

তিনি সেই চৌদ্দজন ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের মধ্যে একজন, যাঁরা সর্ব-প্রথম ইসলাম কবুল করেন।



www.pathagar.com

## শুরু হলো নির্যাতন

হযরত উসমান (রাঃ) সত্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, এ-খবর সারা মক্কায় ছড়িয়ে গেলো।

সবাই প্রথমে হতভম্ব, একটু বা দুঃখিত, পরে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে গেলো। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তো রেগে খুন। শুরু হলো নির্যাতন।

তাঁর চাচা হাকাম ভীষণ অত্যাচার করতে শুরু করলেন। অকথ্য সে নির্যাতন। একটি অন্ধকার গা-ছমছম করা ঘরে হাকাম হাত বেঁধে হযরত উসমান (রাঃ)-কে ফেলে রেখেছিলেন। মারধোর তো নিত্যি ছিলোই ; তবু তিনি অম্লান।

যেন তিনি জানতেন এমনটি হবে, আগেও হয়েছে এবং হচ্ছে ; তাই সহজভাবেই অনেকটা মেনে নিলেন এই নিপীড়ন। অকাতরে সহ্য করলেন সব।

তাঁর মা আরভী বিনতে কারিয ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাঁর ওপর ভীষণ রুষ্ট হলেন এবং যারপর নাই বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। আত্মীয়-স্বজনরা বার বার এসে বোঝাতে লাগলো—এখনো সময় আছে, দ্যাখো, তোমার ভুল তুমি স্বীকার করো, ইসলাম ত্যাগ করো।

তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সকল প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিলেন। এরচেয়ে মরণও ভালো, এর চাইতে অনেক ভালো মুখ বুজে অত্যাচার সয়ে যাওয়া। কারণ তিনি জানতেন ইসলাম গ্রহণ করে তিনি ভুল করেননি।

যে কুরায়শরা হযরত উসমান (রাঃ)-কে খুব ভালোবাসতো, তারাই রাতারাতি শত্রু হয়ে গেলো। কেবল গোত্রই নয়, আপন পরিবারের অতি ঘনিষ্ট লোকেরাও পর হয়ে গেলো।

তিনি ছিলেন উমাইয়া গোত্রের লোক। বনি-হাশিম (যে গোত্রে নূরনবী



www.pathagar.com

(সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন) এবং বনি-উমাইয়া গোত্রের মধ্যে ছিলো দীর্ঘদিনের রেষারেষি ; তাঁর ব্যাপারে দু'গোত্রই যেন এক হয়ে গেলো। দু'গোত্রের লোক-জনেরই এক রায় ঃ এর ওপর অত্যাচার করো, একে কষ্ট দাও, এ তো মারাত্মক অপরাধী!

একটুও দমলেন না তিনি। ইসলামের সেবায় দিন কাটাতে লাগলেন। অকাতরে সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে নূরনবী (সাঃ)-এর সাহচর্যে সময় কাটান। তাঁর উপদেশ-আদেশ শোনেন, শোনেন সত্য-সুন্দরের মহান বাণী।

ইতিমধ্যেই হযরত উসমান (রাঃ) খুব ঘনিষ্ট লোক হয়ে উঠেছেন মহানবী (সাঃ)-এর। তাঁকে খুব ভালোবাসেন নূরনবী (সাঃ)। ইসলামের জন্যে এমন দুঃখ-কষ্ট ভোগ আর সকল স্বার্থ ত্যাগে মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রতি মুগ্ধ। তা ছাড়া তাঁর দানশীলতা, বিনম্র স্বভাব এবং পরম সহিষ্ণুতা নূরনবী (সাঃ)-কে আকৃষ্ট করেছে। মহানবী (সাঃ) বলতেন, "উসমানকে ফেরেশতারা পর্যন্ত সম্মান করে থাকে।"

নূরনবী (সাঃ) তাঁর কন্যা হযরত রোকেয়া (রাঃ)-কে হযরত উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গে বিয়ে দেন।

এ ব্যাপারগুলি আরও ক্রুদ্ধ করে তোলে কুরায়শদের। তারা অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়ে দিলো। তাঁর ওপর চালাতে লাগলো সীমাহীন নির্যাতন। জীবন বাঁচানোই তাঁর জন্যে হয়ে পড়লো দুঃসাধ্য।

এমনই দিনে হযরত উসমান (রাঃ) ভাবছিলেন মক্কা ছেড়ে দূরের কোথাও চলে যাবেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)-ও সে পরামর্শ দেন। নূরনবী (সাঃ)-এর কাছে তাই অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি। মহানবী (সাঃ) সানন্দে সায় দিয়েছিলেন তাঁর প্রস্তাবে।

জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হযরত উসমান (রাঃ) স্ত্রীকে নিয়ে লোহিত সাগর পেরিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা দেশ আবিসিনিয়ায় নিঃসম্বল মুসাফিরের মতো দু'বছর কাটিয়েছিলেন।



www.pathagar.com

## মদীনায় হিযরত ॥ নূরনবী (সাঃ)-এর পাশে পাশে

কুরায়শদের অত্যাচার কিছুটা প্রশমিত হলে হযরত উসমান (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে এলেন।

কিন্তু তা দিন কয়েকের জন্যেই, আবার ভীষণ মূর্তি ধারণ করলো কুরায়শরা। এলোপাথাড়ি নির্যাতন চালাতে শুরু করলো ওরা সকল মুসলমানের ওপর। অবশ্য এবার তাদের অত্যাচারের ধারা হলো একটু ভিন্ন ; নূরনবী (সাঃ) হলেন এবার ওদের লক্ষ্য। তাঁকে দমন করার জন্যে কিংবা ওদের ভাষায়— তাঁকে শায়েস্তা করার জন্যে, অত্যাচারের সকল কৌশল চলতে লাগলো। তাঁর সঙ্গে বাদ গেলেন না অন্যান্য সাহাবীও।

নূরনবী (সাঃ) তাই তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় হিযরত করবেন বলে ঠিক করলেন।

যখন অবস্থা দিন দিন সঙ্গীন থেকে সঙ্গীনতর হয়ে উঠলো, তখন নূরনবী দু'চারজন করে সাহাবীদের গোপনে মদীনার নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। কাফেররা এবার বুঝতে পারলো, মুহম্মদকে প্রাণে বিনাশ করতে না পারলে ইসলামকে বিনাশ করা সম্ভব নয়। তাই তারা এখন সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

আবু জেহেল তখন কুরায়শদের নেতা—সে-ই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান। সে ঘোষণা করেছে, যে মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারবে, তাকে সে মোটা অংকের পুরস্কার দেবে। পুরস্কারের লোভে কুরায়শরা তাঁকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লাগলো। চারদিকে পথে পথে ঘাঁটি পেতে ওরা পাহারা বসালো, যাতে হযরত মোহম্মদ (সাঃ) মক্কা ছেড়ে কোথাও যেতে না পারেন।

ইতিমধ্যে সকলেই মদীনায় চলে গেছেন ; হযরত উসমান (রাঃ)ও তাঁর স্ত্রী রোকেয়া (রাঃ)-কে নিয়ে মদীনায় হিযরত করেছেন, মক্কায় রয়েছেন মাত্র দু'জন—



www.pathagar.com

হযরত আবূবকর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)। নূরনবী (সাঃ) অপেক্ষা করছেন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আদেশ পাওয়ার। অধীর আগ্রহে তিনি সেই বাণীর অপেক্ষা করছেন।

যে রাতে আবূ জেহেলের ঘরে বসে কাফেররা নূরনবী (সাঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সে রাতে পৃথিবীতে নেমে এলো নিকষ অন্ধকার। অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করে নেমে এলো আল্লাহ্‌র ওহীঃ "অ'জা'আল্‌না মিম বাইনি আইদীহিম সদ্দাও' অ-মিন্‌ খালফিহিম সদ্দা ফাআগ্‌শাইনাহুম ফা'হুম লাইউব্‌সিরূন" অর্থাৎ— "অনন্তর আমি ওদের সামনে ও পেছনে তুলে দিয়েছি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, যার জন্য তারা দেখতে পারে না তোমাকে।"

নূরনবী (সাঃ) বুঝতে পারলেন, বেরিয়ে পড়ার এ-ই উপযুক্ত সময়— আল্লাহ্‌র বাণীর এই ইঙ্গিত। প্রিয় সহচর হযরত আবূবকর (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে এবার তিনি মদীনার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

নূরনবী (সাঃ) মদীনায় যাবার পর হযরত উসমান (রাঃ) প্রায় সারাক্ষণ থাকতেন তাঁর পাশে পাশে। মহানবী (সাঃ)-এর বাণী, তাঁর কথা, তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণ, অভিব্যক্তি গভীর মনোযোগে তিনি লক্ষ্য করতেন সব সময়। আর সেইসব আহরিত জ্ঞানগুলি নিজের জীবন-যাপনে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন।

ইসলামের প্রথম যুগে, বিপদের ঘনঘটায় যাঁরা মহানবী (সাঃ)-কে সঙ্গ দিয়েছেন হৃদয় দিয়ে, কখনো বা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, হযরত উসমান (রাঃ) তাঁদের অন্যতম।



www.pathagar.com

মদীনায় হিযরতের পর পবিত্র সত্য সুন্দর ধর্মও আস্তে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। ছড়িয়ে পড়ছিলো এ ধর্মের সুরভিত সুবাতাস। অত্যাচার করে কি আর সুন্দরকে ধামাচাপা দেয়া যায়! যে ফুল ফোটে সুগন্ধি বিলাতে, ভ্রমরের বিষাক্ত হুল কি পারে তার সুগন্ধি কেড়ে নিতে!

মদীনাবাসীরা মুসলমানদের ঠাঁই দিয়ে, সে ধর্ম গ্রহণ করে আরেকবার সে কথাই প্রমাণ করলেন যে, সুন্দর এবং সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না কোনোদিন। সুন্দর এবং সত্যের কোনোদিনও মৃত্যু হয় না।

অবশ্য সেজন্যে মদীনাবাসীদেরও নিতে হয়েছে নানারকম বিপদের ঝুঁকি। মক্কার বাসিন্দারা দারুণ ক্ষীপ্ত হয়ে উঠছিলো তাদের ওপর।

তাদের ক্ষুব্ধ হবার কারণ ছিলো আরেকটি ; মুসলমানদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছিলো। এ ব্যাপারটি তাদের ভীষণ চিন্তিত করে তুলছিলো— এ হলে তো ইসলাম আর তার রসুলকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। একদিন মুসলমানরা সদল বলে ফিরে এসে গোটা মক্কা নগরীই হয়তো গ্রাস করে ফেলবে। পূর্ব-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবে কড়ায়-গণ্ডায়।

এ চিন্তা তাদের আবারও অস্থির ও মারমুখো করে তুললো। তাই তারা পুরোপুরি সবল ও সংঘবদ্ধ হওয়ার আগেই মদীনা আক্রমণ করার জন্যে নিতে লাগলো প্রস্তুতি।

মক্কা থেকে আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্যে গেলো সিরিয়ায়। বিরাট উটের কাফেলা মদীনার পাশ দিয়েই মদীনা আক্রমণ করার জন্যে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করতে গেলো। কূটনীতি বা যুদ্ধ-নীতির দিক দিয়ে এটা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়।



www.pathagar.com

নূরনবী (সাঃ) তাই ঠিক করলেন, সিরিয়া থেকে যখন আবূ সুফিয়ান অস্ত্রশস্ত্রসহ ফিরে যাবে, তখন বদরে তিনি তাকে বাধা দেবেন এবং অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবেন। সকলেই মহানবী (সাঃ)-এর প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মুহাজির (যাঁরা মক্কা থেকে আগত) ও আনসার (যাঁরা মদীনার বাসিন্দা) মিলিয়ে মাত্র ৩১৩ জন যোদ্ধা সংগৃহীত হলো। এঁদের কারোরই আবার প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ছিলো না। কারো বা তলোয়ার আছে তো ঢাল নেই। ঢাল আছে তো বর্শা নেই। বর্শা থাকলেও নেই হয়তো তীর-ধনুক। বাহনের মধ্যে ছিলো একটি মাত্র ঘোড়া আর সত্তরটি উট। অন্যদিকে বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিলো এক হাজার। তার মধ্যে তিন শ' ঘোড়সওয়ার আর বাকি সাত শ'ই উষ্ট্রারোহী এবং ওরা ছিলো সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

উভয়পক্ষ কয়েকদিন মুখোমুখি প্রতীক্ষা করে থাকার পর একদিন সত্যি সত্যি যুদ্ধ ঘোষিত হলো। 'বদর' নামক স্থানে যুদ্ধ হয়েছিলো বলে এ যুদ্ধের নাম বদরের যুদ্ধ।

এ যুদ্ধে হযরত উসমান (রাঃ) অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তাঁর স্ত্রী হযরত রোকেয়া (রাঃ) তখন অসুস্থ, তাঁর অসুস্থতার জন্যেই নূরনবী (সাঃ) তাঁকে মদীনায় থাকতে বলেছিলেন।

স্ত্রীকে খুব ভালোবাসতেন হযরত উসমান (রাঃ) এবং বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। কারণ, নূরনবী (সাঃ)-এর অত্যন্ত স্নেহের কন্যা ছিলেন হযরত রোকেয়া (রাঃ)। হযরত উসমান (রাঃ)-কে তিনি ভালোবাসতেন বলে সখ করে আপন কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। এ সম্মান হযরত আলী (রাঃ) ছাড়া আর কেউ পাননি।

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় প্রথম হিজরীর রমযান মাসের ১৮ তারিখ।

তার দিন কয়েক পরই মারা যান হযরত রোকেয়া (রাঃ)। স্ত্রীর ইন্তিকালে ভীষণ মুষড়ে পড়লেন হযরত উসমান (রাঃ)। এ আঘাত কল্পনাতীত ছিলো। মন বসাতে পারেন না বৈষয়িক কাজে, ভালো লাগে না জাগতিক কিছুই।



www.pathagar.com

নূরনবী (সাঃ) তাঁর এ দুঃখের দিনগুলিতে পাশে এসে দাঁড়ালেন বন্ধুর মতো। নানাভাবে বোঝালেন তাঁকে ; দিলেন অভয়, শক্তি ও সান্ত্বনা। আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী শুনিয়ে তাঁর মনকে শোকের কষ্ট থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। হাল্‌কা হলো তাঁর মন। বেশ কিছুদিন কেটে গেলো এভাবে ; আধা-শোক আধা-সুখ-দুঃখে দিনগুলি চলে যেতে লাগলো। এবাদত-বন্দেগীতে তিনি আরো গভীর মনোযোগ দিলেন।



www.pathagar.com

## প্রীতির পরম উদাহরণ

বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মক্কার কথিত বীর ওলীদ ও শায়রাকে হত্যা করেছিলেন।

বদরের যুদ্ধের পর তাঁর সেই বীরত্বের কথা মদীনার ঘরে ঘরে আলোচিত হতে লাগলো। নূরনবী (সাঃ) এবং তাঁর অন্যান্য সাহাবীও হযরত আলী (রাঃ)-এর সাহসিকতায় ভীষণ খুশী হয়েছিলেন। নরনারী সকলের মুখে মুখে আলীর প্রশংসা।

এ সময় কয়েকজন বিশেষ সাহাবী নূরনবী (সাঃ)-এর কাছে হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে বিবি ফাতেমা (রাঃ)-এর বিয়ের প্রস্তাব তুললেন। তাঁরা ফাতেমা-রত্নই মহাবীর আলী (রাঃ)-এর যোগ্য পুরস্কার বলে মনে করলেন। এতে নূরনবী (সাঃ)-এরও অসম্মতির কোনো কারণ ছিলো না। কেননা হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন তাঁর স্নেহের পাত্র এবং দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞানের গভীরতায়ও ছিলেন তিনি অতুলনীয়। তাই সাহাবীদের প্রস্তাবে মহানবী (সাঃ) সানন্দে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু হযরত আলী (রাঃ)-এর তখন না ছিলো নিজের কোনো ঘর-বাড়ী, না ছিলো কোনো বিষয় সম্পদ। 'মালে গণীমত' হিসেবে প্রাপ্ত হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে তখন ছিলো একটি মাত্র উট, একখানা তলোয়ার ও একখানা ঢাল।

নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'উট আর তলোয়ার খুবই দরকারী। ঐ দুটো থাক্। ঢালটা বিক্রী করে যা পাও, তা দিয়ে মোহরানা আদায় করবে। বাকিটা দিয়ে কিছু খোরমা আর সুগন্ধি কিনে নিও।'



www.pathagar.com

আলী(রাঃ)সেই ঢালটি নিয়ে গেলেন হযরত উসমান(রাঃ)-এর কাছে। উসমান (রাঃ) চারশ' ষাট দিরহামের বিনিময়ে ঢালটি কিনে নিলেন।

কিন্তু উসমান (রাঃ) ঢালটি আবার ফেরত দিয়ে দিলেন হযরত আলী (রাঃ)-কে। বললেন, 'আলী, তুমি এই ঢালের উপযুক্ত পাত্র, তোমার হাতেই এটা শোভা পায়। আমি এটা তোমাকে দিলাম।'

হযরত আলী (রাঃ) উসমান (রাঃ)-এর এই পরম প্রীতি ও বদান্যতা দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন। তারপর নবীনবী(সাঃ)-এর কাছে গিয়ে মুদ্রা ও ঢাল দুই-ই রেখে দিলেন। মহানবী(সাঃ) ঢাল বিক্রয় না করে কিভাবে মুদ্রা পেলেন আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করায় হযরত আলী (রাঃ) উসমান (রাঃ)-এর বদান্যতার কথা জানালেন।

শুনে মহানবী (সাঃ)-এর হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠলো। তিনি সর্বান্তকরণে হযরত উসমান (রাঃ)-এর জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করলেন।

বদরের যুদ্ধের পর হিজরী দ্বিতীয় সনে এভাবেই সহযাত্রীর প্রতি পরম প্রীতির উদাহরণ রেখেছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। দ্বিতীয় সনেই হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবি ফাতেমা (রাঃ)-র বিয়ে হয়।



www.pathagar.com

## দ্বিতীয় বিয়ে।। বিশেষ মর্যাদা লাভ

প্রথম স্ত্রী বিবি রোকেয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রাঃ) অপার নিঃসঙ্গতায় ভুগতেন। মনে হতো হাজার স্মৃতি। মনে হতো, নূরনবী (সাঃ)-এর জামাতা হিসেবে দুর্লভ সম্মান পাওয়ার কথা। হারানো সেই সুখের জন্যে ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন তিনি।

নূরনবী (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে একান্ত খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করতেন। তাই হযরত উসমান (রাঃ)-এর এই দুঃখ হয়তো তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। যদিও লাজুক স্বভাবের হযরত উসমান (রাঃ) কারো কাছে খুলে বলতেন না কিছু।

তিনি এতো লাজুক ছিলেন যে, নূরনবী (সাঃ) যখন জানতে পারতেন, উসমান (রাঃ) তাঁর কাছে আসছেন, তখন তিনি গোছালো হয়ে বসতেন। নূরনবী (সাঃ) বলতেন, 'স্বয়ং ফিরিশতারা যাঁকে লজ্জা করে থাকেন, আমি কেন লজ্জা করবো না?' মহানবী (সাঃ)-এর গোছালো হয়ে বসার কারণ তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ না করলে হযরত উসমান (রাঃ) অল্প সময়ও সেখানে থাকবেন না। কাজেই তাঁর সাথে প্রয়োজনীয় কথাবর্তার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

যাই হোক ; হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিঃসঙ্গতা আঁচ করেই নূরনবী (সাঃ) তাঁর অপর কন্যা উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। অমন সম্মান আর কেউ পাননি। সেজন্যে তাঁর উপাধি ছিলো 'যুন্নুরায়েন' অর্থাৎ 'দুইটি আলোর মালিক।' এই উপাধি পেয়েছিলেন তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে।



www.pathagar.com

সাহাবীদের মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন এমনই একজন, যিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁর ধীর স্থির ও সুচিন্তিত মতামতের জন্যে তাঁকে বিশেষভাবে মান্য করা হতো।

তিনি নূরনবী (সাঃ)-এর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং ঘনিষ্টজনের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মহানবী (সাঃ) তাঁকে একাধিকবার বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বার বার বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), বর্ণনা করেছেন যে, 'নবুওতের যুগে মুসলমানরা হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে সবচেয়ে অগ্রগণ্য মনে করতেন। তাঁদের ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীকে তারা এতো বেশী মর্যাদা দান করেননি।'

হযরত উসমান (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বিয়ের কারণ সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, নূরনবী (সাঃ)-এর সঙ্গে জামাতা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়াই তাঁর বেশী দুঃখের কারণ ছিলো, যে জন্যে তিনি বড্ডো কাতর ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন।

এছাড়াও অপর একটি পারিবারিক কারণ ছিলো, বিবি রোকেয়া (রাঃ) একটি মাত্র পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। আবদুল্লাহ নামের সেই ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। এর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনের জন্যেই তিনি দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবছিলেন। বিবি রোকেয়া (রাঃ)-এর বোন উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কে নূরনবী (সাঃ) তাঁর সাথে বিয়ে দেয়ায় সেই অভাববোধ দূর হয়ে যায় এবং এতে হযরত উসমান (রাঃ) আবদুল্লাহ্‌র লালন-পালনের দিক ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বড় খুশী হয়েছিলেন তিনি এবং নূরনবী (সাঃ)-এর কাছে জানিয়েছিলেন তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা।



www.pathagar.com

## পুত্র আবদুল্লাহ্ রাঃ-এর মৃত্যু ।। স্ত্রী বিয়োগ ও হুদাইবিয়া চুক্তি

৬ষ্ঠ হিযরী একদিকে যেমন হযরত উসমান (রাঃ)-এর জীবনে শোকের সন, অপর দিকে বিজয়ের।

এ সালেই তিনি হারান তাঁর একমাত্র পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে। অল্প-কালের মধ্যে বিবি কুলসুম (রাঃ)ও পরলোকগমন করেন।

মাত্র সাত বছর বয়সের চোখের মণির মতো প্রিয় পুত্রের বিয়োগে বড়ই আঘাত পান তিনি।

ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন, যদি হযরত উসমান (রাঃ)-এর পুত্র আব-দুল্লাহ (রাঃ) থাকতেন, তবে তাঁর জন্যে তাঁর পিতার ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর অবস্থাও হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দুই পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসেন (রাঃ)-এর মর্যাদার চেয়ে আলাদা হতো না।

এ সনেই হযরত উসমান (রাঃ) হারান তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কে। চারিদিককার আঘাতে বড় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এক দিকে আপন কন্যা, অপর দিকে প্রিয় সাহাবীর দুঃখ—কন্যার বিয়োগ এবং প্রিয় শিষ্যের শোকে নূরনবী (সাঃ)ও বড় ব্যথিত হয়েছিলেন।

উম্মে কুলসুম (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর নূরনবী (সাঃ) বলেছিলেন, তাঁর অন্য কোন কন্যা থাকলে তিনি তাঁকেও হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে দিতেন।

৬ষ্ঠ হিযরী ব্যথা-বেদনার সন হলেও হযরত উসমান (রাঃ)-এর জন্যে এ এ সাল ছিলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।



www.pathagar.com

খন্দকের যুদ্ধের পর নূরনবী (সাঃ) সংকল্প করলেন যে, মক্কায় একবার হজ্জ করে আসবেন। শুনে সাহাবীরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনেকে বাসনা জানালেন, তাঁর সংগী হওয়ার।

৬ষ্ঠ হিযরীর জিলহজ্জ মাসে পনের শ' সাহাবীসহ নূরনবী (সাঃ) হজ্জ করার নিয়তে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। মক্কা থেকে মাত্র তিন-মাইল দূরে 'হুদাইবিয়া' নামক স্থানে তিনি যখন পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন, কুরায়শরা তাঁর মক্কা প্রবেশে বাধা দেবে। যুদ্ধ ছাড়া মক্কার দিকে এক পাও এগুতে দেবে না তাঁকে কিংবা তাঁর সাহাবীদের কাউকে।

কিন্তু মহানবী (সাঃ) তো যুদ্ধ করতে আসেননি। হজ্জ করতে এসেছেন। তা ছাড়া, জিলহজ্জ মাসে মক্কায় ও মক্কার আশে-পাশে কেউ কখনো রক্তপাত করে না, শত্রুর বিরুদ্ধেও ধারণ করে না অস্ত্র।

তাই শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী নূরনবী (সাঃ) নিজ থেকেই সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন কুরায়শদের কাছে। এ সন্ধিই ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার চুক্তি' বা সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ।

নূরনবী (সাঃ) এ চুক্তি সম্পাদনের জন্য কুরায়শদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হযরত উসমান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন।

চুক্তি সম্পাদনের আগে আলোচনার সময় কুরায়শরা জানালো যে, শুধু উসমান (রাঃ) যদি কাবাঘরে আসেন, তা'হলে তারা কোনো আপত্তি করবে না। তবে অন্য কাউকে কাবাঘরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হবে না এ কথা তারা উসমান (রাঃ)-কে পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলো।

হযরত উসমান (রাঃ) হাসলেন। কুরায়শদের কথার জবাবে বললেন, 'অসম্ভব। একথা আমি কখনো ভাবতেই পারি না যে, নূরনবী (সাঃ)-কে ছেড়ে আমি একা এই সুযোগ নেবো। যদি তাঁকে আল্লাহ্‌র ঘরে ঢুকতে না দেয়া হয়, তবে আমিও সেখানে যাবো না।'

অবশ্য পরে হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর ধারালো যুক্তির মাধ্যমে কুরায়শ-দের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সফর সফল হয়েছিলো পুরোপুরি।



www.pathagar.com

তিনি যখন মক্কায় কুরায়শদের সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত, তখন সারা মদীনায় ছড়িয়ে গেলো যে কুরায়শরা তাঁকে হত্যা করেছে।

এ খবরে নুরনবী (সাঃ) ভীষণ মুষড়ে পড়েন। মহানবী (সাঃ)-এর সংগী-সাথী সাহবায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিলেন উসমান-হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে।

একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিলেন মহানবী (সাঃ)। তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে সত্য-সুন্দরের অনুসারীগণ পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। নুরনবী (সাঃ) তাঁদের প্রতিজ্ঞা করালেন।

—হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতেই হবে। প্রতিটি মুসলমানের হাত ধরে জোর ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন মহানবী (সঃ)। তাঁর পবিত্র হাত স্পর্শ করে সবাই দৃঢ় গলায় বলে-ছিলেন, 'আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত হযরত উসমান (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে আমি যুদ্ধ করে যাবো'— এ অটল প্রতিজ্ঞায় একে একে সকলেই আবদ্ধ হলেন। একজন সহকর্মীর জন্যে এমন দরদ কেবল খাঁটি লোকদের পক্ষেই সম্ভবপর।

পরে এ খবর মিথ্যে বলে প্রমাণিত হলো। এটা ছিলো নিছক গুজব। হযরত উসমান (রাঃ) মক্কা থেকে সুস্থ শরীরেই ফিরে এলেন। আনন্দের ফোয়ারা বয়ে গেলো মুসলমানদের মধ্যে।



www.pathagar.com

মক্কা থেকে যাঁরা মদীনায় গিয়েছিলেন, তাঁদের বলা হতো মুহাজির।

মুহাজিররা প্রথম কষ্টের মুখোমুখি হলেন পানির জন্যে। মদীনায় খাবার পানির বড় অভাব ছিলো।

একটি মাত্র কুয়ো ছিলো, তার মালিক কিনা আবার জনৈক ইহুদী! লোকটা ভীষণ কিপ্‌টে আর হিংসুটে। সে ভাবতো, কুয়ো থেকে পানি নিলে তা কমে যাবে, কুয়োটা যাবে শুকিয়ে। আর পানি দিলেও কি মুসলমানদের দেয়া যায়! লোকটা তাই কুয়োর ধারে-কাছে বসে থাকতো সারাক্ষণ. মদীনার কোনো মুসলমান পানি তুলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠতো।

নুবনবী (সাঃ) মুহাজিরদের এরকম কষ্ট দেখে একদিন বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছো, যে মুসলমান ভাইদের জন্যে এই কুয়োটি কিনে নিতে পারবে? আল্লাহ্‌ সেজন্যে বেহেশ্‌তে তাকে একটি ঝর্ণা দান করবেন।'

তখুনি সাড়া দিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। কুড়ি হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিনি কুয়োটি মুসলমানদের জন্যে কিনে নিলেন এবং তা চিরদিনের জন্যে দান করে দিলেন।

এদিকে. সময় বসে থাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিলো। নুবনবী (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি (মসজিদে নব্বী) সে তুলনায় ছিলো বেশ ছোট। নামায পড়তে অসুবিধা হতো। স্থান সংকুলান হতো না।

মহানবী (সাঃ) একদিন বললেন, 'এই মসজিদটি বাড়ানোর জন্যে কেউ আছে কি. যে অর্থ ব্যয় করবে?'

এবারও সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন হযরত উসমান (রাঃ)। তিনি মসজিদ বিস্তৃতির জন্যে বিস্তর জমি কিনে দিলেন।



www.pathagar.com

৯ম হিজরীতে, কোনো একদিন, হঠাৎ খবর এলো যে, বায়জান্টিয়ামের সম্রাট তার সৈন্য সামন্তদের যুদ্ধ সাজে তৈরী করছিলেন মদীনা আক্রমণ করার জন্যে।

এ খবর শুনে মদীনার শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা বিব্রত ও হতচকিত হয়ে পড়লেন।

নূরনবী (সাঃ) তখন সবার পাশে এসে দাঁড়ালেন বীরের মতো। সকলকে দিলেন অভয়। যোগালেন শক্তি এবং সাহস। যুদ্ধ এবং সম্রাটের সৈন্যদের প্রতিহত করার জন্যে মনে মনে তিনি তৈরী হতে লাগলেন। শলা-পরামর্শ চললো ; নানা রকম পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হলো।

মহানবী (সাঃ) জনগণের কাছে আহ্বান জানালেন, যার যা সাধ্য তা যুদ্ধ তহবিলে দান করতে। কারণ, এতো বড় বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মতো অস্ত্র, অর্থ কিংবা সম্পদ, কিছুই ছিলো না তখন।

হযরত উসমান (রাঃ) নূরনবী (সাঃ)-এর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তখন ১ হাজার উট, ৫০টি যুদ্ধের ঘোড়া এবং ১ হাজারটি সোনার মোহর দান করেছিলেন।

তাঁর এ দানে মহানবী (সাঃ) এতোই খুশী হয়েছিলেন যে, সেদিন দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, 'উসমান আজ যা দান করলো ভবিষ্যতে (পরকাল অর্থে) তাঁকেও অনুরূপ দান করা হবে।'



www.pathagar.com

দশম হিযরীর জিলহজ্জ মাসে 'বিদায় হজ্জ' আদায় করে ফিরে আসার পর নবী করিম (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন।

এরপর তিনি আর বেশী দিন পৃথিবীতে থাকেননি। মাত্র ৮০ দিনের পর, ১১ হিযরীর ১২ই রবিউল আউয়াল, রোজ সোমবার নূরনবী (সাঃ) ইন্তিকাল করেন।

প্রিয় নবী(সাঃ)-এর বিদায়ে বড় মুষড়ে পড়েন সবাই। হযরত উসমান(রাঃ)-এর অন্তরে নেমে আসে শোকের ছায়া। তিনি দারুন ভেঙ্গে পড়েন।



www.pathagar.com

নূরনবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর খলীফা নির্বাচিত হন হযরত আবূবকর (রাঃ)। হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর বাইয়াৎ গ্রহণ করতে হযরত আলী (রাঃ) কাল বিলম্ব করেননি।

হযরত আবূবকর (রাঃ) নূরনবী (সাঃ)-এর দু' থেকে তিন বছরের ছোট ছিলেন। ইসলাম কবূল করার আগে তিনি আবূবকর নামে সকলের কাছে ছিলেন পরিচিত, পরে আবূবকর সিদ্দীক (সিদ্দীক শব্দের অর্থ—সত্যবাদী) নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি চরিত্র মাহাত্মের জন্যই প্রতিটি মানুষের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

নূরনবী (সাঃ) যেদিন ইন্তিকাল করেন, সেদিন হযরত উমর (রাঃ) সহ অনেকেই তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হযরত আবূবকর (রাঃ) নবী করীমের মৃত্যু সংবাদ শুনে দিশেহারার মতো দ্রুতগতিতে বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, নূরনবী (সাঃ) সত্যই পরলোক গমন করেছেন। হযরত আবূবকর (রাঃ) এই মৃত্যু সংবাদ লোকজনের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে বাণী উদ্ধৃত করলেনঃ "এবং মুহম্মদ একজন প্রেরিত রসূল ছাড়া কিছুই ছিলেন না ; তাঁর আগে সকল নবীই ইন্তিকাল করেছেন (৩ঃ ১৪৩)।" এতে লোকজন বুঝতে পারলো যে, নবী করীম (সাঃ) সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন।

মহানবী (সাঃ)-এর জীবিত কোনো পুত্র সন্তান ছিলেন না। নিজে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে ওফাতের সময় তিনি কোনো উত্তরাধিকারীও মনোনীত করে যাননি।

তাঁর ইন্তিকালের পর কে মুসলিম জাহানের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, এই নিয়ে দেখা দিলো সমস্যা। এই প্রশ্নে আনসার ও মুহাজির দুই দলে বিভক্ত



www.pathagar.com

হয়ে পড়লো। মদীনার আনসারগণ চাইলেন যে, তাদের মধ্য থেকেই খলীফা নির্বাচিত হোক। এ জন্যে তারা খাযরাজ গোত্রের নেতা সাদ বিন ওবায়দা (রাঃ)-কে খলীফা পদের জন্যে মনোনীতও করলেন।

হযরত আবূবকর (রাঃ) শান্তস্বরে বললেন, 'ইসলামের খিদমতের দিক দিয়ে আনসারদের কোনো তুলনা নেই। কিন্তু আরবের জনগণ কুরায়শ বংশ থেকে খলীফা নির্বাচনের পক্ষপাতী।'

তখন আনসার পক্ষ থেকে দাবী উঠলো, আনসার ও মুহাজির উভয় দলের মধ্যে থেকেই একজন করে নেতা নির্বাচন করা হোক।

হযরত উমর (রাঃ) একথা শুনে গর্জে উঠলেন, 'তা কখনো হতে পারে না। এক খাপের মধ্যে কখনো দুই তরবারির স্থান হয় না।' পরিস্থিতি যখন জটিল হয়ে উঠলো, সে-সময় হযরত আবূবকর (রাঃ) উপস্থিত লোকজনদের হযরত উমর (রাঃ) অথবা হযরত আবূ ওবায়দা (রাঃ)-কে খলীফা হিসেবে মনোনীত করতে বললেন। কিন্তু উল্লেখিত দু'জনই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, প্রথমে উমর (রাঃ) এবং পরে ওবায়দা (রাঃ) হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর হাত ধরে আনুগত্যের শপথ করলেন। হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আবূ ওবায়দা (রাঃ)-এর পর আনসারগণ দলে দলে এসে হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিলেন। সকলেই তাঁকে খলীফা হিসেবে জানালেন অভিনন্দন।

হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর খিলাফত কাল ছিলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র দু'বছর তিন মাস (হিজরী ১১-১৩ সন)। তাঁর সময় অনেকগুলো কপট ও ভন্ড নবীর আবির্ভাব হয়। তিনি এদের কঠোর হস্তে দমন করেন এবং নকল নবীদের দমন করে ইসলামের মূল ভিত্তি বিশ্বাস তথা হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নবুওতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর খিলাফতের এটাই সবচেয়ে বড় অবদান।

প্রথম খলীফার সময়ে হযরত উসমান (রাঃ)-কেও নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। আবূবকর (রাঃ) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উসমান (রাঃ)-এর পরামর্শ নিতে ভোলেননি। নানা জটিল সমস্যায় স্মরণ করেছেন তাঁকে।

প্রথম খলীফার সময়ও দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেলো। সময় যেন



www.pathagar.com

নিঃশব্দে এবং অনেকটা অগোচরেই আপন গতিতে বয়ে যায়। হযরত আবুবরক (রাঃ) যেন স্পষ্টতই পরপারের ডাক শনতে পেলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) তাই পরবর্তী খলীফা হিসেবে কে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তার একটা মীমাংসা করে যাওয়া কর্তব্য বলে ধরে নিলেন। যেন তাঁর মৃত্যুর পর মুসলমানদের মধ্যে কোনোরকম বিভেদের সৃষ্টি না হয়।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিলো যে, তাঁর পর এ গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত উমর (রঃ)। তবু, একক নির্বাচনে সরাসরি না গিয়ে প্রাজ্ঞ মানুষ হযরত আবুবকর (রাঃ) এ ব্যাপারে জনমত যাচাই করাটাই সঠিক পন্থা বলে মনে করলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত উসমান (রাঃ)।

হযরত উসমান (রাঃ) সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'আমি এ পর্যন্ত বলতে পারি যে, উমরের বাইরের আচার-আচরণ থেকে তাঁর অন্তর অনেক উঁচুতে রয়েছে। আমাদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই।'

এমন ঈর্ষাহীন জবাব শুধুমাত্র নির্লোভ সৎ লোকের পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

বলা বাহুল্য, তাঁর এ জবাবে হযরত আবুবকর (রাঃ) যেন অনেকটা বল ফিরে পেলেন। কেননা তার আগে, খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবুবকরের এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেছিলেন, 'উমরের যোগ্যতা তো অপরিসীম। তবে তাঁর স্বভাব বড় কঠোর প্রকৃতির।'

হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'তাঁর স্বভাবে কঠোরতা ছিলো এই জন্যে যে, আমি অত্যন্ত নরম ছিলাম। তবে কর্তব্যের চাপ পড়লে উমরও আপনা থেকে নরম হয়ে যাবেন।'

তার ওপর, হযরত উসমান (রাঃ)-এর ঐ স্পষ্ট রায়ে আবুবকর (রাঃ) যেন অনেকটা দ্বিধাশূন্য হলেন।—বেশ ক'টি দিন গড়িয়ে গেলো।

প্রথম খলীফা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একেবারে বিছানায় শয্যাশায়ী।



www.pathagar.com

একদিন হযরত উসমান (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন তিনি। তারপর তাঁকে দিলেন সনদ লেখার ভার।

হযরত উসমান (রাঃ) কয়েকটি কথা লেখার পরই রোগ যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন আবূবকর (রাঃ)। তখন হযরত উসমান (রাঃ) নিজ থেকেই বাকি কথাগুলো লিখে নিলেন—'আমার পর হযরত উমরকে আমি খলিফা নিযুক্ত করে যেতে চাই।'

কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলো তাঁর। আবূবকর (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতটুকু লেখা হয়েছে আমাকে পড়ে শোনান।'

হযরত উসমান (রাঃ) কথাগুলো পড়ে শোনালেন তাঁকে। সবটুকু শুনে হযরত আবূবকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহু আকবর— আল্লাহ্ই মহান। আল্লাহ্ যেন এ জন্য আপনাকে পুরস্কৃত করেন।'

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূবকর (রাঃ) ত্রয়োদশ হিযরীতে ইন্তিকাল করেন।



www.pathagar.com

## দ্বিতীয় খলীফার আমলে

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময়ও উসমান (রাঃ)-কে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধানে তিনি এগিয়ে এসেছেন সানন্দে। সমস্যা সমাধানের জন্যে করেছেন আপ্রাণ চেষ্টা।

একবার বাহরাইনের শাসনকর্তা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) গণিমত, খেরাজ ইত্যাদি আয় বাবদ পাঁচ লাখ দিরহাম নিয়ে মদীনায় হাযির হন এবং এ অর্থ সম্বন্ধে হযরত উমর (রাঃ)-কে জানান। সে কালে পাঁচ লাখ দিরহাম সঞ্চয় এমন আশ্চর্যের বিষয় ছিলো যে, হযরত উমর (রাঃ) সহজেই তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'হুরাইরা, তোমার মাথা ঠিক আছে তো? এ-সব কি বলছো?'

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) জানালেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

এতে আরেকটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন হযরত উমর (রাঃ)। বললেন, 'টাকা-পয়সা গুণতে পারো তো?'

'নিশ্চয়ই।' তিনি পাঁচবার বললেন, 'লাখ লাখ লাখ লাখ লাখ।'

তখন তা পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন হযরত উমর (রাঃ) এবং এ সব অর্থ কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করা যায়, সে ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছেও পরামর্শ চাইলেন। সেখানে হযরত আলী (রাঃ) এবং আরও ক'জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।



www.pathagar.com

দ্বিতীয় খলিফা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একটি পরামর্শ-সভা গঠন করেছিলেন। এই পরামর্শ-সভা 'মজলিসে শূরা'-র অন্যতম সদস্য ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। হিযরী ২১ সনে পারসিকরা মুসলমানদের দমন করার এক আকাশ-কুসুম ইচ্ছায় ব্যাপক প্রস্তুতি সহকারে নেহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন শত্রুপক্ষের সাজ-সরঞ্জামের ঘটা দেখে অনেকেই খলিফার পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক বলে ভাবছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বিরাট আকারে মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করা হয়। এ সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মজলিসে শূরায় দাঁড়িয়ে হযরত উসমান (রাঃ) বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং খলীফাকে মদীনা ছেড়ে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন। অবশ্য সেদিন তিনি ছাড়াও হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ), হযরত জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর চাইতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন সাত বছরের ছোট। তবু অনুজ প্রতিম খলীফার আদেশ-নির্দেশ হযরত উসমান (রাঃ) মেনেছেন দ্বিধাহীনভাবে। কখনো, কোনো প্রকার সংকোচ, দ্বিধা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি।

সময় গড়িয়ে চলে। হিযরী ২৩ সন। দশ বছরের শাসনভার চালানোর পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর কাল তখন পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, স্বর্ণময়।

একদিন হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে আবু-লুলু নামের এক লোক এলো। সে ছিলো মূলত ইরানী। গোলাম হিসেবে ফিরুয ওরফে আবু-লুলু থাকতো মদীনায়। তার মনিবের নাম হযরত মুগীরা (রাঃ)।

সেকালে ক্রীতদাসের ওপর কর ধার্যের বিনিময়ে তাকে দেয়া হতো কাজ করার স্বাধীনতা। মালিক তার ক্রীতদাসকে যে কোনো কাজ করার অনুমতি দিয়ে বিনিময়ে নির্দিষ্ট কর (ট্যাক্স) ধার্য করতেন।

আবু-লুলু হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে নালিশ দিলো, 'আমার প্রভু হযরত মুগীরা (রাঃ) আমার ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করেছেন। আপনি তা কমিয়ে দিন।'



www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কতো কর ধার্য করেছেন?'

ঃ রোজ দুই দিরহাম।' আবু-লুলু উত্তর দিলো।

ঃ তুমি কি কাজ করো?' হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন আবার।

ঃ লোহা, কাঠ ও ছবি আঁকার কাজ করি।' আবু-লুলু বললো।

হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'তুমি যে ব্যবসা করো, তার তুলনায় দুই দিরহাম রোজ তো বেশি কিছু নয়।'

এ কথায় আবু-লুলু মনে মনে রেগে গেলো। ক্ষুব্ধ মনে সে খলীফার কাছ থেকে বিদায় নিলো।

জিলহজ্জ মাস। স্বাভাবিকভাবেই শত ব্যস্ততার মধ্যে এ ঘটনাটি দ্বিতীয় খলীফার মনে থাকার কথা নয়।

এ ঘটনার দ্বিতীয় দিনে হযরত উমর (রাঃ) ফযরের নামায পড়াবার জন্যে যথানিয়মে মসজিদে এলেন। তিনি জানতেও পারলেন না, আবু-লুলু তখন ধারালো খঞ্জর নিয়ে মসজিদে এসেছে! হযরত উমর (রাঃ) নামাযের কাতার ঠিক করবার জন্যে কয়েকজন লোক নিযুক্ত করে রাখতেন। তাঁরা কাতার সোজা করার পর তিনি ইমামের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন। ঐ দিনও ঠিক হওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) নামায আরম্ভ করেছেন মাত্র, এ সময় আবু-লুলু খঞ্জর হাতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। পর পর ছয়টি আঘাত হানলো পাপিষ্ট আবু-লুলু। তার মধ্যে একটি বড় মারাত্মক—হযরত উমর (রাঃ)-এর নাভিতে গিয়ে বিঁধলো।

হযরত উমর (রাঃ) তখন কর্তব্য জ্ঞানে বিচলিত হননি এতটুকু। তখনই তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে কোনো মতে টেনে এনে ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং আঘাতের যন্ত্রণায় নিজে ছটফট করতে লাগলেন।

আবু-লুলু পালিয়ে যেতে পারেনি। পরপর আরো ক'জনকে আহত করে সে ধরা পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে বসলো।

নামায শেষে হযরত উমর (রাঃ)-কে সবাই ধরাধরি করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে কে আঘাত করেছে?'

৩—



www.pathagar.com

উপস্থিত সবাই বললেন, 'আব্-লুলু।'

তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আমি মুসলমান নামধারী কোনো লোকের হাতে প্রাণ হারাচ্ছি না।'

সবাই ভেবেছিলেন, হয়তো তিনি ভালো হয়ে যাবেন। সুস্থ হয়ে আবার তিনি যথা নিয়মে খিলাফত চালাবেন। কিন্তু চিকিৎসক এসে যখন তাঁকে কিছু ফলের রস ও দুধ পান করতে দিলো, তখন পেটের জখমী স্থান থেকে গলগল করে সব বের হয়ে গেলো। আর অনেকেই সে সময় তাঁকে বলতে লাগলেন যে, 'বিদায়ের সময় আপনি একজন খলীফা নিযুক্ত করে যান।'

ইতিপূর্বে প্রায়ই হযরত উমর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছেন। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত জুবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ), অনেকের কথাই মনে এসেছে বারবার। আলাদা আলাদা করেও প্রতিজনকে নিয়ে তিনি ভেবেছেন। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান তিনি জনমতের ওপর ছেড়ে দেন এবং ঐ ছ'জনের নাম নিয়ে বলেন, 'এ'দের মধ্যে যাঁর ওপর জনসমর্থন বেশী হয়, তাঁকেই যেন খলীফা নির্বাচিত করা হয়।'

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় ছিলেন তিন দিন। হিযরী ২৩ সনের ১লা মুহররম শনিবার তিনি ইন্তিকাল করেন এবং ঐ দিনই তাঁকে প্রিয়নবী (সাঃ)-এর পাশে দাফন করা হয়।



www.pathagar.com

## তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের জন্যে বৈঠক ॥ নির্বাচন

দ্বিতীয় খলীফা যেদিন পাপিষ্ঠ আবু-লুলুর ছুরিকাঘাতে আহত হন, সে দিন তাঁর অবস্থা দেখে অনেকেই নিরাশ হয়ে পড়েন। তাই পরবর্তী কর্তব্য পালনের জন্যে সাহাবিগণ বৈঠকে বসবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

হযরত তালহা (রাঃ) তখন অন্য জায়গায় ছিলেন বলে এ বৈঠকে সামিল হতে পারেননি।

বৈঠক চলতে লাগলো। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছিলেন না কেউ।

এ সময় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, 'কেউ যদি স্ব-ইচ্ছায় পরিষদ থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করেন, তবুও খলীফা নির্বাচিত করার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা ঠিকই থাকবে। কেউ কি তাঁর নাম প্রত্যাহার করবেন?'

তাঁর কথা শুনে সবাই চুপ করে রইলেন। কেউ কিছু বললেন না। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তখন নিজ থেকেই বললেন, 'আমি আমার নাম প্রত্যাহার করছি।'

এর অর্থ, খলীফা হওয়ার জন্যে তাঁকে আর কেউ ভোট দেবেন না, অর্থাৎ সোজা কথায় তিনি খলীফা হতে পারবেন না। তবে অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করার জন্যে তাঁর ভোটাধিকার থাকবে।

কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তকে হযরত আলী (রাঃ) ছাড়া আর কেউ মেনে নিতে পারলেন না। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ ব্যাপারে আপনি কি বিস্তারিত কিছু বলবেন?



www.pathagar.com

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'প্রতিজ্ঞাই সত্য। প্রতিজ্ঞা কখনো কারো মুখ চেয়ে করা হয় না—বিশেষ করে যেখানে জনগণ জড়িত। জনগণের কল্যাণেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত। যদি আপনিও তা-ই করে থাকেন, আমি আপনার সিদ্ধান্ত অনুসারে চলতে রাজী আছি।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জানালেন, হ্যাঁ, তিনি সে চিন্তা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জনগণের মংগলার্থেই নিজের নাম প্রত্যাহারের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তাঁর এ কথায় ছ'সদস্য-বিশিষ্ট এই পরিষদের অনেক দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপর এসেই বর্তালো ; অন্যান্যরা তাঁর ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যেমন বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং প্রয়োজন হলে সাধারণ লোকেরও মতামত সংগ্রহ করা, তারপর সেই মতামতের ওপর ভিত্তি করে খলীফার নাম ঘোষণা করা ইত্যাদি।

অন্যান্য প্রার্থীরা নিজ নিজ ঘরে গিয়ে বসে রইলেন। হযরত সোহাইব (রাঃ) আহত খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশে নামাযের ইমামতি করতে লাগলেন। আর তালহা (রাঃ) এবং তাঁর সংগীরা হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর দরজার কাছে বসে রইলেন, যাতে তিন দিনের মধ্যেই তিনি মুসলমানদের জন্যে খলীফা নির্বাচনের কাজ শেষ করতে পারেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নির্বাচনের ব্যাপারে নিজের ওপর নির্ভর করেননি মোটেও। তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে গিয়েছেন পরামর্শ নিতে। কখনো বা কাউকে ডেকে এনেছেন নিজের কাছে। জিজ্ঞেস করেছেন তাঁর মতামত। পুরুষ ছাড়াও তিনি বিশিষ্ট মহিলাদের কাছেও চেয়েছেন পরামর্শ।

নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে এলে তিনি হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উসমান (রাঃ)-কে ডাকলেন। হযরত আলী (রাঃ)-কে একা নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার পর খলীফা হওয়ার মতো কাকে আপনি যোগ্য বলে মনে করেন?'

ঃ নিঃসন্দেহে উসমান।' হযরত আলী (রাঃ) উত্তর দিলেন।

ঠিক একই প্রশ্ন করলেন তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-কে। উত্তরে হযরত



www.pathagar.com

উসমান (রাঃ) বললেন হযরত আলী (রাঃ)-এর কথা। এ থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)।

এদিকে, বনি হাশিম গোত্র রায় দিয়েছে হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষে। বাকি সকলের মতামত হলো ইসলামের তৃতীয় খলীফা হবার মতো যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত উসমান (রাঃ)।

সিদ্ধান্ত জানাবার সময় আসন্ন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে জানাতে হবে জনগণের রায় এবং সে অনুযায়ী ঘোষণা করতে হবে নতুন খলীফার নাম।

তাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তাড়াতাড়ি ঘোষণা করতে হলো।

পূর্ব রাতে সে জন্যে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। সারা রাত প্রায় পার করে দিয়েছেন আলাপ-আলোচনায়। পরিষদের আর চারজন সদস্য তখন উপস্থিত ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) খুব চেষ্টা করেছেন নিরপেক্ষ রায় দিতে। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার পুরনো বিবাদই তখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খলীফা নির্বাচনের প্রশ্নে এই দু'গোত্র পরস্পরবিরোধী রায় দিয়েছে। এ ব্যাপারে দু'গোত্রের কেউ-ই পক্ষপাতশূন্য মত দিতে পারেনি। হযরত আলী (রাঃ) হাশিম গোত্রের লোক ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে তাঁরই গোত্র মত দিয়েছে, অপর দিকে বনি উমাইয়া গোত্রের সবাই পক্ষ টেনেছে সে গোত্রেরই লোক হযরত উসমান (রাঃ)-এর।

শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) জানালেন, ফজরের নামাযের পর তিনি নতুন খলীফার নাম ঘোষণা করবেন।

সে দিনের সেই সকালে মসজিদের প্রাঙ্গণে লোক গিজগিজ করছিলো। সকলেই নতুন খলীফার নাম জানতে এসেছেন। কি বলেন আজ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), তা শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব।

নামায শেষে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মসজিদের মেম্বরে, যেখানে নূরনবী (সাঃ) বসতেন, সেখানে গিয়ে বসলেন। তাঁর মস্তকে নূরনবী (সাঃ)-



www.pathagar.com

এর কোনো এক 'সফরে' দেয়া পাগড়ি বাঁধা ছিলো। তারপর 'মেম্বরের' ওপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তাঁর চিন্তাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করেছেন বলে তিনি সে দিন শুকরিয়া আদায় করেছিলেন।

সবার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, হে জনতা, খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আমি আমার উত্তম চিন্তাই এখন আপনাদের সামনে প্রকাশ করবো। আমি সর্বস্তরের জনগণের সংগে কথা বলেছি এবং তাদের মতামত সংগ্রহ করেছি। আমি আশা করছি, জনগণের রায় অনুযায়ী গৃহীত আমার সিদ্ধান্তের সংগে আপনারও একমত হবেন।'

কথাগুলো বলার পর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে নিজের কাছে ডেকে তাঁর হাত ধরে বললেন, 'আপনি কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী দু'জন খলীফার আনুগত্যে আমার হাতে বাইয়াত করতে তৈরী আছেন কি?'

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আমার সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী সে চেষ্টা করবো।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তাঁর হাত ছেড়ে দিলেন। তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-কে কাছে ডাকলেন এবং তাঁর হাত ধরে বললেন, 'কুরআন, সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী দু'জন খলীফার আনুগত্যে আমার হাতে বাইয়াত আপনি গ্রহণ করবেন কি?'

হযরত উসমান (রঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, করবো।'

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, 'তা হলে প্রতিজ্ঞা করুন, পবিত্র কুরআন ও নূরনবী (সাঃ) এবং আপনার পূর্বের দুজন খলীফার আদর্শ অনুসারে আপনি খিলাফত চালাবেন।'

হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার জ্ঞান ও সামর্থ্য অনুসারে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফা দু'জনের আদর্শ অনুসারে খিলাফত চালাবো।'



www.pathagar.com

এ ঘোষণার পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্, তুমি সাক্ষী, হে আলাহ্, তুমি সাক্ষী, হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী।'

তারপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন খলীফার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন। উপস্থিত জনতাও একে একে নতুন খলীফার কাছে গ্রহণ করলেন বাইয়াত। হযরত আলী (রাঃ)ও দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিলেন নতুন খলীফাকে।

সেদিন ২৪ হিযরীর প্রথম প্রভাত। পয়লা মোহররম।

ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এভাবেই সেদিন জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন।



www.pathagar.com

## খলীফার প্রথম ভাষণ

খলীফা নির্বাচিত হবার পর হযরত উসমান (রাঃ) উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দেন।

সরল হৃদয়ের উসমান (রাঃ) এ নতুন দায়িত্বভারে একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। অতিশয় বিনয়ী নতুন খলীফার শরীর যেন কাঁপছিলো।

অনেক কষ্টে তিনি বললেন, 'হে জনতা, নতুন একটি ঘোড়াকে সামলানো খুব সহজ ব্যাপার নয়।...আরও অনেক উপলক্ষ আসবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার। যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে অন্য কোনো দিন আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবো। আর আপনারা তো জানেন, আমি ভালো বক্তৃতা দিতে পারি না। হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) বক্তৃতা দেয়ার জন্যে তৈরী হয়ে আসতেন, এখন থেকে আমিও তৈরী হয়ে আসবো।'



www.pathagar.com

আগেই বলেছি, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-কে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করেছিলো কুখ্যাত আবু-লুলু এবং সেও হয়েছিল আত্মঘাতী।

আবু-লুলুর আঘাতের তিন দিন পর শাহাদত বরণ করেন হযরত উমর (রাঃ)।

আহত হওয়ার দ্বিতীয় দিনে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে বললেন, 'হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বল যে, নূরনবী (সাঃ)-এর পাশে সমাহিত হবার জন্য আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইছি।'

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) গিয়ে দেখলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) কাঁদছেন।

সালাম জানানোর পর আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তাঁকে হযরত উমর (রাঃ)-এর ইচ্ছার কথাটি জানালেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আমি এই জায়গাটুকু নিজের জন্য রেখেছিলাম। কিন্তু আজ তা' স্বচ্ছন্দে হযরত উমর (রাঃ)-এর জন্যে ছেড়ে দিচ্ছি।'

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ফিরে এলেন। আগ্রহ ভরে হযরত উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কি খবর আনলে?'

আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, 'আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'

তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো হযরত উমর (রাঃ)-এর ঠোঁটে; বললেন, এটাই আমার শেষ আকাঙ্খা ছিলো।'

তার পরের দিনই শাহাদত বরণ করেন হযরত উমর (রাঃ)। হযরত সোহাইব (রাঃ) তাঁর জানাযা নামায পড়লেন। আকাঙ্খিত স্থানে সমাহিত করা হলো



www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ)-কে। ইতিমধ্যেই নতুন খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন হযরত উসমান (রাঃ)।

পিতা হারানোর শোক ভুলতে পারছিলেন না হযরত উমর (রাঃ)-এর আরেক পুত্র ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)। তাঁর হৃদয়ে আগুন জ্বলছিলো। আবু-লুলুর সঙ্গে জড়িত আরও দু'একজন আছে সন্দেহে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে প্রায় উন্মাদের মতো ঘুরছিলেন হযরত উমর (রাঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)।

আর এমনই উন্মাদনায় দিশেহারা হয়ে একদিন, ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) দু'জন পার্শিয়ান জাফিনা(খৃস্টান)ও হুরমুজান(মুসলমান)-কে খুন করে ফেললেন। তাঁর ধারণাঃ উমর (রাঃ) হত্যার চক্রান্তে এরাও জড়িত ছিলো। নানা পরিকল্পনা দিয়ে এই দু'জন আবু-লুলুকে সাহায্য করেছিলো।

ওবায়দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর এমন ধারণা পোষণ করার পেছনে ছিলো অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ। হযরত উমর (রাঃ)-কে হত্যার আগের দিন সন্ধ্যায় হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) নাকি দেখেছিলেন, আবু-লুলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন আলাপ করছে হুরমুজান ও জাফিনার সঙ্গে। ফিসফিস করছিল ওরা। দেখে মনে হচ্ছিলো, কোনো গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আবদুর রহমান (রাঃ) সবই খুলে বলেছিলেন ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে। আর হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র হিসেবে আবদুর রহমান (রাঃ)-কে ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) খুব বিশ্বাসও করতেন। আবদুর রহমান (রাঃ) বলেছিলেন, তিনি ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ নাকি ভয়ে ওরা চুপসে গিয়েছিলো। ওদের তখনকার আচার-আচরণ ছিলো সত্যি সন্দেহজনক। ওকে এ সময় দেখতে পাবে তা যেন ভাবতেও পারেনি কেউ। আবদুর রহমান (রাঃ) স্পষ্ট দেখতে পেলেন, ঝনাৎ করে একটি ধারালো ছুরি মাটিতে পড়ে গেলো। ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর কাছে সেই ছুরির বর্ণনা দিতেও ভুললেন না আবদুর রহমান (রাঃ)।

পিতার মৃত্যুর পর ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) হত্যাকারীর (আবু-লুলুর) ছুরিটি পরীক্ষা করিয়েছিলেন। আশ্চর্য! যা যা বলেছিলেন আবদুর রহমান (রাঃ), সবই যেন মিলে গেলো। আর স্বচোখে তো দেখলেনই ছুরিটির নমুনা। ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ) নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, উমর (রাঃ) হত্যার সঙ্গে কেবল আবু-লুলুই



www.pathagar.com

নয়, আরও দু'একজন জড়িত ছিলো। আবদুর রহমান (রাঃ)-এর বর্ণিত কথানুসারে, এই চক্রান্তে হুরমুজান ও জাফিনাও রয়েছে।

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ), রাগে-দুঃখে, ক্ষোভে তিনি জাফিনা ও হুরমুজানকে হত্যা করে ফেললেন।

ঘটনাটা হযরত উসমান (রাঃ)-এর কানে এলো। এর মীমাংসা করতে হবে। কারণ তিনি এখন খলীফা, দেশের বিচারের ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত।

**কিন্তু খিলাফতের প্রথম বিচারের বিষয়টি তিনি একাই মীমাংসা করতে গেলেন না। সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা-ভাবনা করলেন। তারপর সমস্যাটি তিনি তুলে ধরলেন নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও সহচরদের কাছে। তাঁর ইচ্ছা, সবাই মিলে ব্যাপারটির মীমাংসা করলে ভালো হয়।**

**বৈঠক বসলো। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'একজন মানুষের (আবদুর** রহমান (রাঃ)) সাক্ষীই প্রমাণ করতে পারে না যে হুরমুজান ও জাফিনা দোষী।' আলী (রাঃ) তাই ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে প্রাণদণ্ড দেয়ার পরামর্শ দিলেন।

**কিন্তু হযরত আলী (রাঃ)-এর এ পারমর্শের সঙ্গে অনেকেই একমত হতে** পারলেন না। কেউ কেউ এমনও মত প্রকাশ করলেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর **সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।**

হযরত উসমান (রাঃ) বিষয়টি নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করলেন। কি করে **এর নিষ্পত্তি করা যায়? ভেবে-চিন্তে তিনি নিজে একটি সম্পূর্ণ আলাদা উপায় বার করলেন। তিনি নিজে ঐ নিহত দু'জন পার্শিয়ানের উত্তরাধিকারীদের** কাফফারা' বাবদ অর্থ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আসলে, দন্ড হিসেবে এ অর্থ দিতে হয় হত্যাকারীকে। কিন্তু আবদুর রহমান (রাঃ)-এর (যিনি ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর কাছে ঘটনাট বলেছিলেন) প্ররোচনাই এখানে হত্যাকারীকে ইন্ধন যুগিয়েছে কি-না, তাও ছিলো বিচার্য। অপর দিকে, ওবাইদুল্লাহ্ (রাঃ)-কেও প্রকৃতপক্ষে হত্যাকারী বলতে অনেকের দ্বিধা ছিলো। তাই হযরত উসমান (রাঃ) নিজেই অর্থ দেবেন বলে ঘোষণা করলেন।

কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো, হুরমুজান বা জাফিনা—কারোই কোনো



www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী নেই। সুতরাং আইন অনুসারে খলীফা রাজস্ব তহবিলেই সব অর্থ রেখে দিলেন।

সেদিনের এই জটিল সমস্যার কী সুন্দরভাবেই না সমাধান করেছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)।



www.pathagar.com

## খলীফার নির্দেশ জারি

খলীফা হবার পর হযরত উসমান (রাঃ) এক নতুন নির্দেশ জারি করলেন। **সকল সাধারণ মানুষ, রাজস্ব বিভাগ তথা সরকারী লোকজন ও সামরিক অফিসার-দের প্রতি জারিকৃত এ নির্দেশে বলা হলো : আজ থেকে ছোট-বড় বলে কিছু নেই। ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রত্যেকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে।** অর্থের ব্যাপারে দিতে হবে সততার পরিচয়। সবার সাথে বিশেষ করে প্রতিটি **অমুসলিমের সঙ্গে করতে হবে ভালো ব্যবহার।'**

**কর্মচারীদের নির্দেশ দেয়া হলো, কর্তব্য পালনের সময় তাঁরা যেন** ধৈর্য্যের পরিচয় দেন, এমন কি শত্রুর সঙ্গেও। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, জন-গণের সেবক বা রক্ষক ছাড়া তাঁরা অন্য কিছুই নন, যদি কেউ শাসক বা প্রভু হিসেবে নিজেকে ভেবে থাকেন, তা হলে বড্ডো ভুল করবেন। আর কেউ নিজের অর্থ দেশের বাইরে পাঠাতে পারবেন না।

এই নির্দেশ জারি করার পর কর্মচারীদের এতোটুকু ত্রুটি, বিচ্যুতি ক্ষমা করেননি হযরত উসমান (রাঃ)। কর্তব্য পালনে কেউ সামান্য অবহেলা করলে তাঁকে রেহাই দেয়া হয়নি।



www.pathagar.com

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন, খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্বভার নেবার পর তিনি শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের নামে ফরমান জারি করেছিলেন। কোনো কোনো ফরমান তিনি জনগণের উদ্দেশ্যেও করেছিলেন। হিযরী ২৪ সনে তাঁর জারিকৃত একটি ফরমান নীচে দেয়া হলো।

(হামদ ও সালামের পর)

"জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ খলীফাগণকে দেশ ও জনসাধারণকে রক্ষণাবেক্ষণের হুকুম দিয়েছেন। তাঁদের শোষণকারী হতে বলেননি। নূরনবী (সাঃ)-এর উম্মতের সকলে রক্ষকই ছিলেন, ভক্ষক ছিলেন না। এখন তোমাদের শাসকগণ রক্ষণাবেক্ষণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং শোষকের ভূমিকায় অগ্রসর হচ্ছে। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তবে লজ্জা, আমানত এবং ওফাদারীর অবসান হবে। মনে রেখো, মুসলমান সাধারণের সেবা এবং তাদের দাবীর প্রতি গভীর নজর রাখাই হচ্ছে সবচাইতে ন্যায়নিষ্ঠতা। তাদের দাবিগুলো পূরণ করো এবং তাদেরকে যা দেয়া প্রয়োজন, তা আদায় করো। দায়িত্ব দুই ভাগে ভাগ করে নাও। একদিকে তাদের দাবী পূরণ করো, অন্যদিকে তাদের কর্তব্য পালনে সাহায্য করো। তারপর শত্রুর ওপর জয়লাভ করো। এই কাজে সততার আঁচল কখনো হাতছাড়া করো না।"

এই সংক্ষিপ্ত ফরমানটি সরল, অনাড়ম্বর এবং কড়াকড়ি থেকে মুক্ত। তাই ফরমান পালনে কারো অবহেলাকে তিনি ক্ষমা করেননি।



www.pathagar.com

হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন কুফা নগরীর শাসনকর্তা। তিনি সরকারী কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ নিয়ে তা আর যথা-সময়ে ফেরত দিতে পারেননি।

ফরমান জারির দু'বছর পরের ঘটনা। হিযরী ২৬ সনে তা জানতে পারলেন খলীফা। কোষাধ্যক্ষ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ব্যাপারটি খলীফার গোচরে আনলেন।

হযরত উসমান (রাঃ) ঘটনাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে ক্ষমতার পদ থেকে সরিয়ে দিলেন।



www.pathagar.com

## আজারবাইজানে বিদ্রোহ

কিন্তু এদিকে এক বিপত্তি ঘটে গেলো। কুফার শাসনকর্তার পদ থেকে সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে সরানোর পর পরই আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া ছিলো কুফা নগরীর শাসনকর্তার অধীনে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর সময়ও আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। আজারবাইজানের অধিকর্তা ইসকান্দিয়ার তখনকার সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়।

আনুমানিক হিযরী ২১ সনে হযরত উমর (রাঃ) আজারবাইজানের বিদ্রোহ দমনের ভার দেন উৎবা ইবনে-ফারকাদের হাতে। পরে, উৎবাকে সাহায্য করার জন্যে উমর (রাঃ) বুকাইব নামের একজন সর্দারকেও আজারবাইজানে পাঠিয়েছিলেন।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় বিজিত হলেও দেশ দু'টির পরাজিত বিদ্রোহীগণ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো।

কুফার শাসনকর্তার পদ থেকে হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ)-কে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা সে সুযোগ পেয়ে যায়। আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

আজারবাইজানের পরাজিত অধিকর্তা ইসকান্দিয়ার এবারও এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়।

আগের বার (হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে) সে ভীষণ মার খেয়েছিলো, পরাজিত হয়েছিলো, এ জ্বালা সে ভুলতে পারেনি।



www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় বীরযোদ্ধা উৎবা ইবনে ফারকাদ ও বুকাইব—দু'জন দু'দিক থেকে আজারবাইজান আক্রমণ করেছিলেন।

প্রথম সংঘর্ষ হয় বুকাইবের সঙ্গে আজারবাইজানের অধিকর্তা ইসকান্দিয়ার। যুদ্ধে পরাজিত ইসকান্দিয়ার বন্দী হয়।

অন্যদিকে ইসকান্দিয়ারের ভাই মুসলিম বীর উৎবাকে বাধা দেয়। ইসকান্দিয়ারের ভাই বাহরাম বুঝতেও পারেনি যুদ্ধবিদ্যায় কতো পারদর্শী উৎবা ইবনে ফারকাদ। বাহরাম পরাজিত হয়, পালিয়ে যায়। এ খবর শুনে বন্দী ইসকান্দিয়ার বুকাইবের কাছে একটি শর্ত পেশ করে। এ শর্ত অনুসারে বার্ষিক ২৫ লাখ দিরহাম রাজস্ব দানের বিনিময়ে সন্ধি হয়েছিলো।

কিন্তু আজারবাইজানের অধিকর্তাগণ মাঝে-মধ্যেই এর খেলাফ করেছে। ইতিহাসে দেখা যায়, হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলেই এ দেশটি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। পরে এক সময় হাতছাড়াও হয়ে যায়। আর্মেনিয়ার বেলায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রের এ দু'টি প্রদেশ পুনরায় বিজিত হয়েছিলো এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে কুফা নগরীর শাসনকর্তা হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ) বেশ ভালোভাবেই প্রদেশ দু'টির শাসন চালাচ্ছিলেন। তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আজারবাইজানে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

হযরত উসমান (রাঃ) এ বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দিলেন। তুমুল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে পরাজিত হলো আজারবাইজানের বিদ্রোহীরা। আবার ইসলামের পতাকাতলে ফিরে এলো প্রদেশ। পালিয়ে গেলো আজারবাইজানের অধিকর্তা।

আজারবাইজানের পর হযরত উসমান (রাঃ) আর্মেনিয়া বিজয়ের জন্যে পাঠালেন সালমান বিন রাবিয়া ও হাবিব বিন মুসলিমাকে। এ অভিযানে হাবিবের স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

একদিন, হাবিব জানতে পারলেন যে, আর্মেনিয়ার সেনাপতি তার বিরাট বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হায়েনার দল যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে এক্ষুণি।



www.pathagar.com

পাল্টা আক্রমণ করার মতো হাবিবের সেনা বাহিনী অতো বিশাল ছিলো না। অস্ত্রের, লোকবলের তুলনায় সাহস ও মনোবলই ছিলো মুসলমানদের সম্বল এবং শক্তির উৎস। হাবিব অন্য উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন।--কি-ভাবে প্রতিহত করা যায় আর্মেনীয় বাহিনীকে?

হাবিব ঠিক করলেন, রাত্রিবেলা হামলা করবেন শত্রু বাহিনীর ওপর। আর এ হামলা হবে শত্রু বাহিনীর আক্রমণের পূর্বেই; অতর্কিত এবং অকস্মাৎ।

সন্ধ্যায় হাবিবের স্ত্রী দেখতে পেলেন, তাঁর স্বামী যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন। তিনি তো আর ঠিক-ঠিক জানেন না, কোথায় যাচ্ছেন তাঁর স্বামী। জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন এই সন্ধ্যারাতে যুদ্ধের পোশাক পরে কোথায় চলেছো তুমি?'

হাবিব বললেন, 'আজ রাতে আমার লক্ষ্য হচ্ছে আর্মেনিয়ার সেনাপতির তাঁবু 'স্বর্গ-বাগান' আক্রমণ করা।'

তখুনি একটা চিন্তা এসে ঝিলিক মেরে গেলো তাঁর মাথায়, তিনি ভাবলেন, স্বামীর এই সম্মানের সঙ্গে আমিই বা কেন অংশ নিই না! যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন তিনি, তারপর আপনা থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।

সন্ধ্যার পর, স্বামী যখন চলে গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে, দেখতে পেলেন, অনেকটা নিজের অগোচরেই তিনি পরেছেন যুদ্ধের পোশাক এবং টগবগে একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন। সাধারণ সৈন্যের ছদ্মবেশে এই সাহসী মহিলাও চললেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

শেষ রাতের দিকে হাবিব অতর্কিতে হামলা চালালেন। শত্রু বাহিনী ভাবতেও পারেনি এমনটি হতে পারে। তারা হতভম্ব হয়ে গেলো। না পারলো নিজেদের সামলাতে, না পারলো হাবিবের বাহিনীকে ঠেকাতে। যে যার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো।

একজন আর্মেনিয়ান দ্বাররক্ষককে হত্যা করে হাবিব সেনাপতির তাঁবুর কাছে গেলেন। হাতে খাপ খোলা তলোয়ার। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁবুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী। পরণে সাধারণ একজন সেনার



www.pathagar.com

পোশাক, কোমরে ঝুলানো শাণিত তরবারী। মুহূর্তের জন্যে আবেগের তীব্রতায় চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন, স্ত্রী ইশারায় চুপ করে থাকতে বললেন স্বামীকে।

তারপর দু'জনে মিলে চুপচাপ ঢুকে গেলেন আর্মেনিয় বাহিনীর সেনাপতির তাঁবুতে।

বলা বাহুল্য, আত্মদম্ভী সেনাপতি একটু বাধাও দিতে পারেনি।

আর্মেনিয়া খুব সহজেই আবার মুসলমানদের দখলে চলে এলো।



www.pathagar.com

# সীমান্তরক্ষী ও সেনাপতিদের নামে ফরমান

(হামদ ও সালামের পর)

'তোমরা রাজ্যের সীমান্তরক্ষী মুসলমানদের সাহায্যকারী এবং তাদের পক্ষ থেকে দেশরক্ষী। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) তোমাদের জন্যে একটি নীতি নির্ধারণ করে গেছেন। আমাদের অনেকের সহযোগিতায় তা নির্ধারিত হয়েছিলো। কখনো এমন সংবাদ যেন না আসে যে, তোমরা তার পরিবর্তন করছো। স্মরণ রেখো, যদি তা-ই করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদের স্থানে অন্য লোকের ঠাঁই দেবেন। তোমাদের কর্তব্য কি হওয়া উচিত, তা' তোমরাই চিন্তা করো। আল্লাহ্ আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দান করেছেন, আমি তার প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখছি।'

এই ফরমানটি হযরত উসমান (রাঃ) তখনই জারি করেছিলেন, যখন, তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভেই দু'একটি দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুসলমান সীমান্তরক্ষী ও সেনাপতিদের কর্তব্য জ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ করে দেয়া উচিত বলে তিনি তখন এই ফরমান জারি করেন।

ফরমানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সামরিক অধিনায়ক ও রক্ষী বাহিনীর প্রতি খলীফার উপরোক্ত নির্দেশ একদিকে বিশেষ সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়। খলীফা তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা হযরত উমর (রাঃ) প্রণীত নীতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও জোর দিয়ে ঐ নীতিকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ঐ সামরিক বিধান আনসার ও মুহাজের সাহাবীদের সহযোগিতায় এবং তাদের উপস্থিতিতে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) ও তাতে শরীক ছিলেন এবং তার অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন।



www.pathagar.com

এই ফরমানটিতে তিনি সেনাপতিদের সাবধান করে দেন যে, সেনাবাহিনীর জন্যে গৃহীত নীতি ও আদর্শে কোনো রকম পরিবর্তনের সংবাদ যেন তিনি শুনতে না পান। সে রকম কিছু ঘটলে তাদের অপসারণ কিংবা শাস্তি দেয়া হবে।

এইভাবে খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) শাসন কার্য, অর্থনীতি এবং সামরিক কর্মকাণ্ডে—মোট কথায় সকল বিষয়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন।



www.pathagar.com

## আনাতোলিয়ায় যুদ্ধ ।। নৌবাহিনী গঠনের চিন্তা

হিযরী ২৬ সন। দু'বছর চলে গেছে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তখনো সিরিয়ার শাসনকর্তা। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) শাসনকর্তা থাকাবস্থায় আনাতোলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। আনাতোলিয়া ছিলো বাইজেন্টীয়দের অধীনে। আর বাইজেন্টিয় বাহিনীতে অর্ধেকের চেয়েও বেশী ছিলো সিক্রিমবাসী। কেবল তাই নয়, সিক্রিমের জনগণও বিশেষভাবে ঘনিষ্ট ছিলো বাইজেন্টীয়দের সংগে।

তবু আনাতোলিয়া কিছু করে উঠতে পারলো না। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) আনাতোলিয়ায় সৈন্য পাঠালেন। মুসলিম বাহিনী প্রথম অভিযানে খুব সহজেই জয় করে নিলেন আনাতোলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর— আমুরিয়া।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) মুসলিম বাহিনীকে আরও অগ্রসর করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আনাতোলিয়া পার্বত্য অঞ্চল ; তিনি ভেবে-চিন্তে দেখলেন, সেজন্যেই স্থলপথে সৈন্যদের আর অগ্রসর করানো ঠিক হবে না। কারণ, আনাতোলিয়ার পার্বত্য এলাকা মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধের জন্যে অনুকূল নয়। তাই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) কিছুদিনের জন্যে যুদ্ধ স্থগিত রাখাই ঠিক করলেন।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ভাবছিলেন, একটি নৌবাহিনী গঠনের কথা। তখন অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই নৌবাহিনী ছিলো। ছিলো না কেবল মুসলমানদের। এ-অপূর্ণতা হযরত উমর (রাঃ)-এর আমল থেকে তাঁকে খুব পীড়া দিচ্ছিলো। তিনি ভেবে দেখলেন, অন্যান্য দেশের সাথে যুদ্ধ করতে হলে



www.pathagar.com

নৌবাহিনী ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠনের কথা ভাবলেন, যা হবে সাগর যুদ্ধে কৌশলী এবং অনায়াসে অন্য যে কোনো বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার মতো দক্ষ।

তাঁর এ ভাবনা-চিন্তা অবশ্য একেবারেই নতুন নয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলেও তিনি কথাটা তাঁর কাছে তুলেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) এ পরিকল্পনায় সম্মতি দেননি। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, মুসলমানরা যে যুদ্ধে অনভ্যস্ত, সে যুদ্ধে তাদের পারদর্শী করে তোলার ব্যাপারটি হবে ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া দ্বিতীয় খলীফার কিছু দ্বিধা ছিলো অন্য কারণেঃ স্থলপথের গৌরব যদি মুসলিম বাহিনী জলপথে আর না রাখতে পারে! এ সব ভেবেই হয়তো হযরত উমর (রাঃ) হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়েছিলেন।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাই বেশ ভয়ে ভয়েই নৌবাহিনীর কথাটা তৃতীয় খলীফার কাছে বললেন। নৌবাহিনী গঠন করার সুবিধা অসুবিধা সব দিকই তুলে ধরতে তিনি ভুললেন না।

অনভ্যস্ত হলেও অভ্যস্ত হতে কতোক্ষণ। আর অভ্যস্ত হলে পারদর্শীতা অর্জন করতেই বা কয়দিন লাগে। তাছাড়া ব্যয় এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুসলমানদের নিজস্ব নৌবাহিনী গঠন না করা হবে ভবিষ্যতের জন্যে বোকামী।

হযরত উসমান (রাঃ) একটি সর্বাধুনিক নৌবাহিনী গড়ে তোলার জন্যে মু'আবিয়াকে অনুমতি দিলেন। তবে শর্ত রইলো একটি, স্বেচ্ছায় কেউ নৌ-যুদ্ধে যেতে না চাইলে তাকে জোর করে পাঠানো হবে না।



www.pathagar.com

## নৌবাহিনী গঠন ।। সাইপ্রাস বিজয়

২৮ হিযরী। মাত্র দু'বছরেরও কম সময়ে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তুললেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের এই হলো প্রথম নৌবাহিনী। অন্যদিকে, হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে এটি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

একই হিযরীতে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এবার লক্ষ্যস্থল সাইপ্রাস। সাইপ্রাসের তদানীন্তন শাসক মুসলমানদের ভাল চোখে দেখতো না। ইসলামের দাওয়াত পাঠালেন সে রীতিমতো যা-তা বলে পাঠাতো।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর নির্দেশে তাই সাইপ্রাসের শাসনকর্তাকে দমন করার ভার পড়লো সিরিয়ার শাসনকর্তা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ওপর।

মু'আবিয়া (রাঃ) একটি নৌবহর ইচ্ছেমতো ঢেলে সাজালেন। মিসরের মুসলমান শাসনকর্তাও আরেকটি নৌবহর নিয়ে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

দু'টি নৌবহর এক সঙ্গে সাইপ্রাস আক্রমণ করে। সাইপ্রাস অধিপতি ভেবেছিলো, নতুন এই নৌবাহিনী নিয়ে এমন কিই-বা আর করতে পারবে মুসলমানরা! কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে হলো বিপরীত ব্যাপার। সাইপ্রাসের সেনা ও নৌবাহিনী কিছুতেই পেরে উঠলো না। যদিও সাইপ্রাস দ্বীপের যোদ্ধারা বেশ বীরত্বের সঙ্গেই লড়ছিলো।

মু'আবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাস জয় করলেন। তবে দ্বীপের জনগণের কথা ভেবে আর যুদ্ধ পরবর্তী নিয়ম-কানুনগুলি আরোপ করলেন না। তাদের ওপর দিলেন না কোনো শর্ত। তিনি বরং সাইপ্রাসবাসীদের একটি মস্ত বড়



www.pathagar.com

সুযোগ দিলেন। কেননা, ইতিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর ব্যবহার তথা তাদের ধর্মের আদর্শগুলির প্রতি মুগ্ধ হয়ে বহু সাইপ্রাসবাসী মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। তাই নব্য মুসলমানদেরই এই দেশে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ না করে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সাইপ্রাসকে একটি সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। এ ঘাঁটিতে থাকবেন সাইপ্রাসেরই নয়া মুসলমানগণ, তারাই পরিচালনা করবেন এ ঘাঁটি, প্রয়োজনবোধে কেন্দ্র থেকে পাঠানো হবে কাউকে কাউকে। কিংবা একজন শাসনকর্তা ছাড়া আর কাউকেই পাঠানো হবে না।



www.pathagar.com

# আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ দমন

মিসরের পরাজয় ঘটে হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে।

বলা হয়ে থাকে, মিসর বিজয়ের অগ্রদূত হচ্ছেন হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)। ইসলাম-পূর্ব যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি নানা সময়ে মিসরে কাটিয়েছিলেন। তখন এ দেশ জয়ের কল্পনাও করেননি। কিন্তু প্রায়ই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো মিসরের অপরূপ দৃশ্যাবলী। উর্বরা সবুজ মাঠ, ধূসর পাহাড়, নীল নদের টলটলে পানির ঝিকিমিকি—সব মিলিয়ে স্মৃতিগুলো বড় জ্বলজ্বল করে উঠতো। মনে হতো সবই যেন সে দিনের, এক সজীব কাহিনীর স্মৃতি।

হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে তিনি তাঁর মনের কথাটি খলীফাকে জানালেন। প্রথম-প্রথম হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত আমর (রাঃ)-এর প্রবল আগ্রহ দেখে তাঁকে মিসর আক্রমণের অনুমতি দিয়েছিলেন হযরত উমর (রাঃ)। কেবল তাই নয়, খলীফা হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)-এর সঙ্গে চার হাজার সৈন্যও দিয়েছিলেন।

হিযরী ২০ সনে হযরত আমর (রাঃ) মিসর জয় করেন।

বলা বাহুল্য পরবর্তী সময়ে হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসরের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। মিসরে তিনিই হচ্ছেন প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা। কয়েক বছর তিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময়ও সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। হিযরী ২৫ সনে তৃতীয় খলীফা তাঁর বদলে আবদুল্লাহ্ ইবনে সারাহ্কে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

কিন্তু আবদুল্লাহ্র সময় আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের এ বিদ্রোহের পেছনে শক্তি যোগাচ্ছিলো বাইজেন্টীয়রা। নিজেদের পরাজয়ের



www.pathagar.com

স্লানি কেউ কেউ তখনো ভুলতে না পেরে আলেকজান্দ্রিয়াবাসীদের মদদ যোগানোর ঘৃণ্য পথ নিয়েছিলো। বেশ জটিল আকারই ধারণ করলো গোটা পরিস্থিতি। শত্রুরা শক্তিশালী, বেপরোয়া ভাব নিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে তারা উদ্যত।

হযরত উসমান (রাঃ) এ বিদ্রোহ দমন করার জন্যে আবার মিসরের পুরনো শাসনকর্তা অভিজ্ঞজন হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)-কে পাঠালেন। হযরত আমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ্'র যৌথ অভিযানের মুখে আলেকজান্দ্রিয়ার সেনাবাহিনী টিকতে পারলো না।

বিদ্রোহ দমনরে পর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) সকল দায়িত্বভার আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ্কে বুঝিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলেন।

হিযরী ২৬ সনে মিসরের শাসনকর্তা খলীফা উসমান (রাঃ)-এর কাছ থেকে আদেশ পেলেন যে, উত্তর আফ্রিকার দিকে এগুতে হবে। উমর (রাঃ)-এর আমলে আমর ইবনে আস (রাঃ) ত্রিপলী জয় করেছিলেন। কিন্তু এখন মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ ইবনে সারাহ্'র ওপর পড়েছে আরও গুরুভার—উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হওয়ার। অবশ্য খলীফা কেবল আদেশ দিয়েই বসে থাকেননি, মিসরের শাসনকর্তাকে সাহায্য করার জন্যে মদীনা থেকে অগুণিত সৈন্য-সামন্তও পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে আবার বেশ ক'জন ছিলেন বাছাই করা বীর। সারা আরব এ'দের বীরত্বের জন্য গৌরব বোধ করে। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, ইবনে জাফর, ইবনে জুবায়ের এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর দুই বীর সন্তান হাসান (রাঃ) ও হোসেন (রাঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ্ এ'দের মতো বীরদের পেয়ে মহাখুশী। দ্বিগুণ শক্তি ও সাহস ফিরে পেলেন মনে।

তিনি দলবলসহ তিউনিসিয়ার দিকে এগুতে লাগলেন। প্রসংগক্রমে একটা কথা বলার প্রয়োজন। উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের জন্যে তৃতীয় খলীফা আদেশ দিয়েছিলেন, কারণ, মিসরের আশ-পাশে ছিলো অবিশ্বাসীর দল। ইতিমধ্যে একবার আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্রোহ করেছে, বাইজেন্টীয়রাও কখন কি করে বসে ঠিক নেই। তা ছাড়া প্রায় চতুর্দিকে ছিলো বিধর্মীদের দেশ। খলীফার সবচেয়ে বেশী ভয় ছিলো বাইজেন্টীয়দের নিয়ে। কারণ এরা কথায় ও কাজে একরকম নয়। মুখে মুখে মেনে নেয় মুসলমানদের আনুগত্য। কিন্তু আড়ালে গেলেই যা-তা বলে, সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

গোটা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের নির্দেশ এলো তাই আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ'র ওপর।



www.pathagar.com

## বাইজেন্টিয়ায় যুদ্ধ

সত্যি সত্যি খলীফা উসমান (রাঃ) যা ভেবেছিলেন, তাই হলো। তারচে' অবাক কাণ্ড, মিসরের শাসনকর্তা যা ভাবতেও পারেননি—বাইজেন্টিয়াম তলে তলে ভীষণ শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। আগে তারা আলেকজান্দ্রিয়াকে সাহায্য করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরোক্ষ যুদ্ধ করেছে, কিন্তু এখন যেন প্রত্যক্ষ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ভয় নেই ডর নেই, ভাবখানা যেন, ওদেরই জয় অনিবার্য।

আবদুল্লাহ ইবনে সারাহ্ তাঁর সেনাবাহিনীর ঘাঁটি করলেন ত্রিপলীতে। তারপর সেখান থেকে বাইজেন্টিয়ামের বাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন।

ইয়াকুবা শহরের কাছে এসে দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। আবদুল্লাহ আর এগুতে পারলেন না। তিনি দেখলেন, চারদিক ঘিরে আছে বাইজেন্টিয়ামের অসংখ্য সৈন্য। এক লাখ কুড়ি হাজার সুদক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করার জন্যে যেন একেবারে প্রস্তুত। সে তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল কম।

যুদ্ধ শুরু হলো। কেউ কারো চাইতে কম যায় না। ভয়হীন সৈন্যরা প্রবল বিক্রমে মুসলমানদের আক্রমণ করে, মুসলমানরা ততোধিক বীরত্বের সংগে তাদের প্রতিহত করেন। কখনো বা পাল্টা আক্রমণের জোর তৎপরতাও চলতে থাকে।

একদিন পার হয়ে যাবার পর কারোই লাভ-লোকসান পরিষ্কার ধরা পড়লো না। কোনো পক্ষেরই জয় নয়, যেন সমানে সমান।



www.pathagar.com

এভাবে যুদ্ধ চলতে লাগলো বেশ ক'দিন।

কিন্তু দু'পক্ষই একটা না একটা পরিষ্কার মীমাংসা চায়। হয় জয়, নয়তো পরাজয়। যদিও মুসলমানরা জানে না পরাজয় কাকে বলে।

বাইজেন্টিয়ামের সেনাপতি মরিয়া হয়ে উঠলো। এরকম সমান-সমান যুদ্ধ সে চায় না। তার আকাশ-কুসুম আশা হলো, জয়ী হতেই হবে। তাই সেনাপতি একটি জবর বুদ্ধি আঁটে। সে ভেবে দেখলো, মুসলমানদের সেনাপতিই হচ্ছে সব, তাই যদি একে হত্যা করা যায়, তবেই যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব।

সেনাপতি ঘোষণা করলো, যদি কেউ আবদুল্লাহ্ ইবনে সারাহ্'র মাথা এনে দিতে পারে, তবে তাকে প্রচুর ইনাম দেয়া হবে। লোভনীয় সে পুরস্কার ঃ এক সহস্র সোনার মোহর এবং সেনাপতির নিজের কন্যার স্বামীত্ব। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভ!

এই ঘোষণা আবদুল্লাহ্ ইবনে সারাহ'র প্রহরী শুনতে পেলেন প্রথম। তিনি কথাটা ইবনে যুবায়ের(রাঃ)-এর কাছে বললেন। শুনে হযরত যুবায়ের (রাঃ)ও তখন-তখুনি ঘোষণা করলেন, যদি কেউ বাইজেন্টিয়ামের সেনাপতির মুণ্ডু এনে দিতে পারে, তবে তাকে এক সহস্র সোনার মোহর ও বাইজেন্টিয়ামের রাজকন্যা দেয়া হবে।

মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এই ঘোষণা ছড়িয়ে দেবার কিছুক্ষণের ভেতরই দেখা গেলো, বাইজেন্টিয়ামের সেনাপতি ভূপাতিত হয়েছে। আর সেনাপতি নিহত হওয়ার সংবাদে বাইজেন্টিয়ামের বাহিনী সব বল হারিয়ে ফেললো। তাদের মধ্যে দেখা দিলো চরম বিশৃংখলা। মুসলিম বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে তারা যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে পালালো।

বিজয়ের পর খোঁজ পড়লো, কে হত্যা করেছিলো বাইজেন্টিয়াম বাহিনীর সেনাপতিকে? কেউ বলতে পারলো না সহজে। এমন কি, যিনি এই সাহসিক কাজটি করেছিলেন, তিনিও বর্ণচোরার মত আড়ালে থেকে গেলেন। পরে মৃত সেনাপতির কন্যাই লোকটাকে দেখিয়ে দিলো। তিনি আর কেউ নন, হযরত যুবায়ের (রাঃ)। রাজকন্যা তাঁকে বরণ করে নিলো।

বাইজেন্টিয়াম বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর দিকে এগুতে লাগলো। তিউনিসিয়া ও মরক্কোর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোও কিছুদিনের মধ্যে তাদের আওতায় চলে এলো এবং তারও কয়েক মাস পর, সব মিলিয়ে চৌদ্দ মাসের ভেতরেই গোটা উত্তর আফ্রিকা আরব বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিলো।



www.pathagar.com

## পার্শিয়ায় বিদ্রোহ

হিযরী ২৬ সনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় পার্শিয়া। তারা মুসলমানদের দাওয়াত গ্রহণ না করে উল্টো বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। অবশ্য সুযোগ বুঝেই ওরা ঝোপে কোপ মারে। বসরার শাসনকর্তা পার্শিয়াকে দমন করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠলেন এবং অচিরেই তাদের শায়েস্তা করে ফিরে এলেন।

৩০ হিযরীতে কুফা'র শাসনকর্তা তৃতীয় খলীফার আদেশ অনুযায়ী তাবারিস্তান বিজয় অভিযানে যান। এর আট বছর আগে, অর্থাৎ ২২ হিযরীতে খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় বীর যোদ্ধা নায়ীম ও তাঁর ভাই সোয়াইদ প্রায় বিনা যুদ্ধেই তাবারিস্তান দখল করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশটি হাতছাড় হয়ে যায়। ৩০ হিযরীতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান(রাঃ)-এর শাসনামলে কুফার শাসনকর্তা আবার দেশটি জয় করেন।

একই সনে খোরাসান বিদ্রোহ করে। হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর ধীরস্থির চিন্তা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে খোরাসানকে পুনরায় অধিকারে আনেন।

ইরানের রাজা ইয়াজগ্রিড তাঁর রাজ্য হারান ৩১ হিযরীতে, কিন্তু রাজ্য হারাবার পরও তিনি আশা হারাননি। দেশ ছেড়ে তাই ঘুরে ঘুরে নিজ রাজ্য ফিরে পাবার বুদ্ধি আঁটতে লাগলেন, সে জন্য নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করতে লাগলেন লোক-লস্কর। মুসলিম প্রদেশগুলির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো হলো তাঁর লোক-সংগ্রহের স্থান।

এই অভিপ্রায়ে তিনি সিস্তানেও গেলেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে, হিযরী ২৩ সনে বীর যোদ্ধা আসেম সিস্তান জয় করেছিলেন। কিন্তু তখন



www.pathagar.com

সিস্তানের অধিবাসীরা একটি শর্ত আরোপ করেছিলো। সিস্তানবাসীরা আবেদন করেছিলো যে, তাদের শস্যক্ষেত্রগুলি যেন তাদের তত্ত্বাবধানেই নিরাপদ রাখা হয়। এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন আসেম। আর তাই, পুরো দেশটি তাদের হাওলায় রেখেই তিনি অন্য দেশ বিজয়ে এগিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেলো, সিস্তানবাসীরা তাদের কথার মর্যাদা রাখতে পারেনি।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে ইরানের রাজা ইয়াজগ্রিডকে আশ্রয় দিয়ে তারা আরেকবার একথাই প্রমাণ করলো যে, সিস্তানবাসীরা বিশ্বস্ত নয়। ক্ষমতা হারানো ইরানের রাজা এখানে এসে তুর্কীস্তানের বেশ ক'জন প্রধান প্রধান লোকের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে কুফার শাসনকর্তা সিস্তানে কড়া নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছেন ; এতে লোকজনের হুঁশ ফিরে এলো। তারা ভেবে দেখলো, অতীতের দিনগুলিতে মুসলমানরা কী ভালো ব্যবহারই না করেছিলো তাদের সঙ্গে, অথচ ইচ্ছে করলেই তখন এলোপাথাড়ি হত্যাকাণ্ড চালাতে পারতো। সিস্তানবাসীরা ইরানের রাজাকে স্থান দেবে না বলেই মনস্থির করে ফেললো।

তার চাইতেও আরও ক'ধাপ এগিয়েছিলেন সিস্তানের নয়া মুসলমানরা। সংখ্যায় কম হোক, তবু তাঁদের শক্তি ও সাহস ছিলো অনেক বেশী। তাঁরা ইয়াজগ্রিডকে কোনো রকম ষড়যন্ত্রের সুযোগ দানের আগেই হত্যা করবেন বলে স্থির করলেন।

পরাজিত রাজা একা একা হেঁটে যাচ্ছিলেন জনপদ ছাড়িয়ে দূরের কোথাও। হয়তো বা নতুন কোনো ফন্দি আঁটতে। হয়তো বা মনে ছিলো তাঁর আরও অনেক কুটিল অভিসন্ধি।

পথিমধ্যে একটি পানিসেচের জায়গা পড়লো। পানিসেচনকারী একজন সাধারণ মানুষ। রাজা-রাজড়ার খোঁজ-খবর সে আদৌ রাখতো না। লোকটা প্রথম চিনতেই পারেনি, পথ চলতি মানুষটি কি ইরানের ক্ষমতাচ্যুত রাজা! তবে গায়ের মূল্যবান পোশাকের দিকে নজর পড়তেই এইটুকু চিনতে তার ভুল হলো না যে, লোকটা নিশ্চয় কোনো রাজ্যের হোমরা-চোমরা কেউ। কেন জানি পানিসেচনকারী রাজ-রাজড়া বা হোমরা-চোমরাদের প্রতি ভীষণ খাপ্পা ছিলো। তাই ক্রোধে, কাল বিলম্ব না করে পানিসেচনকারী ইরানের রাজা ইয়াজগ্রিডকে হত্যা করে বসলো।



www.pathagar.com

## প্রথম নৌ-যুদ্ধ

হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলেই, হিযরী ৩১ সনে প্রথম নৌ-যুদ্ধ করেন মুসলমানরা। এর আগে সাইপ্রাস বিজয়ের সময় যে দু'টি নৌবহরের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা এমন ব্যাপক ছিলো না, যাকে আমরা সত্যিকার অর্থে নৌযুদ্ধ বলতে পারি। সে যুদ্ধে দু'টি মাত্র নৌবহরই ব্যবহার হয়েছিলো, প্রকৃত যুদ্ধ হয়েছিলো স্থল পথেই।

৩১ হিযরীতে মুসলমানরা প্রথম নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাইজেন্টিয়ামের রাজা কন্সটানটাইন আলেকজান্দ্রিয়া দখলের জন্য মুসলিম ঘাঁটি মিসর অভিমুখে প্রথম অভিযান চালায়। ৫শ'টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে তিনি মিসরের দিকে রওনা হন।

মুসলমানরা এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সিরিয়া থেকে যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এগুতে লাগলেন সামনে। মিসরের শাসনকর্তা আবদুল্লাহ ইবনে সারাহও তাঁর যুদ্ধজাহাজ নিয়ে মধ্য সাগরে মুখোমুখি হলেন শত্রুবাহিনীর।

বলতে কি, আশাই করা যায়নি প্রথম অভিজ্ঞতায় এমন বিজয় লাভ করতে পারবে আরবরা ; অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে সাগরের পানি লাল হতে লাগলো শত্রু-বাহিনীর সৈন্যদের রক্তে। যদিও এ যুদ্ধে বিজয়ী হতে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিলো আরবদের।

শত্রুরা পরাজিত হয়ে সিসিলির দিকে পিছুতে লাগলো। আরবরা বিজয়ীর বেশে ফিরে এলো স্বস্থানে।

এ অভিজ্ঞতা নৌযুদ্ধে আরবদের আত্মবিশ্বাস পরবর্তী সময়েও কাজে লেগেছিলো।



www.pathagar.com

## শাসনামলে তিক্ত অভিজ্ঞতা

হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফতের আমলে প্রচুর তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর অধিক সরলতাই তাঁর সামনে অনেক বিপদ এনে দিয়েছিলো। অতিরিক্ত সরলতার জন্যে তিনি লোকজনকে বিশ্বাস করতেন খুব, আর এ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে লোকজন তাঁর ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করতো। এজন্যে অনেকে উল্টো তাঁকেই ভুল বুঝেছে। এমন কি, খুব দুঃখজনক যে, এখনো কেউ কেউ তাঁর ওপর অভিমানের রেশ টেনে থাকেন।

একটা কথা মনে রাখা উচিত, নবুয়তী (সাঃ)-এর পরবর্তী চার খলীফাই তাঁর প্রিয় সাহাবা এবং তাঁরা মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁদের সময়ে ইসলাম ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে ; রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক—এ সব জাগতিক বাস্তবতায় এঁরা ধর্মের তত্ত্বীয় দিকগুলোকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন। মানুষের প্রতি মানুষের যেটুকু দরদ ভালোবাসা থাকা উচিত, তা যেমন ছিলো, অপর দিকে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের ব্যাপারে তৃতীয় খলীফা ছিলেন ভীষণ কঠোর।

হযরত উসমান (রাঃ) যখন খিলাফত পেয়েছিলেন, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায়। বয়সের ভারে মানুষের মধ্যে যেটুকু শিথিলতা আসে, কঠোর হতে যেটুকু সময় লাগে, তারচে'ও কম শিথিল ছিলেন তিনি। তবে, স্বভাবতই তাঁর ছিলো নরম হৃদয়। অত্যন্ত সরল ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন সঠিক রাখার জন্যে যে ধরনের প্রখর কূটনৈতিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু মারপ্যাঁচ জানতেন না হযরত উসমান (রাঃ)। যার ফলে, তাঁর আমলেই যেন খানিক বিশৃংখলা লেগে থাকতো এখানে-ওখানে।

হযরত উসমান (রাঃ) এমনই সরল, ভদ্র ও বিনয়ী ছিলেন যে, কারও



www.pathagar.com

দোষ-ত্রুটি দেখেও তাঁকে বলতে হবে, এ লজ্জায় অনেক সময় তা এড়িয়ে গেছেন। যার ফলে, প্রদেশের শাসনকর্তারা অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর দুর্বলতার সুযোগে অনেক আত্মীয়-স্বজনও তাঁর কাছ থেকে বেশ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন। এই কারণে, হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে অগণতান্ত্রিক উপায়ে অনেকেই বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা পেয়ে গিয়েছিলেন। যাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ছিলেন একেবারেই অযোগ্য।

এ সমস্ত কারণে প্রদেশগুলিতে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকতো এবং পরবর্তী সময়ে এই অশান্তিই রূপ নিয়েছিলো গৃহযুদ্ধে।

বারো বছরের খিলাফতে হযরত উসমান (রাঃ) যেমন আরবদের দিয়েছিলেন প্রচুর, তেমনি অনেক বিশৃঙ্খলাও হয়েছে তাঁর আমলে, যার জের পরবর্তী সময়ে আরবদেরই টানতে হয়েছে।



www.pathagar.com

## আবদুল্লাহ বিন সা'বা ঃ ধূর্ত এক লোক

এ বিশৃঙ্খলার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করে ধূর্ত এক য়াহুদী। লোকটা ছিলো ইয়েমেনের। নাম আবদুল্লাহ্ বিন সা'বা।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় সে মদীনায় আসে। সে এমনভাবে চলাফেরা করতো যে, তার মতো খাঁটি মুসলমান বুঝি আর হয় না! এ জন্যে খুব সহজেই আবদুল্লাহ্ সবার মন জয় করতে পেরেছিলো। তখন কেউ কি আর তার মতিগতি টের পেয়েছিলো!

আবদুল্লাহ মদীনায় সবার সঙ্গে ওঠা-বসা করে। নামাযের সময় নামায পড়ে, মুখে সব সময়ই আল্লাহ্ আল্লাহ্। কিন্তু তার বুদ্ধি কাজ করেছে অন্য কোথাও। কয়েক মাস মদীনায় থেকেই সে জবর একটি বিষয় পেয়ে গেলো।

সে ভেবে দেখলো, নবীজী (সাঃ) ছিলেন হাশিম গোত্রের এবং আলী (রাঃ)-এর গোত্রও তাই। তাছাড়া আলী (রাঃ) আবার মহানবী (সাঃ)-এর জামাতা। কাজেই খিলাফত তো পাওয়ার কথা আলী (রাঃ)-এর, উসমান (রাঃ)-এর নয়। উসমান (রাঃ) তবে কোত্থেকে বা উড়ে এসে জুড়ে বসলেন! এই যুক্তি থেকে আবদুল্লাহ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে উসমান (রাঃ)-কে খিলাফত থেকে সরাতে হবে।

আর তাই সে সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলো, 'মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসো।' এ প্রচারের উদ্দেশ্য যে কী সুদূরপ্রসারী ছিলো, তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন না কেউ।

আবদুল্লাহ্ তো মহানন্দে তার কাজ করেই যাচ্ছে। যার সঙ্গেই দেখা হয়,



www.pathagar.com

সে বলে, 'মহানবী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনকে ভালোবাসো।' কাউকে কাউকে বা এই বাক্যের ব্যাখ্যাও করিয়ে দেয়।—না, উসমান (রাঃ)-কে উৎখাত করার কথা সে বলে না। বলে আলী (রাঃ)-এর কথা, তাঁর দুই পুত্রের কথা, মহানবী (সাঃ)-এর দুলালী ফাতেমা (রাঃ)-এর কথা ; বলতে বলতে জুড়ে দেয় দু'একটি বাক্য—'আহা কি কষ্টেই না তাঁরা আজ আছেন! কোথায় আজ আলী (রাঃ) হতেন খলীফা, ভাগ্যের ফের, বনি হাশিম গোত্রের হয়েও তিনি তা হতে পারলেন না।' এইসব বলতো সে ইনিয়ে-বিনিয়ে। লোকজনদের খলীফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাইতো। অবশ্য তার এ-সব কথাবার্তা বলতো সে বেশ গোপনে গোপনে।

আবদুল্লাহ ঘুরে-ফিরে এসব কথা বলে। এর মধ্যে নতুন একটি ফন্দিও সে বের করেছে। প্রতিটি লোকেরই থাকে উত্তরাধিকার, পিতার মৃত্যুর পর হয় পুত্র, সেই পুত্রের পর উত্তরাধিকার হয় তার পুত্র। পুত্র না থাকলে আর কাউকে সম্পত্তি ওছিয়ত করে যান অনেকে। তেমনি প্রত্যেক নবীরও ওয়াছি বা উত্তরাধিকার থাকে। ধর্মীয় উত্তরাধিকার নাই হোক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পূর্ববর্তী মানুষটি পরবর্তীদের জন্যে অনেক সুযোগ-সুবিধা ইচ্ছে করলেই রেখে যেতে পারেন। যেমন মুসা নবীর উত্তরাধিকার ছিলেন আওরন। অবশ্য এ ওয়াছি সেই হতে পারবে, যে পূর্ববর্তীর খুব নিকটজন, খুবই কাছের আত্মীয়। নুরনবী (সাঃ)-এর সব চাইতে কাছের মানুষ ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। একই গোত্রের, সম্পর্কে চাচাতো ভাই এবং তাঁর আদরের দুলালীর স্বামী অর্থাৎ তাঁর জামাতা। সুতরাং তিনিই মহানবীর যোগ্য ওয়াছি।

আবদুল্লাহ বলে বেড়াতে লাগলো, নুরনবী (সাঃ)-এর ওয়াছি অনুসারে তো হযরত আলী (রাঃ)-ই খলীফা হবার যোগ্য। আইনগতভাবে তাঁকে তো আরও আগে খলীফা হওয়া উচিত ছিলো। যাই হোক, আগে যখন এ ব্যাপারটির দিকে কেউ নজর দেয়নি, এখন সবকিছু জানার পর আর চুপ থাকা ঠিক নয়। নুরনবী (সাঃ)-এর সুযোগ্য ওয়াছিকে অচিরেই খিলাফতে বসানো উচিত।

সে এই কথাগুলো বলার জন্যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ভ্রমণ করতে গেলো। আবদুল্লাহ যেখানে যায়, লোকের অভাব হলেও দু'একজন যে তার মতো পায় না এমন নয়। আপাতত বেশী লোকের তার দরকার নেই—আবদুল্লাহ ভাবে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে দু'একজন লোক দিয়েই সে তার


www.pathagar.com

কাজ হাসিল করবে। গোপন প্রচার চালায়। এসব কথাবার্তা বলে জোরে-সোরে।

আরেকটা কাজ করে আবদুল্লাহ্।

সাধারণত প্রায় প্রত্যেকেরই শাসনামলে কোনো কোনো মানুষের কিছু কিছু অভিযোগ থাকে। কারও অভিযোগের মধ্যে কিছুটা হয়তো সত্যতা থাকে। কারো অভিযোগ হয় একেবারেই বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কাল্পনিক। হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলেও এরকম অভিযোগ তোলার মতো পাঁচ দশজন লোক সর্বদাই ছিলো। আবদুল্লাহ্ তাদের সংগে গিয়ে যোগাযোগ করে। তাদের পাঁচ-মেশালি কথাগুলো মন দিয়ে শোনে, লিখে রাখে সংগে এবং সে-সব শোনাতে থাকে ঘুরে-ফিরে।

এভাবে কিছু দিনের মধ্যেই আবদুল্লাহ্ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে তার নিজস্ব কিছু লোক নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এক গোপন-সমাজ গড়ে তুললো। আবদুল্লাহ্ বিন সা'বা এ-সমাজের কেন্দ্র করলো মিসরকে। যেন বা রাজধানী; এখান থেকে সে অন্যান্য শহরে তার নিজস্ব লোকগুলোর সাথে যোগাযোগ করে। নিয়মিত খোঁজ খবর নেয়। নতুন নতুন গুজব ছড়ায়। কুৎসা রটনা তো ছিলোই; আর নিয়মিত পর্যালোচনা করে দেখে, কাজ কদ্দুর এগুলো। খলীফার পতন হতে আর কয়দিন বাকি!

গোপন সমাজটি এভাবে দিনকে দিন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। আর সেজন্যে সে এবং তার লোকজন প্রয়োগ করতো নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি—

১. গোপন সমাজের সদস্যরা সবার সামনে ভান করতো ধর্মভীরুতার। নামায, রোজা, প্রতিটি ফরজ কাজ তারা নিয়মিত পালন করতো এবং এর ব্যত্যয় হতো না, এই ব্যাপারটি সদস্যরা জোরে-সোরে বলে বেড়াতো। আর জনগণের সামনে এমন ভঙ্গি-ভাব করতো যে, জনগণের সত্যিকার দুঃখ বুঝলে একমাত্র তারাই বুঝেছে! তাদের মতো জনদরদী ইহজগতে আর কেউ নেই!

২. হযরত উসমান (রাঃ) ও তাঁর পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ নিত্যি তারা সংগ্রহ করে বেড়াতো। অমুক জায়গায় হয়তো অমুক লোকের একটি অভিযোগ রয়েছে, তারা তখন-তখনি সে লোকের কাছে গিয়ে তার অভিযোগ শুনতো। সান্ত্বনা দিতো এবং হুবহু সব লিখে রাখতো। কিছু



www.pathagar.com

কিছু অভিযোগ হয়তো বা সত্য থাকতো। আর বেশীর ভাগ অভিযোগই ছিলো পরের মুখে ঝাল খেয়ে নিজের ওপর অভিমান করার মতো, ধোয়াটে এবং বানোয়াট।

৩. 'গোপন সমাজের' সদস্যরা সকল পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অপবাদ ছড়াতে থাকে। তারা বলে বেড়াতো যে, খলীফার কর্মচারীরা যথেষ্ট ধর্মভীরু এবং কাজের প্রতি বিশ্বস্ত নয়। তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি যেমন অনুরাগী নয়, তেমনি তাদের ভালোবাসাও নেই জনগণের ওপর।

৪. 'গোপন সমাজের' সদস্যরা এখানে-ওখানে চিঠি পাঠাতো। এ সমস্ত চিঠিতে অবিচার এবং বিভিন্ন এলাকার অস্থিরতার বর্ণনা থাকতো। খলীফার কর্মচারীরা অবিচার করেন জনগণের ওপর এবং সে জন্যে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে নাকি ক্রমশ অস্থিরতা বাড়ছে, এসব সাত-পাঁচ লেখা থাকতো চিঠিতে। সম্ভব হলে সদস্যরা চিঠিগুলো পড়ে শোনাতো লোকজনদের। চিঠি-এমনও লেখা হতো যে, খলীফার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটি সুষ্ঠু আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর সমর্থন রয়েছে। এসব শুনে দূরাঞ্চলের মানুষ ভাবতো, সত্যি সত্যি বুঝি খিলাফতে অশান্তি শুরু হয়ে গেছে। জনগণ পরস্পর ফিসফিস করে আলাপ করতো, 'দ্যাখো না সেজন্যে বিশিষ্ট সাহাবারাও আন্দোলন শুরু করেছেন। এ আন্দোলন শুধু খলীফার কর্মচারীদের বিপক্ষেই নয়, খলীফাকে সরিয়ে দেবারও বিক্ষোভ বটে!'



www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ বিন সা'বা নামের মুসলমান নামধারী য়াহুদী বেশ ভালোভাবেই তার প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

তখন হযরত আবু মুসা (রাঃ) বসরার শাসনকর্তা। একদিন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। আবু মুসা (রাঃ) বলছিলেন, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ কী কষ্টই না করেছে। মুসলমানরা তখন হেঁটে হেঁটে যেতেন যুদ্ধক্ষেত্রে। মাইলের পর মাইল হাঁটতে যেন কষ্টই পেতেন না কেউ। আসলে, আল্লাহর জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণের কেউ শত কষ্টেও এইটুকু বল হারান না।

এ ভাষণ দেয়ার কিছুদিন পরে আবু মুসা (রাঃ)-কে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়। তিনি একটি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন।

তখন চারদিকে ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো, 'দ্যাখো দ্যাখো, আমাদের শাসনকর্তাকে দ্যাখো। তিনি বলেন এক কথা আর করেন তার উল্টোটা। কেন তিনি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন বলো তো? কেন তিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে বৃহত্তর পুরস্কার পাওয়ার আশায় যুদ্ধে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন না!'

আবদুল্লাহ্র লোকজনরা জনগণকে বোঝাতে লাগলো এইসব। তারা জনগণকে এসব বলতে বলতে তাদের ক্ষেপিয়ে তুললো। সত্যি সত্যি তারা আবু মুসা (রাঃ)-এর ওপর ভয়ানক রেগে গেলো।—কথায় ও কাজে এক নয়, এমন শাসনকর্তাকে মেনে নিতে কেউ রাজী নয়। জনগণ একটি প্রতিনিধিদল পাঠালো মদীনায়।—'যান খলীফাকে গিয়ে বলুন, বসরার শাসনকর্তার বিরুদ্ধে অচিরেই একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।'

হযরত উসমান (রাঃ) সরল প্রাণের মানুষ, তাছাড়া জনগণকে বিশেষ শ্রদ্ধার



www.pathagar.com

চোখে তিনি দেখে এসেছেন এতদিন, তিনি তো আর ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি এর পেছনে উস্কানি দিচ্ছে কারা! হযরত উসমান (রাঃ) প্রতিনিধি দলের কথা শোনামাত্র বসরার পদ থেকে আবু মুসা (রাঃ)-কে সরিয়ে দিলেন। সেখানে নতুন কার্যভার গ্রহণ করলেন আবদুল্লাহ্ বিন আমির।

কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারলো না সা'বাপন্থীরা। আবদুল্লাহ্ বিন সা'বার লোকজন এবার উল্টো নতুন শাসনকর্তার বিপক্ষে প্রচার চালাতে শুরু করলো। গোলযোগ করতেই যারা সব সময় উৎসুক, তাদেরকে সন্তুষ্ট করা সহজ ব্যাপার নয়।

সা'বাপন্থীরা এবার বলতে শুরু করলো, 'দূর, নতুন শাসনকর্তা একেবারেই অল্প বয়েসের, ছোকরা। তা' হবেই না কেন! ইনি যে খলীফার কুটুম। দেখছো না, খলীফা সব গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ করছেন!'



www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে কুফা নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ)। সরকারী কোষাগার থেকে অর্থ কর্জ নিয়ে যথাসময়ে তা ফেরত দিতে পারেননি বলে খলীফা তাঁকে পদচ্যুত করেছিলেন। সা'দ বিন ওয়াকাস (রাঃ)-এর শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ওয়ালিদ বিন ওকা'বা।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। কারও অপরাধ সহ্য করতে পারতেন না। এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এইটুকু ইতঃস্তত করতেন না তিনি। ওয়ালিদের মতো সৎ মানুষকে তাই একটুও পছন্দ হলো না গোলযোগকারীদের। তারা সব সময়ই কুফার শাসনকর্তার ভুলত্রুটি ধরার জন্য ও'ৎ পেতে থাকতো। কিভাবে কুফা প্রদেশটিতে সর্বদা হট্টগোল জিইয়ে রেখে ওয়ালিদকে অস্থির করে তোলা যায়, এ নিয়ে সা'দপন্থীরা ছিলো ব্যস্ত।

ওয়ালিদ বিন ওকা'বা সব কিছুই জানতেন। তিনি ভেবে দেখলেন, অচিরেই যদি এ সকল হট্টগোলকারীদের দমন করা না যায়, তবে এরা দিনকে দিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু কি করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেও কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না ওয়ালিদ।

এক সময় সে সুযোগ এসে যায়। খলীফা ও শাসনকর্তার ভক্ত এক নিরীহ লোকের বাড়িতে সা'বাপন্থীদের কয়েকজন ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে এক রাতে হঠাৎ আক্রমণ চালায়। নিরীহ লোকটার যাবতীয় অর্থকড়ি তারা কেড়ে নেয় এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

কুফার শাসনকর্তা এই হত্যাকাণ্ডের স্থগিৎ তদন্ত চালিয়ে হত্যাকারীকে ধরতে সক্ষম হন এবং হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত সকল ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।



www.pathagar.com

এতে সা'বাপন্থীরা আরও ক্ষেপে গেলো। তাদেরই ক'জন লোকের অপকর্ম ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা উঠে পড়ে লাগলো ওয়ালিদ বিন ওকা'বার বিরুদ্ধে।

মিথ্যাবাদীদের গল্প বানাতে সময় লাগে না। গল্পের সত্যতা জাহির করার মতো লোকেরও অভাব নেই ; সা'বাপন্থীদের গল্পও তাই নানা রঙচঙ মেখে দিব্যি একটি রূপকথা হতে সময় লাগলো না। মিথ্যার ডালপালা যেন হার মানিয়ে দিলো রূপকথাকে।

তারা অভিযোগ তুললো যে, সাদ বিন ওকা'বা মদ খান। মুসলিম রাষ্ট্রের একজন শাসনকর্তা মদ্যপান ও অপরকে পান করানোয় বিভোর থাকবেন, এ পাপকর্ম সইতে নাকি রাজী নয় সা'বাপন্থীরা। নিজেদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে কোত্থেকে তারা দু'জন সাক্ষীও যোগাড় করে ফেললো।

আবার একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হলো মদীনায়। দু'জন সাক্ষীসহ এ প্রতিনিধিদল খলীফা ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের কাছে অভিযোগ করলো যে, কুফার শাসনকর্তাকে তারা নিজ চোখে দেখেছে মদ খেতে।

অভিযোগ শুনলেন তৃতীয় খলীফা। সরল প্রাণ হযরত উসমান (রাঃ) ভাবলেন, সমস্তই সত্য। মন দিয়ে অভিযোগকারীদের সব কথা শুনে অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর কোনো সন্দেহ রইলো না। তবু উপদেষ্টা পরিষদের কাছে তিনি মতামত চাইলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'শাসনকর্তাই অপরাধী।'

হযরত উসমান (রাঃ) সাথে সাথে শাসনকর্তার পদ থেকে সাদ বিন ওকা'বাকে সরিয়ে দিলেন এবং সে পদে নিয়োগ করলেন সাদ বিন আসকে।

কুফা নগরীর এই নতুন শাসনকর্তা সাদ বিন আস ভারী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। সবার সঙ্গে মন খুলে মিশতে এতটুকু ইতস্তত করেন না তিনি। সকলেই যেন তাঁর বন্ধু, আপনজন।

তিনি তাঁর শাসন পদ্ধতিতে একটি নতুন নিয়ম যোগ করলেন। প্রতিরাতেই তিনি তাঁর বাড়িতে কুফার সকল বাসিন্দাদের নিয়মিত সভার একটি সুযোগ করে দিলেন। তাঁর ধারণা হলো এতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঘনিষ্ট সম্পর্ক



www.pathagar.com

হবে আর তাতে কারো প্রতি কারো গুমোট ভাব থাকবে না। তাছাড়া প্রদেশের যাবতীয় সমস্যা, উন্নয়ন, বিচার পদ্ধতি, পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও সভায় নিয়মিতই হতো। সাদ বিন আস মনে করতেন, এতে সৌহার্দ্য-পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। প্রদেশেরও হবে দ্রুত উন্নতি।

কিন্তু সা'বাপন্থীরা এখানেও হৈ-চৈ শুরু করলো। নতুন সংকট সৃষ্টি করার জন্যে হতে লাগলো তৎপর। তারা সভায় এলে দু'জন কি তিনজন আসতো না। আসতো সদলবলে। আর তর্কাতর্কির সামান্য সূত্র পেলেই শুরু করে দিতো চেঁচামেচি। এক রাতে তো সামান্য তর্কাতর্কির কারণে তারা একটি লোককে ঠেলে ফেলে দিলো এবং শাসনকর্তার সামনেই লোকটাকে পেটাতে লাগলো বেদম।

হতভম্ব হয়ে গেলেন কুফা নগরীর শাসনকর্তা! সুন্দর ইচ্ছেগুলোর মৃত্যু হলে কোন লোকই না কষ্ট পায়! কিন্তু খোদ শাসনকর্তার সামনেই নির্বিচারে পেটানোর দৃশ্যটি মন থেকে অনেক কষ্টেও মুছতে পারছিলেন না সাদ বিন আস।

খলীফার কাছে নিজের এই অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন তিনি। হট্টগোলকারীরা যে ইতিমধ্যে ভীষণ শক্তিশালী হয়ে পড়েছে, একথা জানাতেও ভুললেন না।

উত্তরে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর স্বভাবসুলভ শান্ত বিনম্র ভঙ্গিতে লেখা চিঠিতে আদেশ দিলেন, 'হট্টগোলকারীদের সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দাও।' হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এদের শান্ত করতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করলেন।

খলীফার আদেশ পালিত হলো।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর কাছে এদের পাঠানো হলে তিনি খুব ভালো ব্যবহার করতে লাগলেন সবার সঙ্গে। যেন হট্টগোলকারীরা এতদিন কিছুই করেনি! কঠোর শাস্তি প্রদানের বদলে এরকম দয়ার সুযোগ তবু নিলো না অকৃতজ্ঞ সা'বাপন্থীরা। তারা বরং মু'আবিয়ার বিরুদ্ধেই উঠে পড়ে লাগলো।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) তাই খলীফার কাছে লিখলেন, 'এদেরকে পথে আনতে ব্যর্থ হলাম।'



www.pathagar.com

হযরত উসমান (রাঃ) সা'বাপন্থীদের শান্ত করার জন্য এরপর পাঠালেন আবদুর রহমান বিন খালিদকে।

খালিদ ভাগ্যবান মানুষ। তিনি হট্টগোলকারীদের শান্ত করতে সক্ষম হলেন। সা'বাপন্থীরা কথা দিলো যে, ভবিষ্যতে তারা আর কখনো গণ্ডগোল করার চেষ্টা করবে না।

খালিদ হযরত উসমান (রাঃ)-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখলেন—'মনে হচ্ছে এখন সব কিছুই শান্ত। ওরা আর হৈ-চৈ করবে না বলে কথা দিয়েছে।'

উত্তরে খলীফা লিখলেন, 'যদি তাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে সেখান থেকে আপনি আপনার দায়িত্বস্থানে চলে আসুন এবং তাদের কয়েকজন পাঠিয়ে দিন।'



www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন সা'বা এবং তার দলবল আসলে ভাণ করেছিলো। খালিদের আওতা থেকে সরে আসার জন্যেই তারা আপাত সাধুতার আশ্রয় নিয়েছিলো। এতে তাদের লাভ হলো এই যে, সিরিয়ায় বন্দীর মতো আর থাকতে হলো না। খালিদ তাদের মুক্ত করে দিলেন।

সা'বাপন্থীদের আর ফূর্তি ধরে না!

আগেই বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন সা'বা তার অপপ্রচারের কেন্দ্র করেছিলো মিসরকে। কারণ, মিসরেই তার লোকজনের সংখ্যা ছিলো বেশী। সে সমস্ত লোকজন এমন মেরুদণ্ডহীন যে, সা'বার এক কথায় তারা উঠতো, বসতো। তাছাড়া, মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যস্থল ছিলো মিসর। এতে অপপ্রচার তৎপরতা চালাতে সুবিধা হতো বেশী। তৃতীয় সুবিধাটি হচ্ছে শাসনকর্তার তেমন জনপ্রিয়তা ছিলো না। হযরত উসমান (রাঃ) মিসরের শাসনকর্তা আমর বিন আ'সকে সরিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সারাহকে দায়িত্বভার দেন, কিন্তু পূর্বের শাসনকর্তার মতো সারাহ লোকজনের কাছে প্রিয় ছিলেন না। চতুর্থ যে সুযোগটি সা'বাপন্থীরা পেয়েছিলো, তা অনেক দূর তাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। উত্তর আফ্রিকা বিজয় অভিযানে মিসরের শাসনকর্তা এক বছরেরও বেশী সময় ধরে ব্যস্ত থাকায়, তাঁর অনুপস্থিতিতে রাতদিন স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায় সা'বাপন্থীরা। তখন তারা বেপরোয়াভাবে চালিয়েছে তাদের অপপ্রচার কর্ম, পরিকল্পনা করেছে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের। আর কতো দিনে মুসলিম সাম্রাজ্যে কলহ বিবাদ লাগিয়ে তৃতীয় খলীফা তথা সারা জাহানকে টুকরো টুকরো করা যায়, এই স্বপ্নে থেকেছে বিভোর হয়ে।

তাদের এ অলীক স্বপ্নকে আরো রাঙাতে সাহায্য করেছে দুই ব্যক্তি। মিসরে এই দুটি শক্তিশালী হাতকে পেয়ে সা'বাপন্থীরা আরও তৎপর হয়ে ওঠে।



www.pathagar.com

নতুন এ দু'জন সহযোগী নামমাত্র মুসলমান হলেও দারুণ মুনাফেক ও স্বার্থপর ছিলো। এদের একজনের নাম মুহম্মদ বিন হুদাইফা এবং অপর জনের নাম মুহম্মদ বিন আবুবকর (রাঃ)। উভয়েই হযরত উসমান (রাঃ)-এর ওপর ব্যক্তিগত কারণে খাপ্পা ছিলো। দু'জনই তাই অতীত বর্তমান সব ভুলে গিয়ে উন্মাদের মতো হোলি খেলায় যেন মেতে উঠেছিলেন।

মুহম্মদ বিন হুদাইফার মতো অকৃতজ্ঞ লোক আর হয় না। সে ছিল একটি এতীম শিশু। হযরত উসমান (রাঃ) সেই শিশুকাল থেকে বুকে-পিঠে করে তাকে আপন সন্তানের মতো বড় করেছেন। বাপ-মা হারা এই শিশুটিকে সেদিন একটুও আলাদা চোখে দেখেননি। এভাবে খুবই যত্নের ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছে হুদাইফা।

বড় হয়ে সেই লোক কি-না খলীফার কাছে দাবী করে বসে, কোনো না কোনো প্রদেশে তাকে শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করতে হবে।

শাসনকর্তা তো দূরের কথা, একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবেও কোনও দায়িত্ব দিতে হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন নারাজ। কারণ, হুদাইফাকে মোটেও যোগ্য মানুষ বলে তিনি ভাবেননি। তাই সরাসরি হযরত উসমান (রাঃ) সেদিন মুহম্মদ বিন হুদাইফা'র দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এতে সে খলীফার ওপর ভীষণ রেগে যায় এবং তাঁকে উৎখাত করতে হাত মেলায় কুখ্যাত আবদুল্লাহ্ বিন সা'বা ও তার দলবলের সঙ্গে।

হযরত মুহম্মদ বিন আবুবকর (রাঃ)ও ব্যক্তিগত কারণে হযরত উসমান (রাঃ)-এর ওপর ক্রুদ্ধ ছিলো। সে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর পুত্র। প্রথম খলীফার মৃত্যুর পর এই মানুষটি এতীম হয়ে বড়ই অসহায়ভাবে দিন যাপন করছিলো। ব্যক্তিগতভাবে হুদাইফার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো মানুষ ছিলো হযরত মুহম্মদ বিন আবুবকর (রাঃ)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রথম খলীফার পুত্র হিসেবে সেই গুণ আর রাখতে পারেনি সে।

পিতার মৃত্যুর পর রাজস্ব বিভাগ থেকে সে বেশ পরিমাণ অর্থ ধার নেয়। ফেরত দেয়ার সময়সীমা ছিলো দীর্ঘ দিনের। কোনও না কোনও কারণে দ্বিতীয়



www.pathagar.com

খলীফার সময়েও তা ফেরত চায়নি রাজস্ব বিভাগ। মুহম্মদ বিন আবুবকর (রাঃ) এতো দিনের সময় নেয়নি যে, তা দ্বিতীয় খলীফার আমলও পেরিয়ে যেতে পারে। হযরত উসমান (রাঃ) নিয়ম-কানুনের ব্যাপারে ছিলেন দারুণ কর্তব্যনিষ্ঠ। সরকারী বিভাগ থেকে ব্যাপারটি তাঁর দৃষ্টিগোচরে আনলে তিনি হযরত মুহম্মদ বিন আবুবকর (রাঃ)-কে অচিরেই সমস্ত অর্থ শোধ করার আদেশ দিলেন। এতে সে অযৌক্তিকভাবে আহত হয় এবং খলীফার শত্রুদের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলায়।

আবদুল্লাহ্ বিন সা'বা এ দু'জন গুরুত্বপূর্ণ লোককে তার মতলব হাসিলের ব্যাপারে ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে লাগলো। তার লোকজন অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিলো। প্রতিটি শহরে খলীফার বিরুদ্ধে পাঠানো হলো গোপন চিঠি। নানা রকম অলীক কাহিনীতে ভরা সেই সব চিঠিতে থাকতো খলীফার নিন্দা, তাঁকে উৎখাত করার প্রচেষ্টার বর্ণনা।

আরব জাহানের যেসব লোক মনে করতো তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই, অপপ্রচারের ফলে সেই তারাই ভাবতে শুরু করলো যে, সত্যি সত্যি বোধ হয় অন্যান্য প্রদেশে ভীষণ গোলযোগ চলছে। আর এ জন্যে খলীফাই দায়ী বলে তারা ভাবতে লাগলো।

সেইসব দিনগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থাও এতো খারাপ ছিলো যে, এক প্রদেশে পেঁছিতে অনেক দিন লেগে যেতো। যার ফলে জনগণ সত্যিকার খবর ঠিক সময়ে পেতো না। সে জন্যে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়েছিলো। দিনকে দিন মানুষের মধ্যে বাড়ছিলো খলীফার প্রতি গুমোট ভাব। কিন্তু হায়, সরলপ্রাণের খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) মদীনায় বসে এসব খবর ঠিক সময়ে পেতেন না।

আর সা'বাপন্থীরা এই সুযোগগুলোকেই পুরোপুরি ব্যবহার করেছে খলীফার বিরুদ্ধে।



www.pathagar.com

## হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)-এর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির অবসান

আমীর মুআবিয়া (রাঃ) সিরিয়ার শাসনকর্তা। তাঁর শাসনামলে হযরত আবু-জর গিফারী (রাঃ) ছিলেন সিরিয়ায়। আপোষহীন সংগ্রামী এই বর্ষীয়ান মানুষটি সর্বদাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তিনি এক পুঁজীহীন সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর এ স্বপ্নের সংগে ধর্ম এবং তাঁর নিজের জীবনযাপন পদ্ধতি এতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলো যে, এর বিরুদ্ধে তিনি এক পাও এগোননি।

নূরনবী (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবা হযরত আবুজর (রাঃ) বরাবর বলে এসেছেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কথা ; যেখানে কেউ ধনী আর কেউ চির-কালই গরীব থাকবে এমন অসাম্যের স্থান নেই। যেখানে নেই হাতের পাঁচ আঙু-লের পুরানো উদাহরণ ; আল্লাহ্‌র সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রত্যেকেরই রয়েছে সমান অধিকার, সুতরাং সেই মানুষই অপর একটি মানুষের শোষণের শিকার হবে, এ ধারণার উৎপাটন করতে আবুজর ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই তিনি সব সময়ই কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক লোকজনদের শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলতেন এবং আল্লাহ্‌ ও রসূলের আদর্শ অনুসারে একটি সত্যিকার শোষণ-হীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে বলতেন সংগ্রাম করতে।

বলতে দোষ নেই, হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা এ ব্যাপারে দারুণ নীরব ছিলেন। খলীফার সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অনেকেই আখের গোছাতে ছিলেন ব্যস্ত। কেউ কেউ প্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন। কেউ বা জনগণের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে খেলছিলেন ছিনি-মিনি। এমন কি, রাষ্ট্রের খাজনা বাবদ অর্জিত অর্থও কারচুপি করেছেন কেউ কেউ।



www.pathagar.com

হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন।

তিনি বলেন, 'সরকারী অর্থ জনগণের অর্থ।'

সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তিনি বলেন, 'সরকারী অর্থ জনগণের অর্থ।'

বিপ্লবী হযরত আবু জর (রাঃ)-এর প্রতিবাদ করেন, 'না। সরকারী অর্থ জনগণের অর্থ। তাই এ অর্থ জনগণের কল্যাণেই ব্যয় করা উচিত।'

কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এই অর্থ আল্লাহ্‌র অর্থ বলে অভিহিত করে বলেন আল্লাহ্‌র খিদমতগার হিসেবে খলীফার এই অধিকার রয়েছে যে তিনি যে খাতে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন মনে করেন, সেই খাতে এই অর্থ ব্যয় করতে পারবেন।

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত আবু জর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত কোন বিরোধ ছিলো না। একটি মাসআলার ব্যাপারে সিরিয়ার শাসনকর্তার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু এই সুযোগটিও হারাতে চাইলো না আবদুল্লাহ্‌ বিন সা'বা। মুসলমান নামের আড়ালে ধূর্ত এই য়াহুদী সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে এসে হযরত আবু জর (রাঃ)-কে নানাভাবে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করলো।

সে গোপনে দামেস্ক চলে এলো এবং আবু জর (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, বর্তমান খলীফা ও তাঁর শাসনকর্তারা আসলেই ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন! তাই অচিরেই খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য সে আবু জর (রাঃ)-কে উস্কানি দিতে লাগলো।

হযরত আবু জর (রাঃ) কোনো অবস্থাতেই খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি। তাই তিনি আবদুল্লাহ্‌ বিন সা'বাকে উল্টো ধমকে দিলেন।

নিরাশ হয়ে দামেস্ক থেকে চলে গেলেও দমবার পাত্র নয় সা'বা। জোঁকের



www.pathagar.com

মতো স্বভাব তার। সে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো যে, এইবার দ্যাখো। হযরত আবু জর (রাঃ)-এর মতো লোকও খলীফার ওপর বিগড়ে গেছেন। এবার আর যায় কোথা!

হযরত আবু জর (রাঃ) মদীনায় চলে যাবার পর আবদুল্লাহ্ বিন সা'বার ষড়যন্ত্রজাল এতো বিস্তৃত হয়েছিলো যে ততোক্ষণে তা খলীফার কানে পৌঁছতেও বাকি নেই। মিসরের মাটিতে যে ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছিলো, সা'বার সেই অশুভ পরিকল্পনার তাপ ইতিমধ্যে মদীনার মাটিতে গিয়েও পৌঁছেছে। সা'বাপন্থীদের জ্বালায় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর মন এমনিতেই ভালো ছিলো না। তার ওপর কেউ কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বলতে লাগলো যে, ষড়যন্ত্রকারী সা'বার দলের সংগে হযরত আবু জর (রাঃ)-এর গোপন যোগাযোগ থাকা বিচিত্র নয়। স্বাভাবিকভাবে তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

হযরত আবু জর (রাঃ)-এর গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন খলীফার মনের ভাব বুঝতে দেরী করলো না। আর দেরী করা সংগত হবে না ভেবে আবু জর (রাঃ) একদিন সোজা গিয়ে হাজির হলেন খলীফার কাছে।

খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) কি যেন ভাবছিলেন। আবু জর (রাঃ) সালাম দেবার পর কোনো কুশলবার্তা বিনিময় না করেই অভিমানহত কণ্ঠে খলীফাকে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের একজন বলে মনে করেন? আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি এদের একজন তো নই-ই, এদেরকে আমি চিনিও না। বরং এই ধরনের লোক সম্পর্কে আমার ধারণা ; তীর যেমন ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে দূরে ছিটকে পড়ে, ঈমানের গণ্ডী থেকে এরাও তেমনি ছিটকে পড়বে।'

হযরত উসমান (রাঃ) আগের মতোই গম্ভীর ; তাই হযরত আবু জর (রাঃ) আরেকটু এগিয়ে আবেগপূর্ণ গলায় বলতে লাগলেন, 'বিশ্বাস করুন, আপনি যদি আমাকে গাছের ডালেও ঝুলে থাকতে বলেন, আমি বিনা দ্বিধায় আপনার সেই অর্থহীন নির্দেশ পালন করতেই মাথা পেতে অগ্রসর হবো। আপনি যদি আমাকে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দেন, তবে কখনো বসার কথা চিন্তাও করবো না।'



www.pathagar.com

এইটুকু শোনার পর আর স্থির থাকতে পারলেন না হযরত উসমান (রাঃ)। দ্রুত এগিয়ে তাঁর হাত ধরে পাশে এনে বসালেন। অনেকক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হলো। গুমোট ভাব কেটে গেলো।

সেদিন তাঁদের মধ্যে কি কি আলাপ হয়েছিলো, তা আজ জানার উপায় নেই। কারণ, দু'জন ছাড়া সেদিন তাঁদের মধ্যে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তবে অনুমান করা হয়, তাঁরা সেদিন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সম্বন্ধেই আলোচনা করেছিলেন।

খলীফার সংগে দীর্ঘক্ষণ কাটাবার পর কেউ কেউ হযরত আবু জর (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি উসমান (রাঃ)-এর প্রতি অনুগত। তিনি খলীফাতুল মুসলেমীন। তিনি যদি আমাকে সুদূর আদান কিংবা সানাতেও চলে যেতে বলেন, আমি বিনা দ্বিধায় চলে যাবো।'



www.pathagar.com

## শাসনামলের কিছু দিক

তবে একথা সত্যি যে, হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে এমন কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছিলো, যার জের টানতে অনেক কষ্ট হয়েছে খলীফার। আব-দুল্লাহ্ বিন সা'বার অপপ্রচারের বাইরে বেশ কিছু গুরুতর ত্রুটি শোধরাতে খলীফা সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি; তাঁর খেয়ালী মন তা এড়িয়ে গেছে। যে জন্যে সা'বাপন্থীরা আরও বেশী সুযোগ গ্রহণ করেছিলো।

খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে কেউ তাঁর দেশের বাইরে সম্পত্তি করতে পারেনি। এটা আইন ছিলো। একদিন তাঁর এক শাসনকর্তা জন্মভূমির বাইরে কিছু জমিজমা কিনবার জন্যে হযরত উমর (রাঃ)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। উত্তরে হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন, 'না। নিজের জন্মভূমি মদীনাতেই আপনার একটি বাড়ি রয়েছে। একটি বাড়ি থাকতে আপনার আরেকটি বাড়ির প্রয়োজন আছে বলে তো দেখি না।'

**হযরত উমর (রাঃ) আইন করেছিলেন যে, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ লোক** তথা সাহাবীদের পরিবার-পরিজনকে কেন্দ্রীয় স্থানেই থাকতে হবে। মদীনায় যিনি আছেন, পরিবার শুদ্ধ তাঁকে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না, তেমনি যিনি **পরিবারসহ মক্কায় আছেন, তিনি পরিবার নিয়ে যেতে পারবেন না অন্য কোথাও।**

কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে এই আইন পালিত হয়নি। তিনি সকল মুসলমানকেই যেখানে যার ইচ্ছা সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং জায়গা-জমি কেনার ব্যাপারে কারও ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো না।

এই ব্যবস্থার ফলে কুরায়শদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলি নানা শহরে



www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়েছিলো। তারা শহরগুলিতে গিয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের অনেক সুযোগ পায়। বিস্তর জায়গা-জমি কেনে। প্রচুর অর্থকড়ির মালিক হয়ে বসে।

বনি উমাইয়া ও বনি হাশিম গোত্রের মধ্যে ছিলো দীর্ঘদিনের রেষারেষি। প্রথম দুই খলীফা এই দু'গোত্রের কোনোটির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব করেননি। কিন্তু ঘটনাচক্রে বনি উমাইয়া গোত্রের খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজনই হয়েছেন সরকারী কর্মকর্তা। ফলে বনি হাশিম ও অন্যান্য গোত্রগুলির মধ্যে চাপা রেষারেষি আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাছাড়া বৃদ্ধ খলীফা বয়েসের চাপে খুব নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন তাঁরই এক আত্মীয় মারওয়ানের ওপর, যে ছিলো খুব চতুর এবং জনগণ যার ওপর ছিলো অসন্তুষ্ট।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার এতোদূরে হয়েছিলো যে, দেশ জয়ের আর তেমন সুযোগ ছিলো না। তাই অবসরভোগী সেনারা তখন রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলো। যারা যুদ্ধে ছিলো ব্যস্ত, তারাই তখন রাজনীতির প্রতি মনোযোগ দেয়ায় খিলাফতে বেশ গোলযোগ দেখা দেয়।

কুফা, বসরা, মিসর ও সিরিয়া ছিলো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। তাই দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এসব জায়গায় শাসনকর্তা হিসেবে তেমন লোকদেরই পাঠিয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন মহানবী (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা। ইসলামের সূচনা থেকে যাঁরা বিভিন্ন যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ, পারদর্শী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় জ্ঞানে ছিলেন পরিপূর্ণ। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এসব জায়গায় তাঁর সরলপ্রাণের বিবেচনায় যাঁদের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা জনগণের সঙ্গে ব্যবহার করতেন প্রভুর মতো। জনগণের সেবক নয়, শাসনকর্তা— এই বিজাতীয় ধারণাও পোষণ করতেন কেউ কেউ। যার ফলে জনগণের সঙ্গে শাসনকর্তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যায়।

আর তারা এজন্যে দায়ী করতে থাকে খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-কে। বলা বাহুল্য, সাবা এসব সুযোগ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলো।



www.pathagar.com

## আমর বিন ইয়াসিরের বিশ্বাসঘাতকতা

য়াহুদী আবদুল্লাহ্ বিন সা'বা এখন আরও সক্রিয়। সে এবং তার দলবল এখন আর রেখে-ঢেকে কিছু বলে না। যে দলটি কিছুদিন আগেও 'গোপন সমাজ' বলে পরিচিত ছিলো, তারা এখন প্রকাশ্যেই তাদের অপপ্রচার চালিয়ে যায়। পরোয়া করে না তারা, কাউকে একটুও ডরায় না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা এমনই নির্ভয়!

সে ঢেউ এসে পড়লো মদীনায়ও ; বিশিষ্ট সাহাবীরা খলীফাকে অনুরোধ করতে লাগলেন, এ ব্যাপারে শিগগীর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। হযরত উসমান (রাঃ) রাজী হলেন। তিনি সকল শাসনকর্তাকে লিখে পাঠালেন মদীনায় চলে আসতে।

হিযরী ৩৪ সন। প্রায় দশ বছর আগে খিলাফত লাভের আগে এরকম বৈঠক বসেছিলো। আর আজ, তারই খিলাফতে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে হযরত উসমান (রাঃ) বসেছেন মজলিসে।

সবাই বসে আছেন চুপ করে। শাসনকর্তা সকলেই উপস্থিত। সাহাবাদের মধ্যেও অনেকে এসেছেন।

হযরত উসমান (রাঃ) শাসনকর্তাদের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন, 'চারদিককার এতো অশান্তির কারণ কি?'

ঃ এসব করছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা।' তাঁরা উত্তর দিলেন। 'ওরা খলীফা ও তাঁর শাসনকর্তাদের সরিয়ে দিতে চাইছে। অর্থাৎ ওরা উৎখাত করতে চাইছে সরকারকে।'



www.pathagar.com

হযরত উসমান (রাঃ) জানতে চাইলেন, 'কিভাবে এদের দমন করা যায়?'

একেকজন একেক অভিমত পেশ করলেন। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হট্টগোলকারীদের দমন করতে হলে অস্ত্র ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। কঠোর হাতে এদের দমন করতে হবে। এ ব্যাপারে সকলেই স্থির।

কিন্তু নরম হৃদয়ের মানুষ হযরত উসমান (রাঃ) তাতে রাজী হলেন না। তিনি সকল শাসনকর্তা ও উপস্থিত সাহাবাদের উদ্দেশে বললেন, 'আমি আপনাদের সব অভিমতই শুনেছি। আমার ভয় হচ্ছে, নবীর বর্ণিত সেই দুঃসময়ই বুঝি এখন এসেছে সামনে। যদি তাই হয়, তবে আমি আমার দয়া ও ক্ষমাযুক্ত আদর্শের মাধ্যমে এই দুঃসময়ের দরোজা বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবো। আমি আমার কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে, জনগণের মঙ্গলের জন্য কোনো কাজ করতে আমি এখনো এতটুকু শিথিল নই। আমি যখন ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র কাছে যাবোই, তখন কোনো অপবাদ নিয়ে যেতে রাজী নই। নিশ্চিত অনুভব করতে পারছি এখন, সেই দুঃসময়ই বুঝি এসেছে। দুঃসময়কে সুসময়ে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি উসমানকে প্রাণ দিতে হয়, তোমরা তাঁকে অভিশাপ দিও না, তাঁর জন্য দোয়া করো।'

হযরত উসমান (রাঃ)-এর এ ভাষণের পর বৈঠক শেষ হয়ে গেলো। খলীফা শাসনকর্তাদের চলে যাবার অনুমতি দিলেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন, 'হে বিশ্বাসীদের নেতা। আপনার থাকার জন্যে মদীনাকে আমার যথেষ্ট বিপদমুক্ত বলে মনে হয় না। তার চেয়ে আপনি বরং আমার সঙ্গে সিরিয়ায় চলুন। আমার মনে হয়, সিরিয়াই আপনার জন্যে এখন উত্তম জায়গা।'

হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, 'যদি কেউ আমার হাতও কেটে দেয়, তবু আমি মদীনা ত্যাগ করবো না। মহানবী (সাঃ)-এর প্রিয় ভূমি হাজার কিছুর বিনিময়েও আমি ছেড়ে যেতে পারবো না।'

: তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি সিরিয়া থেকে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিই।' হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বললেন। 'তারা আপনার প্রহরী হিসেবে থাকবে।'



www.pathagar.com

ঃ না, হযরত উসমান (রাঃ) বললেন। 'মহানবী (সাঃ)-এর প্রিয় ভূমিতে মদীনার জনগণ বিশৃঙ্খলার আভাস পাক, তা আমি চাই না।'

মুঁআবিয়া (রাঃ) চলে গেলেন। খলীফা চারজন লোককে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠালেন, এবং ফিরে এসে ঐ সমস্ত প্রদেশগুলিতে সা'বাপন্থীরা কেমন সক্রিয় ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত খবর দেবার আদেশ দিলেন।

তিনজন ফিরে এসে বললেন যে, প্রদেশগুলির অবস্থা এখন স্বাভাবিক। সা'বাপন্থীরা চুপচাপ। কিন্তু আমর বিন ইয়াসির যাকে মিসরে পাঠানো হয়েছিলো, তিনি আর ফিরে এলেন না। মিসরের শাসনকর্তা খলীফার কাছে লিখলেন, আমর বিন ইয়াসির কুখ্যাত সা'বাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।



www.pathagar.com

এদিকে মজলিস নিয়ে খলীফা যখন ব্যস্ত ছিলেন, গোলযোগকারীরা তখন নিজেদের আরও গুছিয়ে নিয়েছে। পাওয়া গেছে অঢেল সময় এবং সুযোগ ; তাদের ষড়যন্ত্রের জাল তাই হয়েছে আরও বিস্তৃত।

শাসনকর্তারা মজলিস শেষে যখন যে যার প্রদেশে ফিরছিলেন, তখন গোলযোগকারীরা তাদের উত্যক্ত করে তোলে। কুফার শাসনকর্তা তো মদীনা থেকে ফিরে আর তাঁর দায়িত্ব পদে বসতেই পারলেন না। সা'বার লোকজনরা দাবী করে বসলো, তারা কুফার শাসনকর্তা হিসেবে তাঁকে চায় না। তারা শাসনকর্তা হিসেবে চায় আবু মুসা আশহারীকে।

হযরত উসমান (রাঃ) এবারও তাদের ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদের দাবী অনুসারে আবু মুসাকে কুফার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করলেন।

কিন্তু সা'বাপন্থীরা তবু গোলযোগ করা থেকে একটুও বিরত হলো না। তারা খলীফার এই দাবী মানার ব্যাপারটিকে ধরে নিলো দুর্বলতা বলে। সুতরাং ওরা যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতে লাগলো।

গোলযোগকারীরা এবার তাদের লক্ষ্যস্থল হিসেবে স্থির করলো মদীনাকে। প্রতিটি প্রদেশের গোলযোগকারীদের নেতাকে আসতে বলা হলো মদীনায়। রাজধানীতে বসে তারা স্থির করবে, খলীফাকে উৎখাত করতে আর কি কি করা দরকার। ভবিষ্যতেও কি শুধু প্রচার চালিয়ে যাবে? না, উৎখাত করার জন্যে বল প্রয়োগ করবে? যুদ্ধ করবে!

মদীনার অদূরেই প্রাদেশিক নেতাগণ মিলিত হলো। হযরত উসমান (রাঃ)-ও দের বৈঠক থেকে যাবতীয় খবরা-খবর সংগ্রহ করতে।
তাদের আগমনের খবর পেলেন। তিনি দু'জন লোক পাঠালেন, গোলযোগকারী-



www.pathagar.com

ঠিক সময়ে খবর নিয়ে ফিরে এলো লোক দু'জন। অনেক তথ্যই তারা জানালো। কুখ্যাত সা'বার প্রাদেশিক নেতাগণ আরও জটিল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং লোকজনদের বলে বেড়াচ্ছে, আমরা তো মদীনায় এসেছিলাম খলীফার কাছে কিছু অভিযোগ করতে, কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন! তিনি আমাদের কোনো অভিযোগই শুনতে চান না!

খলীফা সবই শুনলেন। গোলযোগকারীরা এখন শক্তি সঞ্চয় করেছে, তা বুঝতেও বাকি রইলো না তাঁর। কিন্তু তিনি কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না। কেবল বিশিষ্ট ক'জন সাহাবাকে সমস্তই খুলে বললেন। প্রায় সবাই পরামর্শ দিলেন, রাষ্ট্রীয় কারণে এদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত।

কিন্তু নরম ও সরলপ্রাণের হযরত উসমান(রাঃ)তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া আমি হত্যার আদেশ দিতে পারি না। এই লোকগুলো সম্পর্কে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে। আমি এর অবসান ঘটাবো। ক্ষমা ও দয়ার মাধ্যমে আমি তাদের সঠিক পথে আনার জন্যে চেষ্টা করে যাবো। যদি দয়া প্রদর্শনে কোন কাজ না হয়, তবে আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেবো।'



www.pathagar.com

এর বেশ কিছুদিন পর মদীনার সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বিশিষ্ট সাহাবা এবং যতদূর সম্ভব, গোলযোগকারীদের প্রাদেশিক নেতাগণকেও ডেকে পাঠালেন খলীফা।

তৃতীয় খলীফার আমলে রাষ্ট্রীয় কারণে এই বোধ হয় প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই সভার মাধ্যমে হযরত উসমান (রাঃ) চেয়েছিলেন সকল ভুল বোঝা-বুঝি দূর হোক। হোক সকল ভুল-ভ্রান্তির অবসান।

সভায় তিনি ভাষণ দানকালে বললেন, 'বলা হয়ে থাকে আমি নাকি কয়েকটি চারণভূমি সরকারী ব্যবহারের জন্যে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহ্‌র শপথ, যে সমস্ত চারণভূমি ইতিপূর্বে সংরক্ষণ করা হয়নি, আমিও তা করিনি। কিছু চারণভূমি অবশ্য রয়েছে, যা সরকারের সম্পত্তি, কিন্তু প্রত্যেকের জন্যেই ঐসব চারণভূমি খোলা রয়েছে। যে কেউ সেখানে তার গবাদিপশু চরাতে পারেন কেবল তারাই ওখানে গবাদিপশু চরাতে পারবে না, যারা নির্দিষ্ট সময়সীমা বাড়ানোর জন্যে ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে থাকে বা দেয়। ঐ চারণভূমি ব্যবহার করার জন্যে আমার মাত্র দুটি উট রয়েছে। উট দুটি হজ্জের সময় আমার কাজে লাগে। আপনারা তো জানেন, খলীফা হওয়ার আগে সারা আরবে আমার চাইতে বেশী উট কারো ছিলো না।

'আপনারা জানেন, আমি রাষ্ট্রের সকল অংশে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি পাঠিয়েছি। এই মহাগ্রন্থকে যাঁরা অসামান্য শ্রদ্ধা ও মান্য করে চলেন, তাঁরা তো জানেন, আল্লাহ্‌র প্রেরিত এই মহাগ্রন্থ কী শ্রমেই না নূরনবী (সাঃ)-এর চোখের সামনে তাঁর সাহাবীরা দিনরাত খেটে অনুলিপি করেছিলেন। তাঁরা



www.pathagar.com

আজও বেঁচে আছেন। তাঁদের সংকলিত অনুলিপিই আমি সকল স্থানে পাঠিয়েছি।

'বলা হয়েছে, সরকারী কর্মকর্তার পদে আমি কমবয়েসী যুবাদের নিয়োগ করেছি। বয়স তো কোনো বিষয় নয়, আমি তাদের চরিত্র ও সামর্থ্য দেখে পছন্দ করেছি, তাই তাদের নিয়োগ করেছি। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, আমার নিয়োগকৃত কর্মচারীরা সৎ এবং সামর্থ্যবান নয়। কম বয়স তো অযোগ্যতার মাপকাঠি নয়। নূরনবী (সাঃ) সেনাধ্যক্ষ হিসেবে উসামাকে দায়িত্বভার দিয়েছিলেন, এ যাবত আমি যতো জন কমবয়েসীকে নিয়োগ করেছি, উসামার বয়েস ছিলো তাদের চাইতেও কম।

'বলা হয়েছে, উত্তর আফ্রিকা থেকে সমস্ত লব্ধ অর্থ আমি পুরস্কার হিসেবে মিসরের শাসনকর্তাকে দান করে দিয়েছি। আসল ঘটনা হলো, পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র আমি তাঁকে দিয়েছি এবং বাকি চার ভাগই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রয়েছে। এ ধরনের পুরস্কার দেয়ার ঘটনা আমার পূর্বেও ঘটেছে। যাই হোক, তবু আমি যখন জানতে পারলাম যে, জনগণ এতে আহত হয়েছে, তখুনি আমি তা শাসনকর্তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে এসেছি।

'কেউ কেউ বলেন, আমি নাকি আমার আত্মীয়-স্বজনদের খুব ভালোবাসি এবং তাদের অর্থকড়িও দান করে থাকি। আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসা পাপ নয়। তবে এই ভালোবাসা থেকে আমি এমন কিছু করিনি, যা জনগণের প্রতি অবিচার স্বরূপ। আমি তাদের পুরস্কার হিসেবে কিছু দান করলেও জনগণের অর্থ থেকে করিনি। যদি কেউ এ ধরনের দান পুরস্কার হিসেবেই পেয়ে থাকেন, মনে রাখবেন, তা ছিলো তার প্রাপ্য। আর ব্যক্তিগতভাবে কোনো আত্মীয়কে আমি আমারই নিজের পকেট থেকে দান করেছি। খলীফা হওয়ার আগেও তাদেরকে আমি নানাভাবে সাহায্য করে এসেছি। এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি এবং বেশী দিন আর বাঁচার আশা আমার নেই, তাই আমার ইচ্ছা নেই যে সঙ্গে কিছু রাখি কিংবা রেখে দিই। জনগণের অর্থ থেকে কোনো আত্মীয়কে কিছু দান করার কথা আমি কখনো ভাবিওনি। তাছাড়া আমি নিজেও জীবিকা নির্বাহ বাবদ সামান্য অর্থ ছাড়া জনগণের অর্থ ব্যয় করি না। প্রতিটি প্রদেশের খাজনা বাবদ আয়কৃত অর্থ সেই প্রদেশেই জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হয়েছে এবং হচ্ছে। মদীনার সরকারী কোষাগারে ঐ অর্থের কিছুই জমা


www.pathagar.com

হয়নি, কেবলমাত্র আফ্রিকা থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা হয়েছে। এই অর্থ জনগণের কল্যাণেই সময় মতো খরচ করা হবে।

'বলা হয়, আমি নাকি আমার বন্ধুদের জমিজিরাত দান করে দিয়েছি। এ কথা সত্যি নয়। যুদ্ধ অভিযাত্রীদের সঙ্গে মদীনা থেকে বহু লোক নানাস্থানে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজিত স্থানে থেকে গেছেন স্থায়ীভাবে, কেউবা ফিরে এসেছেন মদীনায়। যারা স্থায়ীভাবে বাস করার ইচ্ছায় ঐ সব স্থানে ছিলেন, তাদের সব জমিজিরাত আমি বিক্রী করে দিয়েছি এবং অর্জিত অর্থ আবার ফিরিয়ে দিয়েছি মালিকদের কাছে।'

দীর্ঘ ভাষণ শেষ করার পর হযরত উসমান (রাঃ) উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যা বলেছি, তা কী সত্য নয়?'

উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সত্য সত্য।'

এতে সবার কাছেই খোলাসা হয়ে গেলো যে, এতোদিন আবদুল্লাহ বিন সাবা এবং তার দলবল যা বলে এসেছে, তা ছিলো নিছকই অপপ্রচার। খলীফার ওপর তারা মিথ্যে অপবাদ এনেছিলো ; তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে জনগণ ও খলীফার মধ্যে তারা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতে চেয়েছিলো। চেয়েছিলো একটি শক্ত দেয়াল তৈরী করতে। কিন্তু খলীফার ভাষণে জনগণের মনের মধ্য থেকে সব গুমোট ভাব দূর হয়ে গেলো। দূর হলো সকল মান অভিমান। সকল কালিমা।

তবু গোলোযোগকারীদের কিভাবে দমন করা যায়, এ ব্যাপারে সঠিক পথ বাৎলে দিতে পারলেন না কেউ। সমস্যার সমাধানের জন্য কেউ কোনো পরামর্শও দিলেন না। কেউ এগিয়ে এলেন না সামনে। সমস্যা সমস্যা হিসেবেই থেকে গেলো।



www.pathagar.com

## গোলযোগকারী নেতাদের প্রত্যাবর্তন

মদীনা থেকে গোলযোগকারীদের কেন্দ্রীয় নেতারা ফিরে গেলো স্ব-স্ব স্থানে। ফিরে গিয়ে তারা জনগণকে বললো যে, খলীফার ওপর যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিলো, তা একটিও তিনি জোর গলায় খণ্ডন করতে পারেননি। সা'বাপন্থীরা একথা বলতেও ভুললো না যে, পরবর্তী হজ্জের সময়ই খলীফা উৎখাত হতে যাচ্ছেন।

ধীরে ধীরে চলে গেলো আরো কয়েকটি দিন। সা'বাপন্থীরা ইতিমধ্যে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

আসন্ন হজ্জের মৌসুম উপলক্ষে বসরা, কুফা ও মিসর থেকে শক্তিশালী লোকদের বেছে তারা মক্কায় পাঠাবে বলে স্থির করলো। লোকগুলি হজ্জ সমাপন করার ভাণ করে প্রথমে মক্কায় যাবে, তারপর সদলবলে এগিয়ে যাবে মদীনার দিকে।

এসব পরিকল্পনা হযরত উসমান (রাঃ)-এর কানে অনেক আগেই পৌঁছেছিলো। কিন্তু তিনি কিছুতেই চাননি যে, এদের দমন করতে সেনাবাহিনী পাঠাতে। কিংবা কোনো শক্তি প্রয়োগ করতে। শান্তিপ্রিয় হযরত উসমান (রাঃ) বরাবরই চেয়েছেন, সমস্ত বিশৃঙ্খলার অবসান হোক শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মাধ্যমে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ভালোবাসা দিয়েই জয়ী হবেন তিনি। কবির কথায়—

> 'ও ভাই, ভয়কে মোরা জয় করিব হেসে—
> গোলাগুলির গোলাতে নয় গভীর ভালোবেসে।'



www.pathagar.com

হিযরী ৩৫ সনের শাওয়াল মাস।

গোলোযোগকারীরা বসরা, কুফা ও মিসর থেকে ধীরে ধীরে জমায়েত হতে লাগলো। ছোট ছোট দলগুলি ক্রমশ হতে লাগলো জোরদার। প্রতিটি প্রদেশ থেকে গোলযোগকারীরা এক হাজারেরও বেশী সদস্য নিয়ে রওয়ানা হলো মদিনা অভিমুখে। তারা মদীনা থেকে এক মাইল দূরে এসে চুপ করে রইলো। য়াহুদী আবদুল্লাহ বিন সা'বা তাদের নেতা। ধূর্ত সা'বা কখন কি আদেশ দেয়, তার আপেক্ষা করতে লাগলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দলগুলি।

দলের কোনো কোনো মিসরবাসী আবার হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) তাদের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন বসরাবাসী-দের কেউ কেউ গেলো হযরত তালহা (রাঃ)-এর কাছে। তাঁর কাছেও ওরা একই প্রস্তাব দিলো। কিন্তু এখানেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো ওরা। উপায়ান্তর না দেখে মরীয়া দল ছুটলো হযরত জুবায়ের (রাঃ)-এর কাছে। হযরত জুবায়ের (রাঃ) তাদের রীতিমত ধমকে দিলেন।

এদিকে, হযরত উসমান (রাঃ) দেখলেন সামনে আর কোনো পথ নেই। তাঁর শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবু আশা ছাড়লেন না তিনি। তবে তখনো শক্তি প্রয়োগ না করে তিনি তাদের পথে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধ কানেও তুললো না সা'বাপন্থীরা।

এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, তা আলোচনার জন্য হযরত উসমান (রাঃ) ছুটে গেলেন হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে। হযরত আলী (রাঃ)-কে অনুরোধ করলেন, যেন তিনি গোলোযোগকারীদের শান্ত করতে তাঁর প্রভাব খাটান।



www.pathagar.com

হযরত আলী (রাঃ)-এর মন-মেজাজ তখন ভালো ছিলো না।

তিনি বললেন, 'এর আগেও তো আপনাকে বলেছিলাম আত্মীয়-স্বজনদের কথামতো চলবেন না। কিন্তু আপনি তাতে কান না দিয়ে শুনেছেন মারওয়ান হযরত মুআবিয়া (রাঃ), ইবনে আমর (রাঃ) ইবনে আবু সারাহ এবং সাইদ বিন আস' (রাঃ)-এর কথা। এখন আমি কী করে এসব গোলযোগ-কারীদের সামলাই?'

হযরত উসমান (রাঃ) কথা দিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এদের কথা শুনবেন না। বরং আলী (রাঃ)-এর পরামর্শ মতো চলার চেষ্টা করবেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'খুব ভালো হবে যদি আপনি কথাগুলো জনসমক্ষে মসজিদে বলেন। এতে জনগণের পুরনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে যাবে এবং তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, খলীফার নীতি সম্পর্কে এতোদিন তারা ভুল কথাই শুনে এসেছে। আর এতে গোলযোগকারীদের হট্টগোল করার সকল সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।'

হযরত আলী (রাঃ)-এর পরামর্শ মতো খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) তা-ই করলেন।

মসজিদে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যদি কোনো ভুল করে থাকি, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। আমি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, আমাকে সঠিক পরামর্শ দিন। আল্লাহ্র শপথ, সত্যের জন্যে একজন ক্রীতদাসের পরামর্শও পালন করতে আমি প্রস্তুত রয়েছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাদের ইচ্ছাই আমি পূরণ করবো। আর কখনো মারওয়ান বা তাঁর সঙ্গীদের কোনো কথা আমি শুনবো না।'

ভাষণ শেষ করার পর খলীফার দু'চোখ বেয়ে ঝরতে লাগলো পানি। নরম হৃদয়ের মানুষটির সমস্ত শোক যেন সেদিন অশ্রুর প্লাবনে গলে গলে পড়ছিলো। তাঁর এই অবস্থা দেখে উপস্থিত অনেকেই কাঁদতে লাগলেন।

হযরত উসমান (রাঃ) তারপর গেলেন মিসরবাসীদের কাছে। তাদের আশ্বাস দিলেন, সব অভিযোগগুলোই খতিয়ে দেখা হবে এবং দরকার হলে তিনি নিজে তাদের কল্যাণের জন্য যাবতীয় কাজকর্ম করবেন।



www.pathagar.com

এতে মিসরবাসীরা খুব খুশী হয়ে গেলো। বসরা ও কুফার লোকজনও সন্তুষ্ট হলো এবং দেশের পথে ফেরার জন্যে গ্রহণ করলো উদ্যোগ।

আর কোন মান-অভিমানের চিহ্ন রইলো না। অশান্তির ঝড় থেমে গেলো। মনে হলো সা'বাপন্থীরা যেন সত্যি সত্যি আর কিছু করবে না।



www.pathagar.com

## কিছুদিন চারদিক নিশ্চুপ

মদীনার সকল বাসিন্দাই ভাবলেন, বুঝি সব গোলযোগের অবসান হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই।

কিন্তু দু'একদিনের জন্যে তা থামলেও সা'বাপন্থীদের অন্তর থেকে মুছে যায়নি কালিমা। যারা গোলযোগ করার ইচ্ছা নিয়েই পথে নেমেছে, তাদের ঘরে ফেরানো সহজ কথা নয়।

তারা মদীনার আশে-পাশেই রইলো। কেউ বা নিজ বাসভূমি থেকে আবার ফিরে এলো মদীনায়। সুযোগ পেলেই তারা চলে আসে শহরে। নিরিবিলি বা আশে-পাশে লোকজন না থাকলে তারা স্বয়ং খলীফার বাড়ির কাছে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে, 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই।' কখনো বা দল বেঁধে কোথাও যেতে যেতে হঠাৎ মদীনার আকাশ প্রকম্পিত করে গোলযোগ-কারীরা তীব্র চীৎকার দেয়, 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ...।'

হযরত আলী (রাঃ)-এর তা আর সহ্য হলো না। খলীফাকে এতো উত্যক্ত করা কেন! একদিন তিনি মিসরবাসীদের কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা ফিরে এলে কেন?'

হযরত আলী (রাঃ)-কে অবাক করে দিয়ে সা'বাপন্থীদেরই লোক মিসরবাসীরা বললো, 'আপনি আশ্বাস দিয়েছেন তাই!' বলে একটু থেমে তারা খুলে বললো বিস্তারিত সব। 'আমরা তো সব অভিযোগ প্রত্যাহারই করেছিলাম। কিন্তু ফিরে যাবার সময় আমরা দেখলাম, একজন দূত খুব দ্রুত কি জানি এক খবর নিয়ে ছুটছে। লোকটাকে থামিয়ে আমরা তার শরীরে তল্লাশী চালালাম। আমরা অবাক হয়ে গেলাম, যখন লোকটার কাছে একটি চিঠি



www.pathagar.com

পেলাম। কী আশ্চর্য, সে চিঠিতে খলীফা তাঁর শাসনকর্তাকে আদেশ দিয়েছেন, হয়। ...এই দেখুন সেই চিঠি।' বলে তারা হযরত আলী (রাঃ)-কে সেই চিঠি আমাদের যেন অচিরেই হত্যা করা হয়। ফেরামাত্রই যেন সকলকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া দেখালো। 'দেখুন, এতে খলীফার সীলমোহর রয়েছে। এইটুকুই কি বিশ্বাস করার জন্যে যথেষ্ট নয়? খলীফাকে এ জন্যে অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতে হবে।'

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'কিন্তু তোমরা কেন ফিরে এলে তা তো বললে না?' কথাগুলি হযরত আলী (রাঃ) এবার জিজ্ঞেস করলেন কূফা ও বসরাবাসীদের।

তারা বললো, 'আমরা আমাদের মিসরীয় ভাইদের সাহায্য করতে এসেছি।'

হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তোমাদের দেশ তো এখান থেকে বেশ দূরে। তোমরা এখান থেকে ফিরে গিয়ে আবার এখানে এসে কী করে জানলে যে, হত্যাদেশ দেয়া এরকম একটি চিঠি পাওয়া গেছে?'

এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলো না তারা।

হযরত আলী (রাঃ) সমস্ত অভিসন্ধিই টের পেয়ে গেলেন। বললেন, 'এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, তোমাদের এ সমস্ত ব্যাপার ষড়যন্ত্রমূলক এবং বানোয়াট। তোমরা এগুলি বানিয়ে খলীফাকে হয়রানি করার একটা বাঁকা পথ নিয়েছো।'

ঃ আপনি যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন।' গোলযোগকারীরা সমস্বরে বলে উঠলো। 'কিন্তু আমরা আর হযরত উসমান (রাঃ)-কে খলীফা হিসেবে চাই না। আল্লাহ্‌র আইন অনুযায়ী তাঁকে অপসারণ করা আমাদের জন্যে কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এমন কি আপনার জন্যেও, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন না?'

ঃ আল্লাহ্‌র শপথ। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে কিছু করতে চাই না, করবোও না।'

ঃ তাহলে আপনি কেন আমাদের কাছে চিঠি লিখেছিলেন?

ঃ কিসের চিঠি! হযরত আলী (রাঃ) একেবারে হতভম্ব। 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোনো ব্যাপারে কখনো তোমাদের কাছে চিঠি লিখিনি।'

হযরত আলী (রাঃ) যাচ্ছিলেন মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরের একটি জায়গায়। ইতিমধ্যে তাঁর আলাপ হয় গোলযোগকারীদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি



www.pathagar.com

দেখলেন, তাঁকেও জড়িয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে ওরা। তাই তিনি আর বেশী আলাপ করা সঙ্গত হবে না ভেবে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হলেন।

গোলযোগকারীরা এবার গেলো খলীফার কাছে। খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-কে তারা সেই রহস্যপূর্ণ চিঠিটি দেখিয়ে বললো, 'আপনি কি এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেননি? আমাদের হত্যা করার নির্দেশ দেননি আপনি?'

ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি এই চিঠির ব্যাপারে কিছুই জানি না।' হযরত উসমান (রাঃ) বললেন।

গোলযোগকারীরা বললো, 'যাই হোক। খিলাফত চালিয়ে যাবার মতো আপনি যে উপযুক্ত নন, এটা তো বোঝা গেছে। আপনি যদি এই চিঠি লিখে থাকেন, তবে স্পষ্টতই বোঝা যায় আপনি অনুপযুক্ত। আর যদি অন্য কেউ এটা লিখে থাকে এবং তা যদি আপনি না জেনে থাকেন, তা হলেও আপনার উপযুক্ততা প্রমাণিত হয় না। ধরুন এমন কোনো একটি আদেশ পাঠানো হলো, যার সম্পর্কে আপনি একটুও জানেন না, তবে কি ঐ না জানার জন্যে লোকে আপনাকে উপযুক্ত বলবে! আপনার আর খিলাফত চালিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। খলীফা পদ থেকে আপনি সরে দাঁড়ান, আমরা এই দাবী করছি।'

তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন খলীফা। হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, 'আমার দুটি হাত থাকতে আমি পদত্যাগ করবো না। এই পদে আমি আইন অনুসারেই বসেছি। আল্লাহ্‌র দেয়া এ কর্তব্য পালনে এ মহান পথ আমি ছাড়বো না।'

গোলযোগকারীরা দেখলো যে হযরত উসমান (রাঃ) সহজে খিলাফত ছাড়বেন না, তাই ওরা এবার অন্য পথ ধরলো।

এতোদিন কুট মতলব হাসিলের জন্যে ওরা যে শক্তি সঞ্চয় করেছিলো, তারই সদ্ব্যবহার শুরু করে দিলো। হজ্জের মৌসুম মদীনায় লোকজন বলতে কেউ নেই। বিশিষ্ট সাহাবা ও লোকজন প্রায় সবাই চলে গেছেন মক্কায়। এই সুযোগে গোলযোগকারীরা খলীফার বাড়ি ঘেরাও করে ফেললো। তারা খলীফাকে অপ-



www.pathagar.com

সারিত করবে এই শপথ নিয়েছে। আর যতোদিন পর্যন্ত না তিনি পদত্যাগ করবেন, ততোদিন তাঁর বাড়ি অবরোধ করে রাখবে, এই হচ্ছে ওদের পরিকল্পনা।

একদিন, দু'দিন করে ৪০টি দিন এভাবে পার হয়ে গেলো।



www.pathagar.com

## খলীফার সঙ্গীগণের প্রস্তুতি

এই অবস্থায় উমাইয়া গোত্রের কিছু সংখ্যক সাহসী লোক খলীফাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন। মুহাজের যুবকদের কিছু সংখ্যক লোকও তাঁদের সঙ্গে শরিক হলেন। তাঁরা সকলে দলবদ্ধ হয়ে ঢুকলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর ঘরে। এঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ)-এর দুই পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হোসেন (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা (রাঃ) ছিলেন।

হযরত উসমান (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের (রাঃ)-কে তাঁদের আমির নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাঁদের লড়াই না করার জন্যে কড়া আদেশ দিলেন তিনি।

পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোরালো হতে লাগলো। খলীফার ঘরে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও মারওয়ান এবং পরিবারের আরও কয়েকজন আগে থেকেই ছিলেন। তাঁরা ঘর থেকে বেরুবার সাহস ফেললেন হারিয়ে। বাইরে থেকেও খলীফার ঘরে আসা অনেকেই বন্ধ করে দিলো।



www.pathagar.com

অবরোধের কিছুদিন কেটে যাবার পর সংবাদ এলো যে, সিরিয়ার সাহায্য বাহিনী ফোরা ঘাঁটি পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

এ সংবাদ গোলযোগকারীদের ভীত করে তুললো।

এদিকে, সাহায্যের জন্যে খলীফাও বিভিন্ন প্রদেশে চিঠি পাঠালেন।



www.pathagar.com

(আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি দয়ালু এবং করুণাময়)

মহান আল্লাহ্‌ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র হুকুম লোকজনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ্‌ তাঁকে আহ্বান করে নিজের কাছে টেনে নিয়েছেন।

তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করার পরও আল্লাহ্‌র কেতাব রেখে গেছেন, তাতে বৈধ ও অবৈধ এবং আল্লাহ্‌ যা নির্ধারিত করেছেন, তার বর্ণনা রয়েছে। কেউ তাতে খুশী হোক বা অসন্তুষ্ট হোক।

তারপর হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) খলীফা হয়েছিলেন।

তারপর আমার অজ্ঞাতে, কিছু সংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে, আমাকে মজলিসে শুরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মজলিসে শুরার সদস্যরা লোকজনের উপস্থিতিতে আমার অসাক্ষাতে আমার খিলাফতে সম্মত হয়েছিলেন। আমি এই অবস্থায় অনুগত এবং অনুসরণকারীর মতো নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি কোনো বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেইনি। এবং প্রভুত্ব চাইনি। কিন্তু যখন কাজ শেষ হয়েছে এবং ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হয়েছে, তখন আমার অতীত কথা নিয়ে হিংসা-দ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। মূলে যে সব বিষয় কুরআনের আদেশ-নিষেধের সঙ্গে জড়িত, তাতে কোনো জুলুম-অত্যাচার ছিলো না। তারা দাবী করে এক কথা, আবার দলিল প্রমাণ ছাড়াই ঘোষণা করে অন্য কথা।

তারা আমার প্রতি এবং মদীনায় অবস্থানকারী এক দল মুসলমানের প্রতি মনগড়া অভিযোগ তুলেছে। আমি বছরের পর বছর ধৈর্য্য ধারণ করেছি। আমি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিনি ; এতে তাদের সাহস বেড়েছে। এমন কি



www.pathagar.com

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র এবং প্রিয় হিজরত-ভূমি মদীনার লোক-জনদেরও আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে এবং গ্রামবাসীদের করেছে সংঘবদ্ধ। এরা 'আহ্‌জাব' যুদ্ধের দলের মতো অথবা তাদের মতো, যারা 'ওহুদের' যুদ্ধে আমাদের সম্মুখীন হয়েছিলো। অবশ্য এরা বাড়তি কিছুও প্রকাশ করছে।

এই অবস্থায় যে আমার সঙ্গে আসতে পারো, চলে এসো।'

সে সময় যোগাযোগের ভালো ব্যবস্থা ছিলো না। মূল-কেন্দ্রস্থান থেকে সব প্রদেশে খবর পৌঁছতে পৌঁছতে লেগে যেতো অনেক দিন। ঘোড়া বা উটই ছিলো প্রধানত খবর, ফরমান ইত্যাদি পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম। তারপর সে খবর বা ফরমানের উত্তর পাঠাতে পাঠাতে আরও কয়দিন, প্রত্যুত্তরে কোনো অভিযানের প্রস্তুতি নিতে নিতে তো অনেক দিনের ব্যাপার। মদীনা থেকে তাই খবর পৌঁছতে পৌঁছতে বিলম্ব হয়ে গেলো ; তাদের সাহায্য আসার আগেই ঘনিয়ে এলে বিপদ।

হযরত উসমান (রাঃ) যে কোনো রক্তপাতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। খলীফা তাই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে সকলকে বারণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ধৈর্য্য ধারণ করতে। এই সুযোগে বিদ্রোহীরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।



www.pathagar.com

## বিদ্রোহীদের ।। ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ

বিদ্রোহীরা শুনতে পেলো যে, খলীফার সাহায্যকারী দল অবিলম্বে মদীনায় এসে পৌঁছুচ্ছে। তাই, সাহায্যকারীরা আসার আগেই তারা তাদের উদ্দেশ্য সফল করে ফেলতে চাইলো।

এদিকে, সাহায্যকারী দল এসে পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হয়েছে ভেবে মারওয়ান তাড়াতাড়ি বিদ্রোহীদের মুকাবেলায় নেমে পড়েন। তিনি ভেবেছিলেন, অবরোধ ঠেকিয়ে রাখতে না পারলে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) এবং ইবনে আমর (রাঃ) এসে বলবেন যে, তাঁরা এসে অবরোধমুক্ত করেছেন। বাহাদুরী পেয়ে যাবে অন্য কেউ। মারওয়ান এ ব্যাপারটিকে ভালো মনে করছিলেন না।

তিনি তাই সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খলীফা এটাকে ভালো মনে করেননি। তিনি যুদ্ধ চাননি, রক্তপাত চাননি, চেয়েছিলেন রক্তপাতহীনভাবে সমস্যার সমাধান।

কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করছিলেন না। তাঁর কথার জবাবও দিচ্ছিলো না কেউ। তাই তিনি তাদের তলোয়ার রেখে দেবার জন্যে প্রতিজ্ঞা করালেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, লোকে তাঁর কথা শুনবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক সত্যি তরবারী ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু মারওয়ান-এর নেতৃত্বে বনি-উমাইয়ারা থামলো না। দুই দলে সংঘর্ষ চলতে লাগলো।

এতে গোলযোগকারীদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত হলেন মারওয়ান। হযরত হাসান (রাঃ)-ও আঘাত পেলেন।



www.pathagar.com

হযরত উসমান (রাঃ)-এর রক্ষীদের অন্যান্যরা তাই চাইছিলেন চূড়ান্ত যুদ্ধ করতে। বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিতে এবং যে কোনো কঠিন পথও নিতে তারা ছিলেন বদ্ধপরিকর। কিন্তু খলীফা সে অনুমতি দিলেন না।

অবরোধ থাকায় হযরত উসমান (রাঃ) এবার হজ্জে যেতে পারেননি। তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে তাঁর হয়ে হজ্জযাত্রীদের নেতৃত্ব দিতে পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশ্যে। তিনি আশা করছিলেন, শীঘ্রই এর একটি রক্তপাতহীন মীমাংসা হবে। প্রদেশগুলি থেকে সাহায্যকারী দল এসে নিশ্চয় উদ্ধার করবে তাঁকে।

কিন্তু অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে পড়লো।

সহ্য করতে না পেরে হযরত মুগীরা (রাঃ) একদিন বললেন, 'চলুন আমরা বাইরে চলে যাই এবং দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। আপনার সঙ্গে লোকজন তো আছেই। তাছাড়া মদীনার সকল বাসিন্দা আপনার হয়ে লড়বে। তার ওপর আপনি ন্যায় এবং নিরপরাধ বলে আপনার জয়ও অবশ্যম্ভাবী। নইলে চলুন, বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাই এবং মক্কায় গিয়ে পৌঁছি। দাঙ্গাকারীরা আপনাকে জীবিত রাখতে চায় না। না হয় আপনি সিরিয়ায় চলে যান। সেখানে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-ই আপনাকে রক্ষা করতে যথেষ্ট।'

হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, 'আমি আপনার প্রথম প্রস্তাবটি মানতে পারছি না। কারণ, মুসলমানদের রক্তে দেশ রঞ্জিত করার অপবাদ খলীফা হিসেবে আমি নিতে পারি না। দ্বিতীয় প্রস্তাবটাও আমি গ্রহণ করতে পারবো না, কারণ আমি চাই না যে পবিত্র মক্কা নগরী আমার জন্যে বিপদসঙ্কুল হোক! আপনার তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়, হাজার কিছুর বিনিময়েও আমি পবিত্র মদীনা শহর ছাড়বো না।'

এদিকে, বিদ্রোহীরা খলীফার ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করছিলো। কেউ কেউ বা জোরপূর্বক তাঁর ঘরে ঢুকে যাচ্ছিলো। এতে ঘরের লোকেরা হয়ে পড়ছিলো বিচ্ছিন্ন।

তারপরই দাঙ্গাকারীরা স্থগিং ব্যবস্থা গ্রহণ করে।



www.pathagar.com

সে দিন খলীফা রোজা ছিলেন।

তিনি তাঁর সাথীদের ডেকে বলছিলেন যে, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন। আজ বিদ্রোহীরা তাঁর জীবন হরণ করবে।

উপস্থিত ব্যক্তিরা বললেন, 'শত্রুদের জন্যে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।'

খলীফা বললেন, 'আমার কথা যদি তোমরা বুঝতে না পারো, তবে আমি তোমাদের একটি আশ্চর্য সংবাদ দেবো।' তারপর তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি রাতে স্বপ্নে নবী করীম (সাঃ)-কে দেখলাম। তাঁর সঙ্গে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) ও ছিলেন। হযরত আমাকে বললেন, 'হে উসমান আজ রাতে আমার এখানেই ইফতার করো।''

হযরত উসমান (রাঃ) আরও বললেন, 'আমাকে তারা কেন হত্যা করতে চাইছে? আমি নূর নবী (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, তিনটি কারণ ছাড়া মুসলমানের খুন বৈধ নয়; ইসলাম গ্রহণের পর ধর্ম পরিবর্তন করা, পবিত্র হওয়ার পর ব্যভিচার করা এবং কোনো মুসলমানকে বিনা কারণে হত্যা করা। আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর আমি ব্যভিচার করিনি। হেদায়াত লাভ করার পর দ্বীন পরিবর্তনের কল্পনাও করিনি; আমি তো কাউকে হত্যাও করিনি। তবে কী কারণে ওরা আমাকে হত্যা করতে চায়? যদি এরকম করে, তবে ভবিষ্যতে তারা এক সারিতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে না। কখনো একত্রিত হয়ে শত্রুর প্রতিরোধ করতে পারবে না।' এরপর তিনি সকলকে খুনোখুনি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শত্রুদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, নূরনবীর খুব নিকটজন ছিলেন তিনি। তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইস-



www.pathagar.com

লামের জন্যে তিনি কি করেছেন না করেছেন। বললেন ভালোবাসার কথা, পথে ফিরে আসার কথা।

কিন্তু বিদ্রোহীরা সে কথায় কর্ণপাতও করলো না।

ফিরে এসে তিনি পবিত্র কুরআন তিলওয়াত করতে লাগলেন।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর বাড়িটি ছিলো অনেক বড়। এই বিশাল বাড়ির প্রধান ফটকে পাহারা দিচ্ছিলেন হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হোসেন (রাঃ), হযরত মুহম্মদ বিন তালহা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রাঃ), এদের সঙ্গে লড়াই করার মতো সাহস গোলযোগকারীদের কারোই ছিলো না। তাই ওরা ঘুরে-ফিরে যে দিকে কেউ নেই, এমন একটি পথ আবিষ্কার করলো।



www.pathagar.com

## হঠাৎ আক্রমণ

কে যেন হঠাৎ চীৎকার করে বললো, 'ইবনে আফফানকে কতল করা হয়েছে।'

এই ঘোষণার সংগে সংগে গৃহের সব দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। খলীফার ঘর এবং সরকারী বায়তুল মাল লুট হতে লাগলো। বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মুসলমানরা মহা বিপদের তরংগে খেতে লাগলেন হাবুডুবু।

হিযরী ৩৫ সনের জিলহজ্জ মাস, শুক্রবার, পবিত্র এই দিনটিতে সকাল থেকে কুরআন পাঠ করছিলেন হযরত উসমান (রাঃ), পৃথিবীর আর কোনো দিকে নজর ছিলো না তাঁর।

হঠাৎ তাঁর সামনে এক যুবক অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। তাঁকে চিনতে ভুল হলো না খলীফার।

ধীরকণ্ঠে হযরত উসমান (রাঃ) বললেন, 'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি আজ তোমার পিতা জীবিত থাকতেন, তবে এই কাজে তোমার আসাটাকে তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না।'

মুহম্মদ বিন আবুবকর (রাঃ) সে-কথায় লজ্জা পেয়ে ফিরে গেলেন।

এগিয়ে এলো আরেক ব্যক্তি। ভীষণ নিষ্ঠুর সে। খলীফার মাথায় সে একটি কুড়াল দিয়ে আঘাত করে। স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে হযরত উসমান (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত নায়লা (রাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হলেন। তাঁর হাতের আঙুল কেটে গেলো।

এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের সংবাদ দারুণভাবে আহত করলো সবাইকে। হযরত



www.pathagar.com

আলী (রাঃ) এতো মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যে, অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না।

তারপর তিনি তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেলেন মদীনার পথে।

মদীনায় দুই পুত্রকে তিনি তিরষ্কার করে বললেন, 'তোমরা তখন কোথায় ছিলে? তাঁকে যখন কতল করা হয়, কোথায় ছিলে তখন তোমরা?'

উত্তরে হযরত হাসান(রাঃ), হযরত হোসেন(রাঃ)কিছুই বলতে পারলেন না।

হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি ওরা। তাঁর লাশও দাফন করতে দেয়নি সহজে। তিন দিন তাঁর লাশ পড়েছিলো। পরে হযরত আলী (রাঃ)-এর অনুরোধে ওরা লাশ দাফন করতে দেয়।

*

২০শে জিলহজ্জ, সন্ধ্যা। সতেরো জন লোক তাঁকে দাফন করতে নিয়ে যাচ্ছেন।

পৃথিবীর বুকে নেমেছে অন্ধকার। বড় নিশ্চুপ, বড় চুপচাপ চারদিক। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মরুভূমির বালু কণা কেবল চিকচিক করে উঠছে চোখের পানির মতো। কাঁদছে যেন; কোথাও যেন কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে!

কিন্তু কাঁদার কি আছে! তিনি তো রক্ত দিয়েই প্রমাণ করে গেলেন, হাঙ্গামা-কারী ছাড়া আর কিছুই নয় ওরা।

তিনি তো রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন, ভালোবাসাই শক্তি।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থ

১. আল ফারুক/আল্লামা শিবলী নোমানী (অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান) প্রকাশকঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী।

২. হযরত ওসমান/ডাঃ তোয়াহা হোসাইন (অনুবাদঃ নূরুদ্দীন আহমদ) প্রকাশকঃ পাক কিতাবঘর, ঢাকা।

৩. হযরত আলী/আবুল ফজল ; প্রকাশকঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৪. ইসলামের ইতিহাস/কে আলী ; প্রকাশকঃ আলী পাবলিকেশন্স।

৫. শিবলী নোমানীর নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী/হাকিম আবদুল মান্নান ; প্রকাশকঃ বাংলা একাডেমীঃ ঢাকা।

৬. ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান/মুহম্মদ আবদুল হাই ; প্রকাশকঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ